Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/129

B
1-2
F66

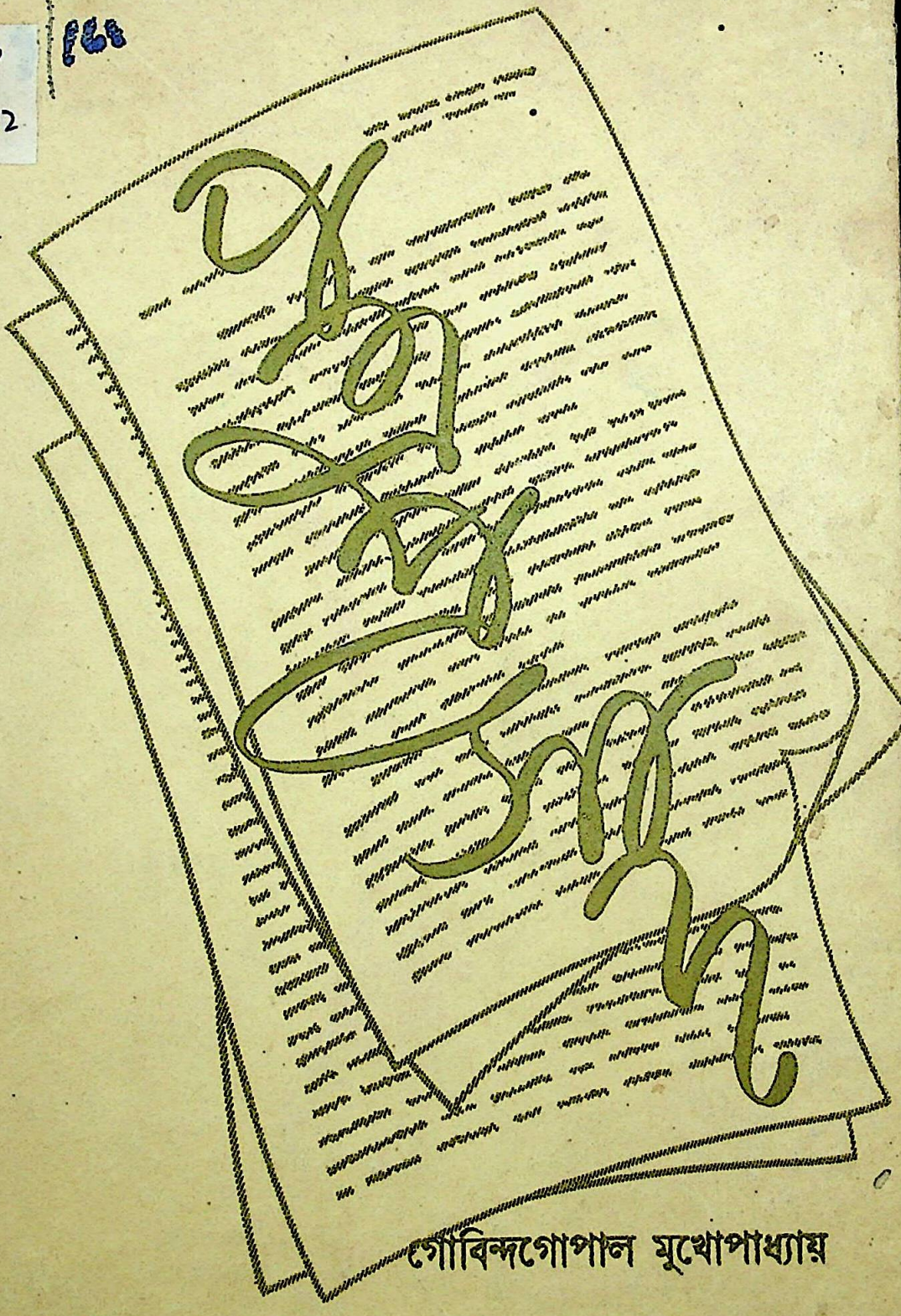

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

3/129 Bhadaini, Varanasi-I

No.....8/161

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

18.5.76				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/129

৭/১৪৪

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম সাইবেরীতে
সাদরে সমর্পিত

শ্রীগোবিন্দগোপালমুখোপাধ্যায়

কাশীধাম
২৫.৮৩.৭১.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ বালানন্দ স্মারক গ্রন্থমালা—২

পত্র-প্রসাদ

3/129
9/166

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২০/বি, ইন্দ্র রায় রোড
কলিকাতা-২৫

প্রথম প্রকাশ :

নববর্ষ ১৩৭৮

মূল্য : পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট শিল্পী :

গোরা মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক :

সুশীলকুমার ঘোষ
সুশীল প্রিণ্টার্স
২, ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/127
1/164

শ্রীদিলীপকুমার রায়, ডি. লিট্

সুরসুধাকরেষু—

সুরের প্রসাদ পেয়েছি তোমারি বরে
'পত্র-প্রসাদ' তাই দিই তব করে—

স্নেহকৃতার্থ
গোবিন্দগোপাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তিস্থান :
মহেশ লাইব্রেরী
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

উপনিষদের ঋষির একটি প্রার্থনা: 'কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্'—দুই কান ভরিয়া যেন বিশেষভাবে শুনিতে পাই। সে-প্রার্থনা শ্রীভগবান্ আমার জীবনে বিশেষভাবেই সফল করিয়াছেন। আশৈশব শ্রীগুরুমুখ হইতে, আচার্যগণের মুখ হইতে, পিতৃদেবের নিকট হইতে অজস্রধারায় অমৃত-উপদেশ এ আধারে বর্ষিত হইয়াছে। আমাকে অক্ষম ও অধম জানিয়াই, নিজের প্রয়াসে আমার কিছু করিবার সামর্থ্য নাই জানিয়াই বিধাতা এই অকৃপণ প্রসাদদানে আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু সে-প্রসাদের সবটুকু সার্থকভাবে ধারণ করা এ ক্ষুদ্র ও অক্ষম আধারে সম্ভব হয় নাই। 'অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্'—ঋষির পরবর্তী এ প্রার্থনাকে, অমৃতকে যথাযথ ধারণ করিবার আকুতিকে সার্থক করিতে পারি নাই। তবু যতটুকু রহিয়া গিয়াছে সেই অল্পের মধ্যেই ভূমার আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

শৈশবে শ্রীগুরুপদাশ্রয়ে ও পিতৃসান্নিধ্যে যাহা শুনিতাম, তাহাতে শুশ্রূষা বা শ্রবণেচ্ছা আরও উদগ্র হইয়া উঠে। তখন সে-সব কথার কিছুই বুঝিতাম না কিন্তু শুনিতে বড় ভাল লাগিত। এই আস্বাদন করিবার শক্তিও তাঁহাদের অনুগ্রহেই লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারাই জাগাইয়া দিয়াছিলেন 'বাসুদেব-কথারুচি'। কলেজীয় শিক্ষার শেষে তাই যখন গবেষণার সুযোগ লাভ হইল, তখন ৺পিতৃদেব আমাকে জ্ঞানের মহাতীর্থ কাশীধামে সাগ্রহে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেখানে বিশেষ করিয়া ভারতীয় সাধনা ও মনীষার দুইটি আলোক-স্তম্ভের সান্নিধ্যে এই অজ্ঞান-তিমিরান্ধের নয়ন-উন্মীলনের সুব্যবস্থা করিলেন। সেখানে ১৯৪৪ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনের পর দিন আচার্য ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আচার্য শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া যে অমৃতধারা পান করিতাম, তাহা পত্রের মাধ্যমে ৺পিতৃদেবকে দেওঘরে জানাইতাম। তিনি সেগুলি সাগ্রহে আস্বাদ করিতেন ও সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দেহাবসানের পর সেই পত্রগুলি আমার হাতেই ফিরিয়া আসে পরম প্রসাদরূপে। যখনই সেগুলি পাঠ করি তখনই এক দিব্য ভাবনায় চিত্ত ভাস্বর হইয়া উঠে ও এক অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় আন্দোলিত হয়। পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হইল যে এই প্রসাদ আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ষিত হইলেও ইহা একান্ত আমারই সম্পত্তি নয়। ইহাতে অধ্যাত্মপথের পথিক মাত্রেরই সহজ অধিকার। কারণ ইহাতে যে তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্ঘাটন করা হইয়াছে তাহা সর্বজনীন ও সনাতন সত্য, কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বা তাৎকালিক ব্যাপার নহে। এই ভাবিয়া ইতিপূর্বে দুই একটি পত্র-পত্রিকায় 'পত্র-প্রসাদে'র দুই একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয় ও তাঁহারা বিস্তৃতভাবে পুস্তকাকারে ইহা প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিতে থাকেন।

কিন্তু তবুও ইহা প্রকাশ করিতে আমার বিশেষ দ্বিধা ছিল এবং এখনও আছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে যাঁহাদের প্রসঙ্গ প্রধানত এই পত্র-সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে, তাঁহারা চিরদিনই আত্মপ্রচার বিমুখ ও নিজেদের লোকলোচনের অন্তরালেই রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের অনেকে দীর্ঘকাল পরলোকগমন করিয়া থাকিলেও এখনও তাঁহাদের লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করিতে, জনগণের দরবারে হাজির করিতে স্বভাবতই কুণ্ঠা হয় ও নিজেকে তাঁহাদের কাছে অপরাধী করিলাম বলিয়া আশঙ্কা জাগে। আচার্য ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাশীর মত ধর্মক্ষেত্রে থাকিয়াও কোনোদিন কোনো আশ্রম বা ধর্মস্থানে যান নাই। ইহাতে তাঁহার গুরু ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিষেধও ছিল। যখন তিনি দেহত্যাগ করেন তখন তাঁহার মরদেহ বহনের জন্য তেমন উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করাও কষ্টসাধ্য হইয়াছিল, এমনই ছিল তাঁর আত্মগোপনে দুর্লভ সিদ্ধি। যদিও জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বহুজনবিদিত, তবু তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাস এখনও সকলের অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে। অথচ যথার্থ জিজ্ঞাসুকে তিনি কোনোদিনই বিমুখ করিতেন না। তাঁহার এক একান্ত ভক্তের কাছে তিনি পত্রের মাধ্যমে দিনের পর দিন নানা অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে যে সব অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা সহস্রাধিক পত্রে তাঁহার কাছে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। জানি না কোনদিন প্রকাশিত হইবে কি না। তাঁহার অনুপম ও অতুলনীয় চরিত্রটির সামান্য আভাস দিবার জন্যই তাঁহার আমাকে লেখা দুইখানি পত্র—একটি বাংলায়, অপরটি ইংরাজীতে—অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গেই সর্বশেষে সংযোজিত করিয়াছি। তিনি আমার ৺পিতৃদেব অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাই একবার ৺বিজয়ার পর একখানি পত্রে তিনি আমার পিতৃদেবকে প্রণাম জানানোতে তিনি স্বভাবতই বিশেষ কুণ্ঠাবোধ করেন এবং আমাকে তাঁহার প্রতিবাদ জানাইতে বলেন। কিন্তু পত্র দুইখানি পাঠ করিলে সকলে বুঝিবেন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত বড় মহাসাধক হইয়াও তিনি গুরুগতপ্রাণ যে কোনো মানুষকেই প্রণতি জানাইতে সর্বদা উন্মুখ। নিজে দীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল কাশীধামে শুধু গুরুর উপর নির্ভর করিয়া যিনি আকাশবৃত্তিতে দিন কাটাইলেন, তিনি তখনও মনে করেন তাঁহার গুরুর উপর তেমন নির্ভরতা জাগে নাই, তাই তিনি সেজন্য অপরের, বয়ঃকনিষ্ঠেরও আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন! এমনকি আমার মত অর্বাচীনকেও তিনি মহাপুরুষের সন্তান বলিয়া প্রণাম জানাইতে উন্মুখ, নেহাৎ বয়সের অনেক ব্যবধান বলিয়াই যেন তাহা জানাইতে পারিলেন না, আশীর্বাদ জানাইতে বাধ্য হইলেন ও তাহাতেই ক্ষান্ত হইলেন। ইংরাজী পত্রটিতেও তিনি এক জায়গায় 'for seekers like you and me' বলিয়া নিজেকে আমার মত সাধনহীনের সগোত্ররূপে পরিচিত করিয়াছেন! সাধনার উত্তুঙ্গে শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি এমনিভাবেই আত্মবিলোপের অনন্ত মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁহার অমল স্বরূপের কথা বলিতেও বাধে।

আমার ৺পিতৃদেবকে তিনি কোনোদিন দেখেন নাই কিন্তু বোধহয় এই আত্মাবলুপ্তির সমধর্মিতায় তিনি তাঁহাকে আপনজন বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন। গেরুয়াধারণ বা সন্ন্যাস-গ্রহণকেও সতীশবাবু আত্মপ্রচারেরই এক প্রচ্ছন্ন রূপ বলিয়া মনে করিতেন। আমার পিতৃদেব সাধারণ গৃহস্থ জীবনই যাপন করিতেন অথচ অধ্যাত্মপথের অনুশীলনেই তাঁহার সমগ্র জীবন-ধারা নিয়োজিত ছিল। ইহাতেই সতীশবাবু তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। পিতৃদেবও তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় গীতা, উপনিষদাদি অবলম্বনে অজস্র সারগর্ভ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি তাঁহার খাতাতেই লিপিবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে, কোনদিনও প্রকাশ করেন নাই বা সে বিষয়ে কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাহাকে প্রশ্রয় দেন নাই। জানি না সেগুলি কোনো দিন প্রকাশ করিতে পারিব কি না। আমার শিক্ষার্থী অবস্থায় তিনি আমাকে জীবন-গঠনের নির্দেশ দিয়া যে-সব পত্র দিয়াছিলেন, সেইরূপ দুই একখানি পত্র ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়া এখানে প্রকাশ করিয়াছি, কারণ মনে হইয়াছে এই সব নির্দেশ সকলের জীবন গঠনেরই সহায়ক হইবে। শেষের দিকে তিনি কয়েকখানি পত্রে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের ক্রমবিকাশের বিচিত্র কাহিনী আমাকে অনুগ্রহ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সেগুলি ব্যক্তিগত হইলেও এখানে প্রকাশ করিয়া দিলাম এই কারণে যে অনেকেই ইহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে শ্রীগুরুকৃপা অলীক আকাশকুসুম মাত্র নহে, তাহা সর্বদা সক্রিয় একটি প্রত্যক্ষাবগম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তব সত্য। পিতৃদেব যথার্থই লিখিয়াছেন : 'জীবনের অগ্রগতিতে সে পরম করুণার কথা ভাবিলেও শান্তি ও শক্তি পাইতে পারিবে।' এই পরম করুণা বা অনুগ্রহশক্তি সর্বতোব্যাপ্ত সূর্যালোকের ন্যায় আমাদের সত্তাকে ঘিরিয়া সতত বিরাজমান। ইহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা উপলব্ধি সকলের হয় না কিন্তু সে উপলব্ধির সম্ভাবনা সকলের মধ্যেই সর্বদা রহিয়াছে। পিতৃদেবের অধ্যাত্ম জীবন-কাহিনীতে সেই সত্যই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি নিজে ধর্মপিপাসু হইয়া গুরুর কাছে যান নাই, গুরু নিজেই প্রথম দর্শনে তাঁহাকে আপন বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন ও তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া 'জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা' পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। এমনই অকারণ অবারণ নিরবগ্রহ এ অনুগ্রহ।

এই অনুগ্রহশক্তির আর এক বিচিত্র প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিধর্মী এক আশ্চর্য মানুষের মধ্যে। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, পূর্বাশ্রমে যিনি ছিলেন ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের যশস্বী অধ্যাপক Ronald Nixon। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় বৈষ্ণব-সাধনার ধারাকে যেভাবে মূর্ত হইতে দেখিয়াছি, এমনটি আর কোথাও আজ পর্যন্ত দৃষ্টিপথে আসে নাই। তাঁহার বহিরাকৃতি যেমন ছিল তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, অন্তরটিও তাঁহার ছিল নিকষিত হেমকান্তি। মনটি তাঁর অর্পিত ছিল কৃষ্ণপদারবিন্দে, বাক্য নিয়োজিত ছিল তাঁরই গুণানুবর্ণনে, সুগৌর কর দু'খানি ব্যাপৃত থাকিত তাঁরই মন্দির-মার্জনাদিতে—এমনই সর্বাঙ্গীণ ছিল তাঁর কৃষ্ণসেবা, যাহার ফলে তিনি আদর্শ ভাগবতরূপে নিজেকে রূপান্তরিত করিয়া নিজের গুরুদত্ত 'কৃষ্ণপ্রেম' নামটি সার্থক করিয়াছিলেন। ভক্তির অঞ্জন তাঁহার দৃষ্টিকে এমনই স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছিল যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের মতে 'পশ্যন্তী বুদ্ধি'র অধিকারী হইয়াছিলেন। তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে তাঁহার রচিত The Yoga of the Bhagabad Gita, The Yoga of the Kathopanishad প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাঁহার অনুপম অসংখ্য পত্রাবলীতে। আমার এই 'পত্র-প্রসাদে' তাঁহার কোনো পত্র প্রকাশ করি নাই কারণ আমাকে লেখা তাঁহার অধিকাংশ পত্রাবলীই সুরসুধাকর শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয় তাঁহার একান্ত সুহৃদের সম্বন্ধে লেখা অনুপম গ্রন্থটিতে *সাদরে প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে আমি পিতৃদেবকে তাঁহার সঙ্গে যে সব সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল তাহারই বিবরণ দুই একটি পত্রে যাহা

---

* Yogi Sri Krishna Prem By Sri Dilip Kumar Roy.

(Bharatiya Vidya Bhavan)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই সামান্য অংশটুকু প্রকাশ করিতে গিয়াও মানসনেত্রে তাঁহার উদ্যত তর্জনীর ভৎর্সনা যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তাহা আমাকে ভীত ও নিরস্ত করিতে চাহিতেছে। কারণ, তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মপ্রচারবিমুখ কৃষ্ণৈকান্ত বিবিক্তসেবী সন্ন্যাসী। বাস করিতেন যেমন নির্জন হিমগিরিশিখরে, অন্তরেও তেমনি ছিলেন গোপনচারী, গুহাবিহারী। সেইখানেই তাঁহার আরাধ্যের সঙ্গে, সেই 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণমে'র সঙ্গে চলিত তাঁর আত্মনিবেদনের অনন্ত অপার লীলা। জানিনা আমার কোন্ দুর্লভ ভাগ্যবশে তিনি অপার স্নেহে কাছে টানিয়া তাঁহার অন্তর্লোকের অনুভূতির কিছু আলোক-বার্তা আমার অন্ধকার অন্তরে সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাহার সব কিছু প্রকাশ্য নহে, তবু যেটুকু প্রকাশ করিলাম তাহাতেও তাঁহার নিকট গভীর অপরাধ ঘটিয়া গেল, মনে আশঙ্কা জাগিতেছে।

এই সব মহাপুরুষগণ সকলেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তবু আমার অশেষ সৌভাগ্য যে এখনও কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি আমাদের মধ্যেই বর্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের সস্নেহ পথনির্দেশই এখনও নানা বিপত্তি ও সংকট হইতে নিরন্তর আমাকে ত্রাণ করিয়া চলিয়াছে এবং এই মূঢ়ের উদ্বোধন ও সঞ্জীবন সাধন করিতেছে। পূজ্যপাদ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি পত্র লেখার মধ্য দিয়াই তাঁহার মহাগ্রন্থ 'জপসূত্রম্' রচনার সূচনা করেন। এখানে তাহা হইতে মাত্র দুইখানি পত্র সংকলিত করিয়া দিলাম। ইহার মধ্য দিয়া অনেক জিজ্ঞাসু ও সাধক জপ সম্বন্ধে নূতন আলোক লাভ করিবেন। স্বামিজীর মধ্য দিয়া 'জপসূত্রে'র আত্মপ্রকাশও সেই প্রাতিভ সংবিত্তেরই ফল, যাহার মূলে আবার ঐ অনুগ্রহশক্তি। সে-কাহিনী তিনি 'জপসূত্রে'র শেষ খণ্ডের ভূমিকায় নিজেই শুনাইয়াছেন। আমার জীবনে তাঁহার অবদান যে কতখানি তাহা আমি নিজের মূঢ়তায় উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইলেও তিনি নিজেই একবার কৃপাপরবশ হইয়া একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন :

'তোমার সঙ্গে পত্র লেখা কম থাকলেও তোমার চিন্তা মনে থাকেই। কেন না তোমার মধ্যে চারিটি ধারার একত্র সম্মিলন দেখি—যেরূপ সম্মিলন অন্য ক্ষেত্রে সুদুর্লভ। প্রথম—তোমার শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ; দ্বিতীয়—তোমার পিতৃদেব; তৃতীয়—তোমার 'দিলীপদা'; চতুর্থ—'এই স্বামিজী'। ভগবানের চরণে সতত প্রার্থনা জানাই—এই চারি ধারার পূর্ণতার নিমিত্ত।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনই আর এক মহাজনের অসামান্য অবদান আমার জীবন-পাত্রে যে অনন্ত মাধুরী সঞ্চার করিয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমি অজ্ঞানান্ধই থাকিয়া যাইতাম, যদি না পিতৃদেব আমাকে সে বিষয়ে সচেতন করিতেন। পূজনীয় আচার্যদেব শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রসঙ্গে একটি পত্রে তিনি আমাকে লেখেন: 'গোপীবাবু তোমার অলক্ষ্যে তোমার অন্তরে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছেন। যখনই সুযোগ পাইবে তাঁহার সঙ্গ করিবে।' যাঁহাকে অদ্বিতীয় জ্ঞানী জানিয়া কিছু শাস্ত্রপাঠ লইবার মানসে পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, তিনি কিভাবে এ অযোগ্য অকিঞ্চনকে দুর্লভ ভক্তিধনে ধনী করিলেন, তাহার রহস্য আজও আমার অগোচর। তাঁহার মহিমার কথা বলা আমার সাজে না, শুধু এইটুকু উপলব্ধি করিয়াছি যে যখনই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে তত্ত্বকথার অমৃত-প্রবাহ ঝরিয়া পড়িয়া এ আধারে প্রবাহিত হয় অমনই এক মুহূর্তে আর এক দিব্য লোকে মন আপনা-আপনি উন্নীত হয় ও এক অনন্ত আনন্দের সাগরে চিত্তকে নিমগ্ন করে। পূজ্যপাদ স্বামিজীর মত তিনিও জপ সম্বন্ধে আমাকে পত্রে যে-উপদেশ দিয়াছিলেন এবং আগমশাস্ত্রের রহস্য সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে যে আলোকপাত করিয়াছিলেন তাহারই কিছু পরিচয় পাইয়া অনেকে লাভবান হইতে পারেন, সেইজন্য আচার্যদেবের কয়েকখানি পত্রও সংযোজিত করিয়াছি।

সর্বোপরি যিনি আজ অনেকের কাছে জগজ্জননীরূপে বন্দিতা, সেই শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা—যাঁহাকে ৺গুরুমহারাজ (শ্রীমদ্ বালানন্দ ব্রহ্মচারী) 'মায়ী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন—কেমন করিয়া যুগপৎ নিজের পরাস্থিতিতে যেমন সকলের অগম্য, তেমনি আবার স্নেহময়ী মাতৃরূপে, কখনো বা 'ছোট্ট মেয়েটি'র রূপে নিখিলের অভিগম্য, তাহার পরিচয় তাঁহার দুই একখানি পত্রে কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখাইবার প্রলোভনে নিতান্ত ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ করিলাম। ইহাতে অকৃতজ্ঞ দায়িত্বজ্ঞানহীন পুত্রের উপর মায়ের স্বাভাবিক অভিমানের সুমধুর চিত্রটি যেমন ফুটিয়াছে, তেমনি ছোট্ট মেয়ের উপর বাপের সর্দারি করিয়া বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে যাওয়ার মূঢ়তাও তিনি খুলিয়া ধরিয়াছেন! কারণ, এ মেয়েটি তো সামান্য নয়, বাপের যে সে-হুঁশ নাই!

গ্রন্থের উপসংহারে মহাত্মা গান্ধীর দুইখানি পত্র ইংরাজীতে লেখা হইলেও সংযোজন করিয়া দিয়াছি। অনুবাদ করার দুঃসাহস হয় নাই। একটির প্রসঙ্গ সতীশবাবুর একখানি পত্রে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সংযোজিত করিয়াছি। এখানি 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমি I. A. ক্লাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ি। উদ্ভিন্ন যৌবনের মূঢ় জিজ্ঞাসাকে নিজের অক্ষম ইংরাজীতে রূপ দিয়া জাতির জনককে লিখিবার স্পর্ধা সেদিন কিরূপে হইয়াছিল, ভাবিলে আজ লজ্জায় অধোবদন হই। কিন্তু তিনি তাঁর মহত্বে আমার সেই অপটু লেখনী হইতে উৎসারিত পত্রটি অবিকল সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া নিজের দীর্ঘ উত্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর রাজনৈতিক জীবনের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিলনা কিন্তু তাঁহার গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস আমাকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁহার এ বিশ্বাসের মূলে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য কৌতুহলী করে। সেই কৌতুহল হইতেই তাঁহাকে আমার এই রূঢ় পত্রাঘাত। আর একবার, রাজনীতির দূষিত পঙ্কিল পরিবেশে অহিংসার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের অপচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া তাঁহার পক্ষে শুধু নিজের অনুগত শিষ্যদের মধ্যে ধর্মগুরুর মত অহিংসা প্রচার অনেক সার্থক ও সফল হইবে, বিজ্ঞের মত তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিবার স্পর্ধা হইয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি সস্নেহে স্বহস্তে লিখিত একখানি ছোট চিঠিতে উত্তর দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। একখানি পত্রে তাঁর জলন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস, অপরটিতে অহিংসাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্থক প্রয়োগের সুদৃঢ় সংকল্প তাঁর অনবদ্য লেখনীর মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই হিসাবে পত্র দুইটির বিশেষ মূল্য আছে মনে করিয়া এখানে সংযুক্ত করিয়া দিলাম। সতীশবাবুও এই হিসাবেই মহাত্মাজীর এই পত্রটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন ও ইহাকে অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন।

'পত্র-প্রসাদে'র প্রথম অংশের পত্রগুলিতে আরও অনেক মহাজনের ও মনীষীর কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এ ছাড়াও শ্রীমৎ অনির্বাণ, শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের কিছু পত্রও 'মহাজন-সংবাদ' অংশে সংযোজিত করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেগুলি একান্ত ব্যক্তিগত বলিয়া বর্তমান সংকলনে প্রকাশ করিলাম না। ইঁহাদের সকলেই তাঁহাদের স্নেহ-প্রসাদের অকৃপণ বিতরণে আজও আমাকে ধন্য করিয়া চলিয়াছেন। কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই তাঁহাদের এই ভূরি দানের পরিমাপ করা যায় না, পরিচয়ও দেওয়া যায় না। এমনিভাবে একটি ক্ষুদ্র অযোগ্য আধারকে উপলক্ষ্য করিয়া যে এত অজস্রধারে অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়াছে, তাহার মূলে আছে শ্রীগুরুরই পরম অনুগ্রহ। তাই তাঁহারই নামাঙ্কিত স্মারক গ্রন্থমালায় এইটি দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'তপোবনের বাণী' নামক প্রথম গ্রন্থটিতে পূজ্যপাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজি সেই মহাপুরুষের মহাজীবনের মর্মবাণীটি শুনাইয়াছেন তাঁহার অনুপম ভঙ্গীতে।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতা জানাই এই গ্রন্থপ্রকাশে যাঁহারা নানাভাবে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। প্রেসের সুবন্দোবস্ত ও ছাপানোর সব ব্যবস্থার ভার লইয়া স্নেহভাজন শ্রীমান্ শঙ্কর বন্দোপাধ্যায় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তেমনি প্রচ্ছদপটটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুন্দরভাবে অঙ্কন করিয়া ও ব্লক তৈয়ারী পর্যন্ত করিয়া দিতে আগাইয়া আসিয়াছেন নিপুণ শিল্পী পরম আত্মীয় শ্রীগোরা মুখোপাধ্যায়। তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। সুশীল প্রিণ্টার্সের পরিচালক শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ আন্তরিক সহযোগিতা না করিলে গ্রন্থটি প্রকাশে আরও বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটিত। তাঁহাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে ৺পিতৃদেবের একখানি প্রতিকৃতি গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হইল।

সকলে এই 'পত্র-প্রসাদে'র আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন্—ইহাই প্রার্থনা।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান
১লা বৈশাখ ১৩৭৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র-পিতা সংবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্র-প্রসাদ

১

বারাণসী

৭. ২. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

গোপীবাবুর* কাছে আরো দুদিন গিয়াছিলাম।

সেদিন তন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গেল। মানুষকে তিনটা আবরণ ভেদ করিয়া উঠিতে হইবে—প্রথম প্রকৃতি, দ্বিতীয় মায়া, তৃতীয় মহামায়া। এই তিন আবরণ ভেদ করিলে সে ব্রহ্মকৈবল্য লাভ করে, নিজের শুদ্ধ স্বরূপকে ফিরিয়া পায়। কিন্তু তখনো তাহার দিব্য রূপান্তরের সূচনাও হয় না—কারণ পরমের অনুগ্রহের দুটি ধারা—একটি অশুদ্ধি-নিবর্তক বা উপাধি-নিবর্তক—দ্বিতীয় স্বরূপ বা শিবত্ব-সম্পাদক। ব্রহ্মকৈবল্যে সমস্ত উপাধির নিবৃত্তি হইয়া গেলেও শিবত্ব লাভ ঘটে না—অবিদ্যয়া 'মৃত্যুং তীর্ত্বা' হইলেও 'অমৃতমশ্নুতে' তখনও হয় না। তবে এ ভূমিতে আসিয়া আর কিছুই করার নাই—শুধু সেই ঊর্ধ্বশক্তির অবতরণের জন্য প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা। এই দিব্য রূপান্তরের তারতম্যও হয় শক্তিপাতের তারতম্য অনুসারে। যিনি সর্বোত্তম শক্তিপাত লাভ করেন তিনি ইহজীবনেই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হইয়া যান। দ্বিতীয় স্তরের শক্তিপাতে জ্ঞানের জন্য বাহিরে ছুটিতে হয় না। সব জ্ঞান অন্তর হইতেই আসে—"প্রাতিভাদ্বা সর্বম্", ইহাই অনৌপদেশিক জ্ঞানের ভূমি। তৃতীয় স্তরে, জ্ঞানের জন্য গুরুর কাছে যাওয়া প্রয়োজন হয় ও তাহার সদ্‌গুরু লাভও হয় ও তাঁহার উপদেশে জ্ঞানলাভও হয়। এই তিনস্তরের লোকই জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু চতুর্থ স্তরে আর জীবন্মুক্তির অবকাশ থাকে না।

* গোপীবাবু—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেও সদ্‌গুরু লাভ ঘটিবে কিন্তু গুরু তাহাকে সাক্ষাৎ জ্ঞানের উপদেশ দেন না, কিন্তু কর্ম করিতে আদেশ দেন। তাহাতে পরে ক্রমশ তাহার জ্ঞানলাভ ঘটিবে।

আরো বেশ বলিতেছিলেন—ভগবানকে কে লাভ করে? সকাম হইলেও কেহ ভগবানকে পায় না কারণ তারা 'প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতাঃ'। আর নিষ্কাম হইলেও ভগবানকে পাওয়া যায় না, ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। ভগবানকে পাইতে হইলে তাই চাই শুদ্ধ কামনা। ব্রহ্ম হইলেন জগদ্‌যোনি—তিনি সর্বত্র সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—এই জগৎভাব শূন্য করিতে পারিলেই তাই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব্রহ্মভাবে গিয়া পড়ে, নূতন কিছু করিতে হয় না। 'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম'—ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন। তাই ব্রহ্মভাব লাভ হইলেও জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না, বেদান্তসূত্র সেইজন্য বলিয়াছেন—"জগদ্‌ব্যাপারবর্জম্"। অর্থাৎ পরমের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেও, তাঁর শক্তি অংশের পরিচয় মিলে না। কেমন করিয়া এই সৃষ্টিধারা তাঁহার নিকট হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু তন্ত্রই এখানে এই শক্তি-বিকাশের ধারা ধরাইয়াছেন। এখানে তাই এই অশুদ্ধ দেহমনপ্রাণকে, এই সমস্ত অবয়বকে আবার ঐ দিব্য ভূমিতে লইয়া গিয়া সেই শুদ্ধ আলোকে স্নান করাইয়া নামাইয়া আনিতে হইবে। সেই দিব্য ভাগবত সত্তার সঙ্গে যুক্ত হইলেই তখন বোঝা যাইবে এই নয়ন, শ্রবণ, স্পর্শন ইত্যাদির সার্থকতা কি। এ সকল সৃষ্ট হইয়াছে শুধু এই জগতের রূপরস গন্ধাদি অনুভবের জন্য নয়, সেই দিব্য ভগবৎ রূপ দর্শন, স্পর্শন ইত্যাদির জন্য। ইহাই তন্ত্রের ভূতশুদ্ধির, ন্যাস ইত্যাদির তাৎপর্য্য। তাই কারণস্তর হইতে স্থূলস্তর পর্য্যন্ত এই শক্তিকে ক্রিয়াশীল করিতে হইবে। গুরু এই কারণস্তরে, এই শিরোদেশে আগুন লাগাইয়া দেন, সাধনা হইল to fan the flame, এই আগুনকে হাওয়া দিয়া সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত করা, সর্বাঙ্গ প্রজ্বলিত করিয়া তোলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন রঘুনন্দন বাবুকে সঙ্গে করিয়া দামোদর গোস্বামীজি ও শ্রীশঙ্কর ভারতীজীকে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। গোস্বামীজী বাংলায়ই আলাপ করিলেন—ভক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে কিছু কথা হইল—কীর্তন, নাম জপের উপরই জোর দিলেন। মন না লাগিলেও অন্তত বেগার দিয়েই করে যাও—'হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা'—ক্রমশঃ রস আসিবে। পিত্ত রোগীর ব্যবস্থা মুখে মিশ্রী রাখা—প্রথমে মুখে মিশ্রী কটু লাগিলেও যেমন যেমন রোগ প্রশমিত হইবে মিষ্টত্বও বোধ হইবে। সর্বশাস্ত্রেই তাঁর বেশ পাণ্ডিত্য আছে, বেশ মিষ্টভাষী, সদালাপী লোক। মধ্যে মধ্যে যাইতে বলিয়াছেন। ভারতীজীকে দর্শন মাত্রই করা হইল—কথা-বার্তা হয় নাই—কারণ তখন পাঠ চলিতেছিল। সব সন্ন্যাসীরাই পড়িতেছিলেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উপনিষদের কোন পাঠ হয় না। খণ্ডনখণ্ড খাদ্য, অদ্বৈতসিদ্ধি ও মীমাংসার কিছু গ্রন্থ চলিতেছে। কিছুক্ষণ মীমাংসার পাঠ শুনিয়া আসিলাম। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বেশ তৃপ্তি হইল। পড়ানোর সময় যেন একটা আবিষ্টভাব লক্ষ্য করিলাম। চোখ দুটি সর্বদাই অন্তর্মুখী।

সতীশবাবুর* কাছেও সেদিন গিয়াছিলাম, তিনিও বড় মিষ্ট কথা বলিলেন। পরে তাহা লিখিতেছি।

২

বারাণসী
১৭. ২. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনাকে পত্র লিখিবার পর দিনই মায়ী† এখানে আসিয়াছিলেন। সামান্য কথাবার্তা হইয়াছিল। বলিলেন—"এ পড়া শেষ হলে কি হ'বে?" একজন বলিলেন "ডক্টর হ'বে।" আমি বলিলাম—"এ

* আচার্য ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

† মায়ী—শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাক্তারী কোনদিকেরই কাজে লাগিবেনা—এ ব্যাধিরও প্রতিকার হইবে না—ও ব্যাধিরও নয়।" বলিলেন "একটা কাজে লাগবে। ঐ বলা যাবে ডক্টর গোবিন্দ।" তারপর বলিলাম—"ব্যাধি যাবার উপায় কি?" বলিলেন—"ব্যাধি হওয়া"। আমি বলিলাম—"তাহলে তো যেখানে মহামারী, মড়ক লেগেছে সেইখানে গিয়ে বাস করতে হয়"। বললেন—"হ্যাঁ ঠিক বলেছ, ঐ মড়কে ঐ মহাশ্মশানে গিয়ে বসতে হবে—তা হলেই মরণের মরণ হবে। চাই প্রবৃত্তির দিকে নিবৃত্তি আর নিবৃত্তির দিকে প্রবৃত্তি।"

সতীশবাবুকে সেদিন আপনি যাহা তাঁহাকে জানাইতে বলিয়াছেন, পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তাহাতে বলিলেন, "আমার মধ্যে কি ভাল গুণ আছে তাহা তো আমি বুঝিনা। তবে ওঁরা আমাকে ভাল চোখে দেখেন—তাই আমাকে এরূপ বলেন ও আমার যথেষ্ট publicity করেন। তবে কি হোল না হোল, ভাল কি মন্দ বোঝা যাবে ঐ মরবার সময়। তখন যদি ইষ্টমূর্তি বা গুরুমূর্তি মনে আসে তা হলেই বুঝবো কিছু হোল! তার আগে কিছু বলা যায় না।"

আমি বলিলাম "আপনি সারা জীবন এইভাবে কাটালেন আপনার আর অন্য চিন্তা কি আসবে?" তিনি—"কী কাটালাম? কাটানো বলতে কি বোঝেন? এ তো শুধু নিজের চেষ্টায় সাধন ভজন করা গেল। যতক্ষণ না গুরুশক্তি এসে আপনা হতে সব ফুটিয়ে তুলছে—ততক্ষণ কিছু হবার নয়। ততক্ষণ বাধা দূর হবার নয়। আমি—"এ বাধা দূর করার উপায় তো নামজপ?" তিনি—"নামজপ তো বুঝলাম। কিন্তু এখন যা কিছু করা হচ্ছে সব নিজেকে কেন্দ্র করে। নিজের চেষ্টায় জপতপ করে ভগবানকে পাবো এই ভেবে বসে আছি। এ চেষ্টা একেবারে পণ্ডশ্রম। গুরুর কাছেও আমরা যাই এই ভেবে যে তাঁর কাছ থেকে কিছু মেরে নেব ও নিজে সেই অনুযায়ী সাধন-ভজন করে ভগবানকে লাভ করব। গুরু এদিকে রইলেন পড়ে। এ যেন ব্যাভিচারিণী স্ত্রীর পরপুরুষসংযোগে সন্তানলাভের চেষ্টা। তার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বীজটুকু লইয়া নিজের কাজ হাঁসিল করা। শতকরা ৯০ জন লোক গুরুর কাছে এই মৎলবেই যায়। গুরুও সেইজন্য তাঁদের পূর্ণ কৃপা করেন না। তিনি বোঝেন ইহারা নিজের মৎলব সাধিতেই আসিয়াছে। গুরুতে একান্ত শরণাগত হইলে তবেই বস্তুলাভ হয়—তবে সে রকম শিষ্য অতি দুর্লভ—তাই ভগবান বলিয়াছেন—"মনুষ্যানাং সহস্রেষু।" আমি—"তাহলে নিজের চেষ্টায় এই যে সাধন-ভজন করা যাচ্ছে এর কোন সার্থকতাই নেই?" তিনি—"সার্থকতা? একেবারে নিষ্ফল। তবে এরও প্রয়োজন আছে—নিজে চেষ্টা করে নিজের চেষ্টার দৌড় কতদূর বোঝা দরকার। যখন ঠেকে শিখবে ও বুঝবে নিজের চেষ্টায় কিছু হবার নয় তখনই গুরুর শরণে আসবে। নইলে মনে মনে ধারণা থেকে যাবে যে আমার চেষ্টায় হয় তো কিছু হোতো। তা' যে হয় না সেইটুকু বোঝার জন্যই এ চেষ্টার সার্থকতা।"

তাঁর এ কথাগুলি সেদিন চিত্তকে বড় স্পর্শ করিয়াছিল। সত্যই গুরুর একান্ত শরণ কি দুর্লভ বস্তু! আমাদের সব চেষ্টাই তাঁকে বাদ দিয়া চলিয়াছে। তাই পদে পদে ব্যর্থতা, নিরাশা ও শেষে হতাশা।

আমি এখন ঈশোপনিষদ্ লইয়া আলোচনা করিতেছি। "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ" শ্লোকের অর্থ গোপীবাবুর মতে আত্মাই যখন সর্বভূত হয়—কারণ এখানে 'অভূৎ' এই ক্রিয়ায় একবচন রহিয়াছে। সুতরাং ইহার কর্তা 'আত্মেব'ই হইবে। তাই এখানে উদ্দেশ্য 'আত্মা', বিধেয় 'সর্বাণি ভূতানি'। সর্বভূতকে আত্মাতে লয় করা নয়, আত্মা হইতে সর্বভূত কেমন করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে ইহা দেখা। অবিদ্যার উপাসনায় অন্ধ তমসায় প্রবেশ হয় কারণ জ্ঞানের আলোক না পাওয়ায় এই অন্ধকারের মধ্যেই বারবার গতাগতি করিতে হয়। আর বিদ্যার উপাসনায় "ভূয় তমে" প্রবেশ হয় কারণ তাহা হইলে শূন্যে ডুবিয়া যাইবে, ঐ নিজেও লয় হইয়া যাইবে। তাই প্রয়োজন—'উভয়ং সহ'। সম্ভূতি, অসম্ভূতিরও নূতন অর্থের ইঙ্গিত করিতেছিলেন—যেখানে 'সং' সেখানেই তার প্রতিরূপ 'বি' সর্বত্র পাওয়া যায়, যেমন সংশ্লেষ-বিশ্লেষ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযোগ-বিযোগ, সংবর্ত-বিবর্ত, তাই সম্ভূতির উল্টা বিভূতি। এই বিস্তার ও সংহার উভয়রূপ জানা প্রয়োজন।

গোপীবাবু বলেন, শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পর যখন তাহাকে overflow করিয়া উপরে উঠিয়া যায়—তখনই যথার্থ transcendence, একথা খুব সত্য। তিনি বলেন, এই মায়িক বুদ্ধি দিয়া স্বরূপকে ধরিতে গেলে শেষ অবধি ঐ লয়ে গিয়া পড়িতে হয়। কারণ. আগুন ততক্ষণই জ্বলে যতক্ষণ কাঠ থাকে, তাই এই মায়িক বুদ্ধির অবসানে সব নিভিয়া যায়। যতক্ষণ অন্ধকার ততক্ষণই না আলোর প্রতীতি। শেষে অন্ধকার চলিয়া গেলে আলোরও বোধ নাই। কিন্তু দিব্য বুদ্ধি ফুটিলে ও তাহা দ্বারা তত্ত্বের অনুসন্ধানে গেলে লীলার স্ফুরণ হয়। শেষ ঐ লীলারও পারে পরম স্বরূপে অবস্থিতি হয়।

কেউ আনন্দকে ধরিয়া চিতের মধ্য দিয়া সতে প্রবিষ্ট হন। কেউ সৎকে ধরিয়া চিতের মধ্য দিয়া আনন্দে স্থিতিলাভ করেন। জ্ঞানীর ও ভক্তের এই দুইরকম approach.

৩

বারাণসী

২. ৩. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

সেদিন 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা' লইয়া গোপীবাবুর কাছে অনেক কিছু শোনা গেল। প্রশ্ন হইল—বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যার নাশ, না অবিদ্যার নাশে বিদ্যার উদয়? বেদান্তের মতে বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধী, তাই বিদ্যার উদয়েই অবিদ্যার বিনাশ। কিন্তু তন্ত্রমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বিবিধ—এক পৌরুষ অজ্ঞান, ইহা স্বরূপগত। দ্বিতীয়—বৌদ্ধ অজ্ঞান —ইহা আগন্তুক। বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটে বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা, এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তের কথা ঠিক। কিন্তু পৌরুষ অজ্ঞান কাটানো জীবের স্বায়ত্ত নয় —কারণ জীব হইল এই পৌরুষ অজ্ঞানের ফলস্বরূপ, সুতরাং সে কেমন করিয়া তাহাকে দূর করিবে? তাই এ অজ্ঞান দূর হয় বিদ্যা দ্বারা নয়, ক্রিয়া দ্বারা। এ ক্রিয়া হইল দীক্ষা। তন্ত্রমতে তাই দীক্ষা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। গুরুশক্তি—গুরুই হইলেন ঈশ্বর—এই মূল স্বরূপভূত অজ্ঞানকে দীক্ষারূপ ক্রিয়া দ্বারা নাশ করিয়া দেন, পশুপাশ ছিন্ন করিয়া দেন, শিবত্ব লাভ করাইয়া দেন। শিষ্য হয় তো ইহার কোন অনুভবই পাইল না কিন্তু মূল পাশ তাহার কাটিয়াই গেল। তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন তারতম্যই হয় তো সে বুঝিল না। কারণ বৌদ্ধ অজ্ঞান যথারীতি বর্তমানই আছে। এই বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটাইতে হইলে বৌদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন—তাই শিষ্য যদি এ জীবনে দীক্ষার পরে সাধন ভজন করে তাহা হইলে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারে যে কত বড় পরিবর্তন তাহার মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। আর যদি জীবনে তাহার প্রতীতি বা উপলব্ধি না ঘটে তাহা হইলে দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিবত্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, কারণ যেদিন গুরুশক্তি তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, সেদিনই সে শিব হইয়াই গিয়াছে, শুধু যন্ত্রের দোষে উপলব্ধিগোচর হয় নাই। যেমন সূর্য উদয় হইয়াই গিয়াছে তবে মেঘে ঢাকা আকাশ—তাই প্রতীতি হইতেছে না। কিন্তু সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে হাজার মেঘ অপসারিত করিলেও প্রকাশের প্রতীতি হইবে না। তাই গুরুশক্তি বা দীক্ষা ব্যতীত সাধনভজন একান্ত নিষ্ফল—এ যেন তীরের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ তরণীতে দিনরাত দাঁড় বাওয়া! গুরু ঐ রজ্জু কাটিয়া দিলেই তবে দাঁড় বাওয়ার সার্থকতা। নইলে যারা নিজের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় করিয়া বৌদ্ধ অজ্ঞানকে নাশ করে তারা একটা blank abstraction, একটা কষায় অবস্থার মধ্যে গিয়া পড়ে—যথার্থ প্রকাশের অনুভব পায়না। কারণ মূল ক্রিয়া বা আকর্ষণ তাহার মধ্যে নাই, তাই নিজের চেষ্টায় সে হাজার উপরে উঠিলেও, ব্রহ্মলোকে গেলেও 'পুনরাবর্ত্তিনো' কারণ নীচের drag রহিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে, divine force তাহাকে উপরে টানে নাই। তাই তন্ত্রমতে দীক্ষারূপ ক্রিয়া দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে তবে বিদ্যার উদয়।

শক্তির পরম বিকাশের পর যে transcendence তাহাই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ—সেদিন এ প্রসঙ্গে গোপীবাবু বলিলেন, শঙ্কর ইহাকেই ইঙ্গিত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্তীরা আসিয়া শক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া সব জিনিষ গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছে। সেদিন তাঁহার এ কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ হইল। বলিলেন—এখন আমার একটা হাত তুলিতে হইলেও শক্তির প্রয়োজন, এখন আমরা completely at the mercy of other forces—সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের এ কথা বলিবার কোন অধিকার নাই যে শক্তির প্রয়োজন নাই। প্রথম শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ, ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমা জীবনে ফুটাইয়া তোলা। কিন্তু পূর্ণিমাই শেষ কথা নয়—তাহার পর অমাবস্যা-সপ্তদশী কলা, নির্বাণ কলা।

'অবিদ্যয়া……'এই শ্লোকে তাহা হইলে দেখা গেল অবিদ্যারও একটা উপযোগিতা আছে। দ্বিতীয় দেখা গেল—মৃত্যুতরণ ও অমৃতত্ব একজিনিষ নয়। মৃত্যুতরণ হইলেই যে necessarily অমৃতত্ব লাভ হইবে, এমন কথা নাই। অন্যত্র বলিয়াছেন, 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি' সেখানে বিদ্যার দ্বারা মৃত্যু তরণ, এখানে অবিদ্যার দ্বারা। পরে এ সবের সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন হইবে। এখন শুধু textকে closely follow করিয়া note করিয়া যাইতেছি।

সম্প্রতি Ottoর Idea of the Holy আর একবার পড়িলাম। উপস্থিত তাঁহার Mysticism East And West পড়িতেছি। Eckhart ও শঙ্করকে লইয়াই বেশী লেখা। কতকগুলি point অতি অপূর্ব দেখাইয়াছেন। কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম—

For in God there is not this nor that which we could subtract from Him or which we could isolate

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and retain by differentiation. There is nothing in Him but one, He Himself.

Where they (the soul and God) are one in essence they are not equal, for equality coexists always with difference. Therefore the soul must put off equality with God, in order to realize identity with God.

'Not the Godhead made this or that but God (Isvara) first creates all things. Where God is the creator, there He is manifold and knows multiplicity. But where He is one, there He is free from all works and knows in such oneness nothing beyond what He is Himself.

Meanwhile consider, I beseech you, by the eternal imperishable truth and by my soul: grasp the unheard of. God and Godhead are as distinct as heaven and earth. Heaven stands a thousand miles above the earth and so the Godhead is above God. God becomes and disbecomes. Whoso understandeth this preaching, him I wish well. But had no one been here, I must have preached this to the collection-box'—Eckhart.

"For both Sankara and Eckhart these are not merely metaphysical facts but at the same time 'saving' actualities. Truly from the standpoint of our present-day ontology it is almost impossible to understand how men could be interested in these

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

lifeless assertions about an undivided being—a '*Sanmatra*', a pure Being, which is nothing but Being, an *Esse perum et simplex*, a modeless Being, the '*neti neti*' that is neither this nor that. The surrender and loss of self in this pure Being would seem entirely meaningless for us, and to dwell within it would be both tedious and valueless. But that both Eckhart and Sankara had this curious interest and were indeed impelled by it must make us examine the matter more closely to find out what they both really meant'.

এইরূপ আরো অনেক অপূর্ব কথা আছে।

৪

বারাণসী

২০. ৩. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

আমি এখন কঠোপনিষদ্ দেখিতেছি। গোপীবাবুকে শুনাইয়া আসি। তিনি গেলেই আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার কাছে যখনই যাওয়া যায়, তখনই কিছু নূতন আলো পাওয়া যায়। সেদিন তিনটি সুষুপ্তির কথা বড় সুন্দর বলিলেন। এই তিনটি সুষুপ্তি বা অজ্ঞানের আবরণ গ্রহণ করিয়াই সেই পরম স্বরূপ জগদাকারে প্রকাশ পাইয়াছেন। পরম স্বরূপের প্রথম সুষুপ্তির ফলে একের সৃষ্টি হইল—সেই এক একবার গিয়া পরমে মিলিত হইতেছেন, কিন্তু না জানিয়া—তাই আবার বাহির হইয়া আসিতেছেন। এক হইতেই তাঁর মনে হইল 'একাকী ন রমতে', অমনি 'স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ'—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় সুষুপ্তির ফলে মিথুনের সৃষ্টি, রাধাকৃষ্ণের সৃষ্টি, শিবশক্তির সৃষ্টি। এখানেও রাধা একবার গিয়া কৃষ্ণে মিলিত হইতেছেন—আবার বাহির হইয়া আসিতেছেন। এই পরস্পর অনুপ্রবেশের আলোড়নে আনন্দের সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে—ইহাই নিকুঞ্জলীলা। এই আনন্দেরই এক কণা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়া সকলকে আনন্দে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। এই মহাভাবস্বরূপিণী রাধা হইতে আবার অনন্ত বিচিত্রভাব সখীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাহারাও ঐরূপ একবার রাধায় গিয়া মিলিত হইতেছে, আবার বাহির হইয়া আসিতেছে। একভাবে কৃষ্ণকে পাইয়া সখীদের তৃপ্তি নাই, আনন্দ হইতেছে বটে, তবে পরিপূর্ণতা নাই, তাই তাহারা চাহিতেছে মহাভাবের সমুদ্রে যাইয়া মিলিতে, রাধা-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে। ইহার পর শেষ সুষুপ্তির ফলে, এই ভাবের রাজ্য হইতে তিনি অভাবের রাজ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। সাধককে তাই উঠিবার সময় প্রথম অভাব হইতে ভাবরাজ্যে উঠিতে হইবে, ভাবরাজ্য হইতে মহাভাবের পরিপূর্ণতা লাভ করিতে হইবে, রাধা হইতে হইবে। তখনই বোঝা যাইবে কৃষ্ণ-বিরহ কি জিনিষ, তখনই বোঝা যাইবে কেন 'আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি'। শেষে এই মহাভাব হইতে একত্বে উঠিতে হইবে, কিন্তু সেখানেও একটা অভাব জাগিয়া উঠিবে। তখন পরমের দিকে দৃষ্টি পড়িবে ও সেখানে যাইয়াই চির বিশ্রাম।

আপনি যে ধারার, যে ক্রমের নির্দেশ দেন গোপীবাবুর মুখে সেদিন সেই বর্ণনাই শুনিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। শক্তির বা ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশের আগে স্বরূপে লয় হইলে এই richness ফোটেনা। তাই গোপীবাবু বড় সুন্দর বলিলেন যে, কেহ সন্ধ্যাবেলায়ই ঘুমাইয়া পড়ে, কেহ রাত ১২টায়, কেহ রাত দুটায়, আবার কেহ সারারাত জাগিতেও পারে—যে যত জাগিয়া থাকিতে পারে তার কাছে তত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। অবিদ্যার পাশ কাটাইয়া তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপভূতা চিৎশক্তির শরণে আসিতে হয়। তিনি চরম বিকাশ প্রাপ্তি করাইয়া স্বরূপে স্থিতি আনিয়া দেন।

গায়ত্রীরও সেদিন অপূর্ব ব্যাখ্যা করিলেন। 'সবিতুঃ'—এই প্রসবিতা কে? না, এই মণ্ডলাকারই হইলেন প্রসবিতা—মণ্ডলস্থ অন্তর্বর্তী যিনি তাঁর মধ্যে প্রসবও নাই, লয়ও নাই। 'বরেণ্যং' এই বিশেষণ দিয়া ভর্গকে distinguish করিলেন কেন? না, যেহেতু তাঁর একটা অবরেণ্য ভর্গও আছে—'বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ'। এই দুই ধারাই তাঁহার পাদমূল হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের আশ্রয় লইতে হইবে ঐ বরেণ্য ভর্গের। 'ধীমহি' ইহা দ্বারা জানান হইল যে তাঁহাকে প্রাপ্তি করিবার একমাত্র উপায় হইল ধ্যান। আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় 'ধীমহি'তে বহুবচনের প্রয়োগ ও 'নঃ' এখানেও বহুবচন। এ শুধু সাধকের ব্যক্তিগত লাভের জন্য সাধন নয়, সকলের জন্য, সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য। যেমন কংগ্রেসের সভাপতি কথাবার্তা একাই চালান রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে—কিন্তু তাহার ফল লাভ করে দেশের সমস্ত লোক। তাই সকলের জন্য সাধনা হিন্দুই কেবল বুঝিত, নইলে দশজন লোক জড় করিলেই congregational prayer হয় না। শেষ তাঁহাকে অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে সমাসীন করা। সমস্ত প্রেরণার, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূলে তিনি বিরাজমান ইহা প্রত্যক্ষ করা।

শ্রীবিদ্যার রহস্য না জানিলে কোন তত্ত্বই ধরা যায় না—একথাও বলিলেন। শঙ্কর, রামানুজ, নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু প্রভৃতি যত আচার্যই হইয়াছেন, সকলেই শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। গোপীবাবুর নিকট হইতে এ বিষয়ে ভাল করিয়া জানিবার ইচ্ছা আছে।

বেদান্ত যেমন সুষুপ্তিকে ধরিয়া পরমতত্ত্বকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি উপনিষদে জাগরণের ধারার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় কিনা লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। আপনার নজরে পড়িলে জানাইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫

বারাণসী

২. ৪. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

মায়ী এবারে আপনি ও মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তিনি আবার সারনাথে ফিরিয়া গেলেন। বাসন্তীপূজা পর্য্যন্ত এ দিকেই থাকিবেন। একজন ভদ্রলোকের শরীর একটু খারাপ ছিল—বিকালে আসিয়া বলিলেন—'আজ ভাল আছি। আপনাকে দর্শন করার পর হইতেই ভাল হইয়া গিয়াছি।' মায়ী বলিলেন "হ্যাঁ বাবা! খুব সত্যি কথা বলেছ। আপনাকে দর্শন করলেই সব ব্যাধি চলে যায়, সব আরাম হয়ে যায়। পরকে দেখলেই যত দুঃখ, কষ্ট, বে-আরাম।" কোনটাই বাদ দিবার জো নাই, সর্বরূপেই তিনি, পূর্ণাঙ্গীন দর্শন ইত্যাদি কথাই বেশী বলেন।

গোপীবাবুর কাছে কাল গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ প্রসঙ্গ হইল। ভূতশুদ্ধির কথাও কিছু শোনা গেল। ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্য হইল উপাসনার উপযোগী দিব্য দেহলাভ। এই দিব্য দেহটি তৈয়ারী হয় চন্দ্রের ষোড়শী কলার দ্বারা। অন্য সব বস্তুই পঞ্চদশ কলার অন্তর্ভুক্ত। চন্দ্র হইতে এই সুধাধারা উপছাইয়া প্রথম সূর্যমণ্ডলে পতিত হয়। সূর্য আবার তাহা উদ্‌বমন করেন। তখন তাহা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। এই সুধার অংশই, সমস্ত জীবনকে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু এখন সুধার অংশ অতি অল্প, অগ্নির অংশ অধিক। তাই অগ্নি-সোমের, ভোক্তা-ভোগ্যের, অন্ন-অন্নাদের এই সম্বন্ধ লইয়াই জগৎ গঠিত। এখানে অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়। কিন্তু সাক্ষাৎ ষোড়শীকলার দ্বারা পরিপূরিত হইলে অমৃতময়, দিব্য দেহ গঠিত হয়, তার আর ক্ষয়-ব্যয় নাই।

কঠে—'দূরমেতে বিপরীতে···অবিদ্যয়া বিদ্যা' ইত্যাদিতে বিদ্যা-অবিদ্যার একান্ত বিরোধিতা ও পার্থক্য বলা হইল। ঈশে—'উভয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহ' দ্বারা সমাহার সমুচ্চয় দেখান হইল। দুইয়ের সামঞ্জস্য কি ?

গীতায় "সংকল্পপ্রভবান্", 'ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো' ইত্যাদিতে সংকল্পত্যাগের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এ সংকল্পত্যাগ জিনিষটা কি ও কোন্ অবস্থায়ই বা লাভ হয় এবং কি উপায়েই বা ত্যাগ হয় ? গীতায় পরমের বর্ণনায় 'ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে' বলা হইল, এই পরমের অনির্বচনীয়তা ও মায়ার অনির্বচনীয়তায় (সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্য) পার্থক্য কি ?

৬

কাশী
১২. ১১. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনাদের ওখানে প্রসঙ্গ বেশ গভীরভাবে চলিয়াছে জানিয়া মনটা আরো চঞ্চল হইতেছে। স্বামিজীকে* ঠিকভাবে দোহন করা ও সেই প্রদুগ্ধ অর্থ সঞ্চয় করা ঠিকমত ঘটিয়া উঠিল না ভাবিয়া দুঃখ হয়। তবে তাঁহাকে বিশেষভাবে নাড়া দিলে তাঁর নিজের লেখনীমুখে পরে অনেক কিছু বাহির হইতে পারে। চোখটা খারাপ হওয়াতে তাঁর নিজের লেখাটাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যাক্ ভগবানের কি ইচ্ছা।

জপ সমর্থ হয় প্রাণ বা নাদের সহযোগে, একথা খুব সত্য। ঠিক প্রাণের সঙ্গে যোগ হইল ইহা কখন বা কেমন ভাবে ধরা যায় ? নাদের সঙ্গে অর্থাৎ ঠিক গুরুধ্বনির সঙ্গে যোগ হইলেই বা কিরূপ অনুভব হয় ? এগুলি স্বামিজীকে জিজ্ঞাস্য। অনেকে যে নাদ বৈখরীতে বা বাহ্যতে উত্থান না করিয়া শ্রবণের অভ্যাস করেন—যেমন রাধাসোয়ামীরা তাহার সমর্থতাই বা কি প্রকারে ? অর্থাৎ বৈখরীতে

* স্বামী শ্রীমৎ প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী। তখনও তিনি 'জপসূত্রম্' লিখিতে আরম্ভ করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বনি উত্থিত না করিয়া একেবারে গুরুধ্বনিকে ধরার বা শোনার যে প্রচেষ্টা, ইহা কতদূর কার্যকরী হয়? আর একটা জিনিষ: স্বামিজী হংসবতী ঋক্‌কে শুদ্ধ কৃষ্ণধারার মন্ত্র বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্যটা পরিষ্কার করা দরকার, অর্থাৎ কেন উহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণধারার প্রতীকরূপে ধরা হইল।

এ কয়দিন আর কি প্রসঙ্গ হইল জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। আমি রাসপূর্ণিমার দিন হইতে একটু লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। সাধনের দিক্‌টাই প্রথম লিখিব ভাবিতেছি, তত্ত্বের দিক্‌টা অর্থাৎ Absolute ইত্যাদির বিচারটা পরে আরো গভীরভাবে আলোচনা করিয়া লেখা ভাল।

সেদিন রাত্রিটা খুব সুন্দর কাটিয়াছিল। কেবলি মনে হইতেছিল রাস পূর্ণিমার এই রজনীতে সে যেন বিশেষ করিয়া আহ্বান করিতেছে এই মণ্ডল রচনার জন্য। রাস মণ্ডল রচিত না হইলে সেই রাসবিহারীর রসময় নৃত্য সম্ভব হয় না। এই বক্রাকারকে চক্রাকারে পরিণত করিতে না পারিলে সেই চক্রধারীকে পাওয়া যায়না, কেন্দ্রে হৃদ্দেশে যিনি 'ভ্রাময়ন্', তাঁকে পাওয়া যায় না। কাম আসিয়াই এই চক্রাকারে ছেদ টানিয়াছে, তাকে বক্রাকার করিয়া ফেলিয়াছে এবং কেবল এদিক ওদিক বৃথা গতাগতি করিয়া মরিতে হইতেছে।

তাই জীবন আমাদের এই মণ্ডলাকার নয় বলিয়া, কেবল খণ্ডাকার বলিয়া, arc মাত্র বলিয়া জীবনে আমাদের কোন কেন্দ্র নাই, লক্ষ্য নাই। কেবল লক্ষ্যহীন আবর্তন। তাই জীবনের প্রেরণার মূল উৎস আমরা দেখতে পাই না বলিয়া 'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং' 'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী', যিনি 'প্রচোদয়াৎ' তাঁকে কেন্দ্রে বসাইতে পারি নাই বলিয়া সবই অর্থহীন, একটা বিরাট প্রহেলিকা মনে হইতেছে। তাঁকে কেন্দ্রে বসাইতে পারিলেই জীবন হয় রাসস্থলী, তখন তাঁর 'ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ' হইয়া অবিরাম নৃত্য। সেখানে ধ্বনিরও যেমন বিরাম নাই, আলোরও, প্রকাশেরও তেমনি সীমা-পরিসীমা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন ঈশোপনিষদের মূলমাত্র দেখিতে দেখিতে একটা জিনিষ হঠাৎ strike করিল। শেষের কয়টি শ্লোকে তিন দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হইতেছে—প্রথম সূর্য, তারপর বায়ু ও শেষ অগ্নি। ইহার significance কি? স্বামিজী কি বলেন?

৭

কাশী

৫. ৯. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তন্ত্রের শিবে ও বেদান্তের ব্রহ্মে পার্থক্য কি? কারণ তন্ত্রমতে শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পর তাহা গুটাইতে আরম্ভ করে ও শেষে শিবে বিলীন হইয়া যায়, সেখানে অস্ত যায়। তখন শক্তির ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়ায় সমস্ত শক্তির চরম অবসানের ফলে শিব আর শিব থাকেন না, শব হইয়া যান। বেদান্তেও মায়ার অবসানে ব্রহ্মই থাকেন।

গোপীবাবু বলিলেন পার্থক্য অনেক—কারণ শিবই শব হইতে পারেন, জীব নহে। জীবকে শিব হইতে হইবে, তারপর সে শব হইবে। বেদান্তে জীব ব্রহ্ম হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেই শিবত্ব হয় না। চিৎশক্তির উন্মেষ হইলে তবে শিবত্বলাভ হয়, শুধু অচিৎশক্তির বা মায়াশক্তির অবসানে তাহা হয় না। সুতরাং তন্ত্রমতে প্রথম অচিৎশক্তির নিবৃত্তি, তারপর চিৎশক্তির প্রবৃত্তি, শেষে তাহারও নিবৃত্তি, এই ক্রম। তা ছাড়া শিব ও ঈশ্বর এক জিনিষ নয়। একের উপাধি চিৎশক্তি, অপরের অচিৎশক্তি। একের উপাধি সত্য, অপরের মিথ্যা। তাই ঈশ্বর কাল্পনিক, কিন্তু শিব তাহা নহেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮

কাশী

৩১. ৭. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

গোপীবাবুর ওখানে আজকাল 'পাতঞ্জল' পাঠ হইতেছে ও কৃষ্ণতত্ত্বও লেখানো চলিতেছে। সেদিন সমাধির লক্ষ্য যে বিকল্পশূন্যতা, সে সম্বন্ধে কিছু কথা হইয়াছিল। শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, অর্থের সঙ্গে প্রত্যয়ের বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ আর শব্দ ও প্রত্যয় বা জ্ঞানের মধ্যেই বিকল্পের অবসর আসিয়া যায়। জাগতিক সমস্ত জ্ঞানই এই বিকল্পে সমাচ্ছন্ন—তাই pure perception কোথাও হয় না, সবকিছুর মধ্যেই subjective contribution থাকিয়া যায়। এই বিকল্প দূর করার জন্য পাতঞ্জল ব্যবস্থা দিলেন পরম একাগ্রতা ও বিচারের অর্থাৎ supreme concentration of will & intellect; তন্ত্র ব্যবস্থা দিলেন মন্ত্রের, কারণ তন্ত্রমতে শব্দ দ্বারাই মানুষ বদ্ধ হইয়াছে, আবার শব্দ দ্বারাই সে মুক্ত হইবে। তবে এ শব্দ লৌকিক অশুদ্ধ শব্দ নহে, শুদ্ধ শব্দ, বিশুদ্ধা বাক্। এই শুদ্ধ শব্দের আশ্রয়ে অশুদ্ধ শব্দের রাজ্য অতিক্রম করিতে হইবে। এই শুদ্ধ শব্দ বা মন্ত্র প্রথম থাকে অক্ষরাত্মক, ক্রমশঃ অভ্যাসের ফলে তাহা পরিণত হয় নাদে, তখনই সে flow করিতে থাকে এবং অমনি তাহাতে মন অভিনিবিষ্ট হইয়া যায় এবং সেই ধ্বনিই তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেই ধ্বনির source-এ। ঐ বংশীধ্বনিই পথ দেখাইয়া লইয়া যায় বংশীবিহারীর কাছে, সেই জ্যোতির্ময় চিন্ময় বিগ্রহের কাছে। ইহাই ধ্যেয় সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। তাই নাদের পরে ফুটিয়া ওঠে জ্যোতি। তাহার পর ক্রমশঃ মন গভীর গভীরতর ভাবে তাহাতে মগ্ন হইয়া শেষে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। ইহাই মন্ত্রের পথ; ইহা 'সুসুখং কর্ত্তুং'ও বটে সুগমও বটে। তবে শুধু বিচারের দ্বারাও বিকল্প নাশ করা চলে কিন্তু তাহার অধিকারী বড় বিরল। সাধারণের পক্ষে সে পথে 'ক্লেশো অধিকতর'।

—২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি কথা বড় সুন্দর বলিলেন, যে জ্যোতিটা আত্মার ধর্ম নয়, আত্মার ধর্ম হইল প্রকাশ। উহা বুদ্ধিরও ধর্ম নয়, কারণ বুদ্ধি জড়। কিন্তু যেখানে আত্মার সঙ্গে বুদ্ধির সংযোগ, সেখানেই জ্যোতির আবির্ভাব।

কথাটা খুব স্পর্শ দিল।

৯

কাশী

১২. ৮. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

সেদিন গোপীবাবু জ্ঞান ও উপাসনা সম্বন্ধে বড় সুন্দর কথা বলিলেন। জ্ঞানের কাজ হইল বস্তুর যাহা যথাযথ রূপ, তাহাকে দেখা, বস্তু যেমন, ঠিক তেমনটিই অনুভব করা। তাই জ্ঞান হইতেছে বস্তুপরতন্ত্র আর উপাসনা হইতেছে কর্তৃপরতন্ত্র। এখানে সাধক নিজ কল্পনা অনুসারে উপাস্যকে গঠন করিয়া লয়। যেমন শালগ্রামে নারায়ণবুদ্ধি। উপাসনা সমস্তই কল্পনাত্মক, সেইজন্য মিথ্যা। জ্ঞান কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ, শাশ্বত সত্য। তাই ইহার একবার উদয় হইলে আর বিরাম, বিচ্ছেদ বা বিলয় হয় না। এই জ্ঞানে গিয়া পৌঁছিলে তখন আর কোথাও কোন বিরোধ থাকে না, কারণ তখন সে গুণের পারে চলিয়া যায়। তাই তার মধ্য দিয়া তিন গুণেরই খেলা সমানভাবে চলিতে পারে। কেহ বা শুধু সত্ত্বগুণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন—তাঁহার নিকট হইতে সাধারণ লোকের লাভ হয় বেশী। এই জ্ঞানের ভূমিতে directlyও পৌঁছান যায়, আবার উপাসনার মধ্য দিয়াও যাওয়া যায়। উপাসনার মধ্য দিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ তাহাতে সমস্ত গুণগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হয় ও তাহার পর বস্তুলাভ ঘটে। হঠাৎ ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গেলে আবার নীচে নামিয়া অবিকশিত অংশগুলিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশ করিতেই হইবে। কারণ প্রকৃতির উদ্দেশ্যই হইল তিন গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ, ইহার অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। তাই বেদান্তের পূর্বতন আচার্যেরা কৃতোপাস্তির উপর এত জোর দিয়াছেন। তাই কেহ সাধন করিয়া কৃপা পায়, কাহাকেও কৃপালাভের পর সাধন করিতে হয়। তবে কাহারও পূর্বজন্মে করা থাকিলে এবার আর সাধনের প্রয়োজন হয় না। একেবারে জ্ঞানলাভ হইয়া গেল—এটা exception নতুবা উপাসনা বা সাধন বা গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ জ্ঞানলাভের অপরিহার্য অঙ্গ।

সেদিন ওঁকার সম্বন্ধেও খুব সুন্দর কথা হইল। এই ওঁকারই শব্দব্রহ্ম, ইহাকে ভেদ করিয়া পরব্রহ্মে যাইতে হয়। ইহাই আবার সূর্যমণ্ডল—তাই সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া যাওয়া প্রয়োজন হয়। তাই সূর্যকে বলা হয় 'রবি'। 'রৌতি' অর্থাৎ শব্দং করোতি ইতি রবিঃ। তাই সমস্ত সৃষ্টিই শব্দাত্মক। তবে ইহার মূল হইল ঐ অর্ধমাত্রা বা অমাত্রা। সেখানে কোন মাত্রা যেমন নাই, আবার সব মাত্রাও সেইরূপ আছে। তাই গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য কারিকায় বলিয়াছেন—'অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ'। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—এই শব্দাতীত হইতে শব্দটা কেমনভাবে আসে বলিতে পার? তারপর নিজেই বলিলেন প্রথম আসে 'ম্' soundটা। তখন কেবল 'ম্-ম্-ম্' এই ধ্বনিই চলিতে থাকে। তারপর আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ হয় অ বা উ, তার ফলে হয় অমা বা উমা। এই উমা হৈমবতীই বা অমাকলাই সৃষ্টির মূলে। শেষে হয় অ-উ-ম্ বা ওম্। শিশুও যে প্রথম ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রন্দন করে, তাহার সেই ক্রন্দনধ্বনির মধ্যেও ইহার অস্পষ্ট আভাস থাকে। তাঁহার গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দজী (গন্ধবাবা) তিনটি ধ্বনির কথা বলিতেন—'না, মা, ওঁ'। একেবারে মূলে 'না'—ইহা নিষেধাত্মক। তখন যেন ধ্বনির সূচনাই হয় নাই, ইহার স্থান মস্তকে। তারপর 'মা' ইহার স্থান মুখে, ও শেষ 'ওঁ'। ইহার স্থান নাভিতে। ইহার পর আসিয়া যোগ হয় কাল। তখনই কালচক্র ঘুরিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল না আসিলে কলন হয় না, তাই তখনই সৃষ্ট হয় কলা—ষোড়শকলা ও সহস্রকলা। বেদান্ত যেমন তত্ত্বকে চরম entity মানিয়াছেন, তন্ত্র আবার সেই তত্ত্বের পিছনে কলাকে মানিয়াছেন। যত তত্ত্ব সব কলা হইতেই সৃষ্ট। এ বিষয়গুলি গভীরভাবে ধ্যান করা প্রয়োজন।

১০

কাশী

২২. ৮. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনার স্নেহাশীর্বাদী পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গত বৃহস্পতিবার হইতে গোপীবাবুর নিকট যোগসূত্র পড়া সুরু করিয়াছি। আপনার পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সূচনায় এই বই পড়া সুরু করিয়াছিলাম। এখানেও তাহাই হইল। সকালে দশটা হইতে সাড়ে বারোটা-একটা অবধি পড়া হয়। খুব আনন্দ পাইতেছি। এক এক প্রসঙ্গে কত যে কথা শোনা যায়, তাহার অন্ত নাই।

'অথ যোগানুশাসনম্'—এখানে পতঞ্জলি যে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন ইহা হইল 'অনুশাসন', আদিশাসন নহে। যোগের আদিশাসনকর্তা হইলেন হিরণ্যগর্ভ। ক্ষিপ্তাদি সকল ভূমিতেই সমাধি হইতে পারে, কারণ সমাধি হইল চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম, কিন্তু প্রথম তিনভূমির সমাধি যোগপদবাচ্য নয়। তাই ক্ষিপ্ত মূঢ়ের তো কথাই নাই বিক্ষেপোপসর্জনীভূত সমাধিও যোগ নহে। কারণ এখানে বিক্ষেপ হইল অঙ্গী আর সমাধি হইল অঙ্গ। সমাধি অঙ্গীরূপে দেখা না দিলে যোগ হয় না। তাই যোগের অধিকারী কেবল মনুষ্য। পশু প্রভৃতির সাধারণ বৃত্তি ক্ষিপ্ত ও মূঢ়, সাত্ত্বিক পশুর, গো প্রভৃতির বিক্ষিপ্ত বৃত্তিও হইতে পারে এবং এই সকল পশুদের বৃত্তি স্তম্ভিত করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে যোগ হইবে না। তেমনি শুধু বৃত্তিনিরোধে যোগ হইবে না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ এর সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'। যে বৃত্তিনিরোধের ফলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান ঘটে, তাহাই যোগ—কারণ বৃত্তিনিরোধ হইলেই যে necessarily স্বরূপাবস্থা ঘটিবে তাহা নহে; তার প্রমাণ ভবপ্রত্যয়, প্রকৃতিলয়ের অবস্থা। এখানে বৃত্তি সব নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু চিত্ত মহাজড়ত্বের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, পুরুষের প্রকাশ হয় না। উপায়প্রত্যয়ে ইহার বিপরীত।

সেইজন্য একাগ্রভূমি হইতে যোগ আরম্ভ হয়। এই ভূমিটা বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। ভূমিটা হইল natural poise of our being, the fundamental ground, original status. ভূমিরূপে অর্থাৎ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ অবস্থারূপে দেখা দেওয়া চাই। কারণ ভূমিটা একাগ্র না হইলে কিছুতেই যোগ হইবে না।

একাগ্রভূমি লাভের পরও ক্ষিপ্তাদি বৃত্তি হইতে পারে কিন্তু তাহা সেরূপ হানিকর নয়। কারণ সে নিজে না বুঝিলেও potentially সে যোগীই বটে। এইজন্য মহাত্মা মহাপুরুষেরা পাপীর মধ্যেও পুণ্যাত্মাকে দেখিতে পান, আবার পুণ্যাত্মার মধ্যেও পাপীকে দেখিতে পান। সাধারণ লোকে বাহির দেখিয়াই বিচার করে, তাই ঠিক স্বরূপ ধরিতে পারে না। ইহার কারণ হইল আমাদের চিত্তের গঠনে দুটি দিক্ আছে, একটা তার centre বা nucleus, অপর তার circumference বা periphery। সাধারণ মানুষ যে ধর্মকর্ম, জপতপ করে তাহার দ্বারা বাহিরের চারিদিকের ঘেরে যে রজতম আছে, তাহা দূর করিয়া সত্ত্বগুণকে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করে। ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু ইহার দ্বারা centre-টা সৃষ্ট হয় না, সেটা closed ring-এর মত কঠিন shellএর আবরণে আবৃত, তাহাকে ভেদ করিয়া ভিতরে সত্ত্ব প্রবেশ করাইতে পারা যায় না। তাই সত্ত্বটা উপাদানগত হয় না; নিমিত্তগতই থাকিয়া যায়। রূপান্তর বা transformation ও সেইজন্য দুইরকম—এক কার্যগত, অপর নির্মাণগত। নির্মাণবিকার হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

organic আর কার্যবিকার হইল functional। এই shell ভেদ করিয়া যতদিন উপাদান বা নির্মাণের আমূল পরিবর্তন না করা যায়, ততদিন নিরাপত্তা নাই। যেমন কাম ও ক্রোধাদি বৃত্তি এখন বাহির হইতে নাই বলিয়াই মনে হইতেছে কিন্তু উপাদানে হয়তো যথারীতি রহিয়া গিয়াছে। তাই আবার উদ্বোধক খাড়া হইলেই বৃত্তিও দেখা দিবে। সাধারণ উদ্বোধকে হয়তো বৃত্তির উদ্বোধন হইতেছে না, কিন্তু that is also no guarantee to its total annihilation কারণ সে বৃত্তি হয়তো একশো হাত তলায় রহিয়াছে। কিন্তু উদ্বোধক ৫০ হাত অবধি পৌঁছিল, সেইজন্য জাগাইতে পারিল না। সে রকম তীব্র উদ্বোধক যদি আসে ও একশো হাত তলা পর্যন্ত পৌঁছে তাহা হইলে আবার সেই বৃত্তিকে জাগাইয়া দিবে।

তাই সাধনভজন, জপতপ দ্বারা এই shell ফাটানো যায় না। এখানে তাই দীক্ষার প্রয়োজন। গুরুশক্তি আসিয়া ইহার মধ্যে একটি ছিদ্র করিয়া মূল উপাদানের মধ্যে সত্ত্বকে প্রবেশ করাইয়া দেন। পরে আবার হয়তো তাহা ঢাকিয়া যায়, কিন্তু একবার পথ হইয়া গেলে পরে সাধক চেষ্টা করিলে আবার passage খুলিয়া যাইবে। যেমন পুকুর হইতে কচুরীপানা সরাইলে আবার ঢাকিয়া যায়, কিন্তু পরের বার যেখানে সরান গিয়াছিল সেখানটা সহজেই সরান যায়। এই shell ফাটাইয়া মূল শক্তির সঙ্গে যোগ করাও যাহা, কুণ্ডলিনী চৈতন্যও তাহাই। ইহা না হইলে সাধনভজনের মূল উদ্দেশ্যই সফল হয় না।

বৃত্তি শব্দের অর্থও ঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন। বৃৎধাতু হইতে বৃত্তিশব্দ নিষ্পন্ন। 'বৃতু বর্তনে'—বৃৎ ধাতুর অর্থ হইল থাকা, to exist। অস্তি, ভবতি ইহাদের অর্থও exist কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে—বৃতের মধ্যে unrolling, moving, turning existent এর অর্থ লুকাইয়া আছে, যাহার ফলে বৃত্ত, বর্তুল ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। তাই 'আত্মা বর্ততে' এ কথা কোনো পণ্ডিতে বলিবে না, বরং আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্তি বলা চলে। বৃত্তির অর্থ তাহা হইলে হইল, যাহা সর্বদাই ঘুরিতেছে, একবার নীচে নামিতেছে, একবার উপরে উঠিতেছে। দিনরাত্রির মত ইহার বিরাম নাই। প্রথমত তাই প্রয়োজন সজাতীয় বৃত্তিপ্রবাহের পরিচালন A-A-A-A রূপে। এখন হইতেছে A-D-G-H-B-L-M ইত্যাদি রূপে। ইহাই জ্ঞানের অসকৃদভ্যাস—ইহারই উদ্দেশ্যে নিত্যকর্মের বিধান।

এইরূপ বৃত্তির উৎপত্তি-লয় অবিরাম চলিতেছে, তাই বলা হইয়াছে 'চলঞ্চ গুণবৃত্তম্'। তাহা হইলে শুধুই কি উৎপত্তি আর লয়, স্থিতি কোথাও নাই? না, প্রকৃতির মধ্যে কেবল উৎপত্তি আর লয়, স্থিতি শুধু পুরুষে—তিনিই চলের মধ্যে অচল। প্রকৃতিরূপে লয়, আর বিকৃতিরূপে উৎপত্তি। এই প্রকাশ-অপ্রকাশের লীলা অহর্নিশ চলিয়াছে। বৃত্তি হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বৃত্তি। প্রকাশটা হইল সত্ত্ব, অপ্রকাশটা তম আর মধ্যের গতিটা রজ। তাই এক হিসাবে বৃত্তিরূপটা সত্ত্ব, সংস্কাররূপটা তম। চিত্তের দুই রূপ—বৃত্তিরূপ, সংস্কাররূপ। পুরুষের বৃত্তি নাই কারণ তাহাতে সংস্কার নাই। পুরুষের জ্ঞান স্বরূপভূত, সংস্কারাত্মক নয়। নিরোধে বৃত্তি এক হিসাবে নাই (যদিও নিরোধরূপা বৃত্তি আছে) কিন্তু সংস্কার আছে। সমাধিতে ক্ষীণবৃত্তি থাকে।

১১

কাশী

২০. ৯. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

আমাদের পাঠ নিয়মিত চলিতেছে। বিদেহ ও প্রকৃতিলয় সম্বন্ধে কয়দিন আলোচনা হইল। বিদেহ অর্থ হইল দেবতা। দুইরকমের দেবতা আছেন—এক সদেহ, অপর বিদেহ, সাকার ও নিরাকার। সাকার মানে যাহার আকারে অভিমান আছে, যাহার তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই তিনি বিদেহ। আকার নাই এমন জিনিষ প্রকৃতিতে হইতে পারে না। বিদেহের স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে আপেক্ষিক বৈরাগ্য জন্মিয়া গিয়াছে এবং গ্রহণ বা করণে তিনি অবস্থিত। বিদেহরা ভোক্তা নন, সদেহ দেবতারা বা স্বর্গস্থ দেবতারা ভোক্তা। আপেক্ষিক বৈরাগ্য হইয়াছে অথচ বিবেক হয় নাই, সেই অবস্থায় নিরোধ হইলে এই অবস্থা লাভ হয়। আর প্রকৃতিলীন সমষ্টিতে এক হইয়া যায়, প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া যায়, original stuff of nescience এ ডুবিয়া যায় এবং আবার প্রকৃতির পুনরুদ্ভব পর্যন্ত সেখানেই লীন থাকে। তাই তার individual markটা থাকে না। বিদেহরা কিন্তু লীন নয়, কারণ কার্যটা কারণে লয় হয়—এখানে তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া অব্যক্ত হইয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতিলয়েরা, প্রকৃতিরূপ কারণে লীন হয়। বিদেহ যে স্থূল-সূক্ষ্ম হইতে পৃথক্ তাহা তাহার বোধ নাই। কিন্তু কারণটা অবলম্বন রহিয়াছে। সুতরাং এটা অসম্প্রজ্ঞাত হইলেও সালম্ব। প্রকৃতিলয়ের অস্মিতা ভূমি পর্যন্ত সমস্ত বিকারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং সে বৈরাগ্য প্রজ্ঞাজাত বৈরাগ্য। বিদেহের কিন্তু এরূপ নহে, তাহার প্রজ্ঞা নাই, সুতরাং বৈরাগ্যটা আপেক্ষিক। বিদেহের ভোগ্য বস্তু হইতে ভোগ বিতৃষ্ণা হইয়াছে কিন্তু দোষ দর্শন হয় নাই। প্রকৃতিলয়ের বৈরাগ্য প্রজ্ঞামূলক, দোষদর্শন জনিত।

অধিমাত্রোপায়ানাং তীব্রসংবেগানাং……এখানে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে হইবে—এক উপায়, অপর সংবেগ। উপায়ের দ্বারা হয় বিকাশ ও সংবেগের দ্বারা হয় প্রকাশ। 'কতটুকু' এটা determined হয় উপায়ের দ্বারা এবং 'কখন' এটা প্রকাশ হয় সংবেগের দ্বারা। ভিতরে আমার কতটা বস্তু সঞ্চিত হইয়াছে তাহা নির্ভর করিতেছে উপায়ের অনুশীলনের উপর। আর সেটার প্রকাশের বিলম্বতা বা শীঘ্রতা depend করিতেছে সংবেগের degreeর তারতম্যের উপর। তবে সংবেগের দ্বারা মূল বস্তুর তারতম্য ঘটে না। সুতরাং যাঁহাদের শুধু সংবেগের তীব্রতা আছে অথচ ভিতরের বস্তু নাই, তাঁহাদের শুধু ভাবাবেগই সার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। আবার অনেকের ভিতরে হয়তো খুব ভাল ভাল জিনিষ আছে অথচ তার প্রকাশ হইতেছে না এবং সে নিজে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না সংবেগের অভাবে। ব্যাকুলতা বা সংবেগ দূরকে নিকট করে, কিন্তু নাকে হাঁ করিতে পারে না। উপায় দ্বারাই বস্তু লাভ হয়, সংবেগ দ্বারা লাভটা expedited হয় মাত্র। Store-এর পুঁজি উপায় দ্বারাই সঞ্চিত হয় এবং যার store-এ যেটুকু আছে তাহাই সংবেগ প্রকাশিত করে।

কাল রাধাকৃষ্ণনের কাছে গিয়াছিলাম। শঙ্করের সম্বন্ধে কিছু কথা হইল। বলিলেন—শঙ্করও তো realityর grades মানিয়াছেন—বলিয়াছেন: 'একস্যাপি কূটস্থস্য চিত্ততারতম্যবশাৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদীনাম-ভিব্যক্তিঃ পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি।' সুতরাং যদি শঙ্করের মতে সবই একটা বিরাট illusion হইত তাহা হইলে the whole thing could have been easily dismissed as mere phantasm. তাহার মধ্যে আর degrees of realityর বর্ণনার কি প্রয়োজন ছিল? আমি বলিলাম, কিন্তু সেই কূটস্থে, সেই চরম অবস্থায় গিয়া পৌঁছিলে what remains of the world? উত্তরে বলিলেন—There the question does not arise; the whole trouble arises because we now stand in the realm of the relative and so to us the world is a reality, while the absolute is an abstraction and we try to connect these two irreconcilable concepts. When we reach the absolute it is all one and nothing else—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। So there the question is inadmissible and has no meaning at all. While we are here in this consciousness the reality has all the grades, evolutions etc. but there it is all one'। কথাগুলি খুবই ভাল লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২

কাশী

১৫. ১১. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

আমাদের পাতঞ্জল পাঠ সুরু হইয়াছে। গোপীবাবু আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনটা ভূমির কথা বলিতেছিলেন—প্রথম, শব্দ, তারপর জ্যোতি, শেষ রূপ। শব্দকে ভেদ করিতে না পারিলে জ্যোতিতে গিয়া পৌঁছান যায় না। এই শব্দই হইল মায়ার রাজ্য। জ্যোতি হইলেন পরমাত্মা—এইখানেই এই জ্যোতির রাজ্যেই সুরু হয় উপাসনা। শেষে জ্যোতি ভেদ করিয়া উঠিলে ফুটিয়া ওঠে রূপ—ইনিই ভগবান, transcendent স্বরূপ। সাধনা সুরু হয় স্থূল রূপ হইতে আবার শেষও হয় রূপে—তবে তাহা আমাদের কল্পিত রূপ নয়। যেখান হইতে start সেখানেই end—তবে circle complete হয়। শব্দের রাজ্যে সম্বন্ধ থাকে ভেদরূপ, জ্যোতির রাজ্যে, উপাসনার রাজ্যে সম্বন্ধ হইল ভেদাভেদ, আর রূপের রাজ্যে, ভজনের রাজ্যে সম্বন্ধ হইল অভেদ। সেখানে একই রূপ, তাই অভিন্নরূপেই সব প্রতীত হয়।

সমাধির মূলেই রহিয়াছে স্মৃতি। এই স্মৃতিকে সমুদ্বুদ্ধ করাই হইল সাধনা। ইহাকেই বলে 'স্মৃত্যুপস্থান' অর্থাৎ স্মৃতিতে আনা। এখন স্মৃতি আসিতেছে না কেন? না, বীর্যের অভাবের দরুণ। বীর্যের অভাবের কারণ কি? না, শ্রদ্ধার অভাব। এই শ্রদ্ধাটিই জাগাইয়া দেন গুরু। ব্রাহ্মণের উপনয়নকালে এই শ্রদ্ধাবীজই নিহিত করা হইত। শ্রদ্ধা হইল শ্রৎ-ধা—অর্থাৎ সত্যকে ধারণ, ইহারই অপর নাম বিশ্বাস। কিন্তু বিগত-শ্বাস না হইলে যথার্থ বিশ্বাস আসে না। যতদিন শ্বাস-প্রশ্বাসের বিক্ষেপের মধ্যে থাকা যায়, ততদিন বিশ্বাস দেখা দেয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩

কাশী

২৮. ১১. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

আমাদের নির্বিতর্ক সমাধির সূত্রটা চলিতেছে। এখানে অবয়বীর বিচারটা দুরূহ। প্রথমে জ্ঞানটা ব্যভিচার শঙ্কাশূন্য হওয়া প্রয়োজন। সাঙ্কর্যশূন্য না হইলে ব্যভিচারশঙ্কা যায় না। এই সাঙ্কর্যশূন্য জ্ঞানই ব্যাপক জ্ঞান, ইহাই পরম প্রত্যক্ষ। অবয়বীকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধি তাহা বিতর্কানুগত—কারণ অবয়বী স্থূল, আর অবয়বকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধি তাহা বিচারানুগত, কারণ অবয়ব সূক্ষ্ম। বৌদ্ধমত হইতেছে যে অবয়বী বলিয়া কোন বস্তু স্বরূপত বাহিরে নাই। There is in reality nothing like unity ; only in thought there is a unity.

নৈয়ায়িক বলেন, জ্ঞেয়ে একত্ব না থাকিলে জ্ঞানে একত্ব আসিতে পারে না। নৈয়ায়িকের মতে অবয়ব-অবয়বীর সম্বন্ধ part & whole এর সম্বন্ধ—whole is made up of parts, yet distinct from the parts. বাইরে এক আছে বহুও আছে, যাহা যখন reflected হয় বুদ্ধি তাহাই দেখায়। বুদ্ধিতে একত্বও নাই, বহুত্বও নাই। এই ন্যায় ও বৌদ্ধমত হইল দুই extreme, সাংখ্য একটা via media দেখাইলেন। সাংখ্য বলিলেন, বহুর collocation দুইভাবে হয়—এক যুতসিদ্ধ অপর অযুতসিদ্ধ। যুতসিদ্ধ হইলে সমষ্টিমাত্র, অযুতসিদ্ধ হইলে একটা জিনিষ, অর্থাৎ অবয়বী। ন্যায়মতে 'গুণসমবায়ো দ্রব্যম্'। এখানে উপাদান-উপদেয়ে সমবায় সম্বন্ধ। সাংখ্যমতে মৃত্তিকারই অবস্থান্তর ঘট —এখানে সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, ভেদাভেদ সম্বন্ধ। বৌদ্ধমতে ঘট বুদ্ধিনির্মাণ—এখানে অভেদ সম্বন্ধ। 'অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা' 'প্রচয়' মানে layer-এর পর layer একত্র হওয়া। তাই এটা সঞ্চয় নয়, mere conglomeration নয়। তাই ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়ে বলিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ'। মেঘের মত এই শব্দরূপী পরমাণু স্তরে স্তরে সজ্জিত বা একত্রিত হয়। আবার সব প্রচয়ে বস্তু হয় না; 'বিশেষাত্মা' বিশেষ collocation চাই।

এবার রামদার* কাছে তাঁর বাবার অনেক গল্প শুনিলাম। ছাপরায় সেই অঘোরী সাধুর কথাও বলিলেন। সর্বদাই একটা নেশার ভাবে থাকিতেন। বলিতেন, দু'চারবার প্রাণায়াম করলেই নেশা লেগে যায়, নেশা লাগলেই ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়। তাঁর কয়েকটি pet কথা ছিল, যেমন 'কূটস্থচিন্তা' অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে চিন্তা। 'শ্বাসে দৃষ্টি'-শ্বাসের উত্থান-পতনে লক্ষ্য রাখিয়া চলা। 'ইচ্ছানাশ'—ইচ্ছা উদয় হইলেই মনে দাগ পড়িল, আবার মোছো, আবার দাগ, এই চলিবে। সুতরাং কখনো কোন ইচ্ছা উদয় হইতে দিবে না। কথাগুলি বড় ভাল লাগিল।

১৪

কাশী

১০. ১২. ৪৫

শ্রীচরণকমলেষু—

সেদিন 'সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানং' এর আলোচনা প্রসঙ্গে খুব সুন্দর কথা হইয়াছিল। ভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা হইল অণু, অণুর তন্মাত্র, তন্মাত্রের সূক্ষ্ম অহঙ্কার, অহঙ্কারের সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব, মহতের সূক্ষ্ম হইল অলিঙ্গ বা গুণ। সুতরাং পঞ্চভূতের মধ্যে তন্মাত্রেরই পার্থক্য, আর তিনটা common গুণ তাই সর্বব্যাপী, সমস্তের মধ্যেই ওতপ্রোত। অহঙ্কারেরই যেন পাঁচটা রশ্মি—পঞ্চতন্মাত্র; অহঙ্কারের মধ্যেই ইহারা ছিল বলিতে হইবে, পরে বাহির হইয়া আসিল। তাই অহঙ্কার হইল

* ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী। ইহার পিতা ৺ব্রজলাল অধিকারী যোগিরাজ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য ও পরম সাধক ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অস্তি' অবস্থা। এখানে তাই বহুরূপে বাহির হইয়া আসা অনিবার্য। এই বহির্গমন বন্ধ করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে 'অস্তি' হইতে 'অস্মি'তে যাইতে হইবে, ঐ মহতের ভূমিতে যাইতে হইবে। 'অস্মি' হইতে দুটি ধারা বাহির হইয়া উপরে গিয়াছে—একটি অন্বয়িকারণের দিকে, অপরটি নিমিত্তকারণের দিকে, কারণ এই দুই কারণের সংযোগেই অস্মির সৃষ্টি। ইহাই মূল গ্রন্থি। অন্বয়িকারণের দিকে গেলে হয় প্রকৃতিলয়। ইহা কৈবল্যকল্প অবস্থা, কারণ সেখানে জরামৃত্যু নাই, সুখ-দুঃখ নাই, কিন্তু আবার সৃষ্টিকালে সবকিছুরই পুনরুদ্ভব হইবে। আর নিমিত্তকারণের দিকে, পুরুষের দিকে গেলে চৈতন্যকে লাভ করিবে, যথার্থ কৈবল্য প্রাপ্ত হইবে। সৃষ্টি করিতে হইলে অন্বয়িকারণের ধারা ধরিয়া নামিয়া আসিতে হয়। আর লয়ের পথে নিমিত্তকারণকে ধরিয়া চলিয়া যাইতে হয়। সৃষ্টিটা হয় চাওয়ার ফলে। 'অস্মি' অবস্থা হিরণ্যগর্ভের অবস্থা, কার্যেশ্বরের অবস্থা; এখানকার চাওয়া অভাবের চাওয়া। আর নিত্যেশ্বরের চাওয়া স্বভাবের চাওয়া। এ যেন অনিচ্ছার ইচ্ছা। এই চাওয়া আসিলেই গুণের মধ্যে নাড়া পড়ে, ইচ্ছার উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গেই something is set in motion ও সেই motionই ক্রমে ক্রমে পরিণত হইয়া একেবারে স্থূল ভূতাকারে পুরুষের ভোগ্যরূপে সম্মুখে হাজির হয়। এইজন্য সৃষ্টির মূলেই হইল এই 'অর্থবত্ত্ব', এই প্রয়োজনবত্ত্ব, এই চাওয়া, তার ফলেই 'অন্বয়' বা যাহা সকলে অন্বিত হইয়া আছে সেই গুণ কম্পিত হয় ও শেষে 'সূক্ষ্ম' ইত্যাদি ক্রমে স্থূলরূপ ধারণ করে। পুরুষ না চাহিলে প্রকৃতি জোর করিয়া তাহার ঘাড়ে কিছু চাপাইয়া দিতে আসে না। তাই চাওয়াটাই বন্ধ করা প্রয়োজন। Already যাহা চাহিয়াছি, তাহার বোঝাই অপরিমিত, তাহা exhaust হইতেই কত যুগ, কত জন্ম লাগিবে! আর নতুন চাওয়া যেন না হয়। কারণ চাওয়া হইলেই আর রক্ষা নাই, আর তাহাকে ফিরাইবার উপায় নাই। গর্ভে বীজ নিহিত হইলেই তাহা প্রসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেই। আর তাহাকে রোধ করা যাইবে না। এই কামবীজই সৃষ্টির মূলে। তাই নিষ্কামের শুদ্ধদৃষ্টির সামনে প্রকৃতি আর আসে না, কারণ ইচ্ছাযুক্ত দৃষ্টি হইতেই সৃষ্টি হয়। ইহাই ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প বা খেয়াল। তবে ঈক্ষণটা সরাগ ঈক্ষণ হওয়া চাই, নহিলে বীতরাগের ঈক্ষণে কোনো সৃষ্টি হয় না।

রাধাকৃষ্ণন্ বিলাত চলিয়া যাইতেছেন। Goal of the Upanishads সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছি। পরে আপনাকে পাঠাইব। তিনি সেদিন গীতা lecture দিলেন। তাহাতে সংসার যে illusion নয়, phantasmagoria নয় তাহা খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন। শঙ্কর বলিয়াছেন, ইহা 'সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ অনাদিরনন্তো নৈসর্গিকো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপকর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ'। সুতরাং 'বৈধর্ম্যাৎ' ইহা 'ন স্বপ্নাদিবৎ'। ইহার অভাবও নাই, 'নাভাবঃ' কারণ 'উপলব্ধেঃ'। Gradesও মানিয়াছেন শঙ্কর—'একস্যাপি কূটস্থস্য চিত্ত-তারতম্যাৎ জ্ঞানৈশ্বর্যাদীনাং অভিব্যক্তিঃ পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি।' তবে সংসার আপেক্ষিক সত্য, আর ব্রহ্ম 'সত্যস্য সত্যম্।'

১৫

কাশী

১৩. ১. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু—

সতীশবাবুর কাছে দুদিন পর পর যাইতে হইয়াছিল। গেলে দু-তিন ঘণ্টা থাকিতে হয় ও তাঁর কিছু সেবা করাইয়া ল'ন। সেদিন তাই বলিতেছিলেন—আপনার বাবা শুধু আমাকে আপনার কাছে ধরিয়ে দিয়েছেন, শুধু বলে দিয়েছেন, 'সতীশবাবুর কাছে যেও' আর আমি চারগুণ কাজ করিয়ে নিচ্ছি। অবশ্য শুনলে খুশীই হবেন।' গান্ধিজী তাঁকে যে পত্র দিয়াছেন দেখাইলেন। বলিলেন—"আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে যাবার দিনে আর দেখা হোলো না। আমার ইচ্ছা ছিল মহাত্মাজীর চিঠিটি আপনার হাতে দেবো, আপনার বাবাকে দেখাতে চাই। যা হোক, এবার যখন যাবেন নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে ও আমার জবাবটাও নিয়ে যাবেন।" গান্ধিজী লিখিয়াছেন, "I made the silly mistake by thinking you had gone to your rest. I am so glad to hear that you are still very much alive giving instructions to true seekers. May you attain the full span of 125 years, which I may not attain for want of equanimity prescribed for it in the Gita, our Kamadhenu. I am trying hard to reach that state." ইহার উত্তরে সতীশবাবু লিখিতেছেন যে ১২৫ বাঁচাটা আসল কথা নয়, আসল কথা হইতেছে breath movementএর সঙ্গে রামনাম (যাহাকে রামধুন্ বলেন গান্ধিজী) যুক্ত হওয়া চাই। শ্বাসের সঙ্গে নামের এই স্বাভাবিক যোগ হইলে তখন দেহ physical lawকে transcend করে, কারণ নাম হইল চিৎশক্তি, তার দ্বারা ওতপ্রোত হইলে অচিতের বা matter এর law of disintegration আর কর্ম করে না। তখন ভগবানের ইচ্ছানুসারে তার দেহ ধারণ হয়। ২২৫ কি ৩০০-৫০০, ইহা অকিঞ্চিৎকর। এই প্রসঙ্গে সেদিন বলিতেছিলেন যে এখন আমাদের শ্বাস ও নাম বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। শ্বাস একদিকে চলিতেছে, নাম অন্যপথে চলিতেছে। এ নাম যে করা হইতেছে ইহা অচিৎ sound মাত্র। প্রাকৃত ভোগবাসনার কর্ম হইতে মুক্ত হইলেই স্বভাবত শ্বাসের সঙ্গে নাম চলিতে থাকে। গোঁসাইয়ের এইরূপ হইত, মহাপুরুষমাত্রেরই হইয়া থাকে। একদিন সকলেরই এইরূপ অবস্থা হইবেই। গোঁসাই নিজ শিষ্যদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনজন্মের বেশী কাহারও এ অবস্থা লাভ করিতে লাগিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬

কাশী

১৫. ২. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু—

গোপীবাবু আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। সেদিন ষড়্‌দর্শনের ধাপগুলি বড় সুন্দর বলিতেছিলেন। আমাদের দেশে দর্শনের গতি ঠিক পাহাড়ের circuitous movementএর মত আগাইয়া গিয়াছে। তাই পাহাড়ের একপ্রান্ত হইতে যাহা visible, অন্য প্রান্তে গিয়া তাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের কোনো নামগন্ধ নাই, ন্যায়ে আসিয়া ঈশ্বর দেখা দেন। আবার সাংখ্যে ঈশ্বর লুকাইয়া যান, পুনরায় পাতঞ্জলে আবির্ভূত হন। মীমাংসায় আবার ঈশ্বর চলিয়া যান, দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়েন, শেষে বেদান্তে আবার নয়নগোচর হ'ন। কিন্তু যে ঈশ্বর প্রথম দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যান, পরে যখন আবার তাঁকে দেখা যায় তখন তাঁর সে রূপ থাকে না, তিনি আর এক higher formএ দেখা দেন। নৈয়ায়িকের ঈশ্বর কর্মফলদাতা মাত্র। সাংখ্য বলিলেন, কর্মফল প্রকৃতি হইতেই আসিবে, প্রকৃতিই সব ফল যথাযথ প্রসব করিবে, সেজন্য তোমার ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। পাতঞ্জল বলিলেন, প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞান তো আসিবে তাঁহা হইতে, নতুবা তারক জ্ঞান কে দিবে? তাই গুরুরূপে তাঁকে চাই,—'পূর্বেষামপি গুরুঃ'। তাই পাতঞ্জলের ঈশ্বর আসিলেন জ্ঞানদাতারূপে, গুরুরূপে। মীমাংসা বলিলেন—গুরু আমার বেদ, ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? শেষে বেদান্ত আসিয়া দেখাইলেন, বেদের স্বয়ংপ্রকাশতার মূলেও তিনিই। সুতরাং তাঁকে বাদ দেওয়া চলে না। এমনি করিয়া আমাদের দর্শনের ধারায় ঈশ্বর উজ্জ্বল উজ্জ্বলতররূপে একবার করিয়া অন্তর্হিত হইয়া আবার প্রকাশ পাইয়াছেন।

মুক্তির conception এও ঠিক তাই। বৈশেষিকের মুক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখনিবৃত্তি—negative, আবার ন্যায়ের মুক্তিতে সুখাভিব্যক্তির আভাস মিলে, উহা positive। সাংখ্যে আবার দুঃখনিবৃত্তি, পাতঞ্জলে প্রত্যক্ চেতনাধিগম। মীমাংসায় আবার negative, শেষে বেদান্তে আনন্দে পর্যবসান। এ ধারাটি বড় সুন্দর লাগিল।

১৭

বারাণসী

২৪. ২. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সেদিন গোপীবাবু ব্রহ্মজ্ঞানের দুইটা দিকের কথা বলিতেছিলেন। একটা সামান্যাত্মক ব্রহ্মজ্ঞান, অপর বিশেষাত্মক। সামান্য জ্ঞানটা সমষ্টিজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞানটা ব্যষ্টি জ্ঞান। সামান্যভাবে পাইলেই হয় না, বিশেষভাবেও পাইতে হয়। তাই স্বভাবকে পাওয়ার পরও অভাবকে জাগাইতে হয়। ব্রহ্ম এক অখণ্ড বস্তু, স্বভাবে স্থিত, কিন্তু কল্পনা করিলে, চাইলেই তাঁর মধ্যে অনন্তভাব দেখা যায়। তিনি নিজে স্ব-স্বভাবে বর্তমান থাকিয়াও সেই সেইভাবে ভাবিত হইয়া দেখা দেন। তাই বলিলেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'। জ্ঞানের পর তাই ইচ্ছা জাগা চাই। আমার কাছে অনন্ত অর্থ আছে—যে যেমন চায় আমি অকাতরে দিয়া যাইতে পারি, কিন্তু demand না করিলে আমি নিজের সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন হই না। ঐ demand, ঐ ইচ্ছাই হইল magnet। Universal হইতে particularকে বাহির করা তবেই সম্ভবপর হইবে, যদি জ্ঞানের পর ইচ্ছার স্ফুরণ হয়। তাই জ্ঞানের পর চাই বিজ্ঞান, 'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা'—তবেই পূর্ণতা, তবেই তৃপ্তি। তবে প্রথম সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান is essential, সামান্যাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানের পর ইচ্ছার স্থান। তার পূর্বে ইচ্ছার কোন মূল্য নাই। সামান্য জ্ঞান হইলে তবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছাশক্তি জাগে। ইচ্ছা তো সকলেরই আছে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি নাই। তারপর যেমন যেমন ইচ্ছাশক্তি জাগিবে তেমন তেমন ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইবে। অজ্ঞানীর ইচ্ছাতে কিছুই হইবে না, জ্ঞানীর ইচ্ছাই সফল, সার্থক। তাই আগে চাই সামান্য জ্ঞান। কামসরোবরে ডুব দিবার পূর্বে ব্রহ্মসরোবরে ডুব দিতে হইবে। তারপর ষোলআনা শক্তির বিকাশে ষোড়শী হইয়া ফুটিয়া উঠিতে হইবে। তখন ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, পূর্ণ কলেবর লাভ করিবে।

ইচ্ছার পর ক্রিয়ার বিকাশ—তখন অপক্ষয় সুরু হইবে। এক এক করিয়া কলা হ্রাস পাইতে থাকিবে, শেষে অমাবস্যায় গিয়া ক্রিয়াশক্তির পূর্ণতা। তাই দুইরকম ষোড়শী—এক অমা ষোড়শী, অপর শুক্লা ষোড়শী।

তাই আমাদের তিনটা আবরণ—জ্ঞানের, ইচ্ছার, ক্রিয়ার। প্রথম জ্ঞানের আবরণ সরানোর পর বস্তুলাভ হইল বটে, কিন্তু কি পাইলাম তার বোধ নাই। তাই সব জিনিষকে, particularকে জানিবার ইচ্ছা লইয়া সেই centre-এর মধ্যে ঢুকিতে হইবে, কারণ তাহার মধ্যেই সব আছে। দ্বিতীয়, ইচ্ছার আবরণ সরাইলে যখন যেখানে যাহা ইচ্ছা দেখা যাইবে (cf. ছান্দোগ্য 'স যদি মাতৃলোককামো ভবতি, মাতর স্তদৈব তত্রৈব সমুপতিষ্ঠন্তে')। ঐ কামনাটা চাই, তাহা হইলে তখনই তাহার মধ্য হইতেই সেখানেই সব ফুটিয়া উঠিবে, কারণ তাহা ছাড়া আর যে কিছুই নাই।

তখন Time-space সব transcended হইয়া যায়। কিন্তু তবুও, ইচ্ছার আবরণ সরাইলেও, ভেদটা থাকিয়াই যায়. অভেদ হয় না। তাই perfect identity ক্রিয়ার আবরণ না সরাইলে হয় না। জ্ঞানে অভেদ আসিবে, কিন্তু তাহা সামান্যাত্মক। যেমন, as an Indian আমি ও অপর একজন ভারতীয় এক। কিন্তু বিশেষাত্মক অভেদ ক্রিয়া ভিন্ন হয় না। তাহাই পূর্ণ প্রাপ্তি। তাই হওয়া চাই সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ ও সর্বকৃৎ। শেষে transcendence.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন সতীশবাবুর কাছে গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ প্রসঙ্গ হইল। চারিদিকে অশান্তির কথা উঠিল। বলিলেন—'মন নষ্ট না হইলে মারামারি থামে না। মন না থাকিলে কোন বালাই থাকিত না। দেহ চলিয়া গেলেও মনের মারামারির শেষ নাই, বরং সেখানে আরও কষ্ট। যেমন ধর, ক্রোধ আছে, অথচ হাত নাই, ক্রোধকে কাজে পরিণত করা যাইতেছে না। এটা নষ্ট হয় শুধু 'পরং দৃষ্ট্বা', তাঁর দর্শন লাভ হইলে। তাঁর দর্শন তো দূরের কথা, যদি তাঁর দিকে মনটা ফেরানো যায় অর্থাৎ বহির্মুখী মনকে একটু ভগবন্মুখী করা যায়, তাতেও ক্রমশ অচিতের অর্থাৎ গুণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভগবৎসেবা হইতেও ইহা লাভ হইতে পারে, কারণ তাহার মানে হইল আগুনের আঁচে থাকা, সাক্ষাৎ সম্পর্ক না হইলেও পরম্পরায় আগুনের সঙ্গে যোগটা তো রহিল। আমরা সব সময় অচিৎকে লইয়াই উন্মত্ত, সুখকে intensify করিতে চাই, আবার দুঃখের againstএ revolt করি। এমন কি চিৎকে অর্থাৎ ভগবান্‌কেও ডাকি অচিতের জন্য অর্থাৎ আমার সুখভোগ বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য। ইহার কারণ হইল জাগতিক সব ভালবাসার মূলে রহিয়াছে অহং। ইহার স্থানে যদি দেখিতে পারি সবই ভগবানের সন্তান, তাহা হইলে তাঁর সেবা হয়। কারণ তিনিই মূল পিতা (পিতাহমস্য জগতঃ, পিতাসি লোকস্য)। মনে হইতে পারে, ইহা তো metaphorical মাত্র। তাই আবার বলিলেন যে, এটা একটা fact, রূপক মাত্র নয়, কারণ তিনিই বীজ দেন প্রকৃতির গর্ভে (মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা)। তাই সমস্ত সৃষ্টি তাঁহা হইতে, সমস্ত মূর্তি তাঁহারই প্রতিমূর্তি, 'মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ'। আমাদের দৃষ্টি স্থূলে নিবদ্ধ বলিয়া আমরা মনে করি সমস্ত সৃষ্টি নিছক কামলীলা হইতে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত—'অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং'। কিন্তু দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলে বোঝা যায় সবই ভগবানের সন্তান।

গীতার ঐ শ্লোকগুলি কতবার পড়িয়াছি, কিন্তু সেদিন হইতে যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক নতুন স্পর্শ আনিয়া দিয়াছে। কেবল মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিতেছে। আশীর্বাদ করিবেন যেন এ সকল উপদেশের কিছুটাও ধারণ করিতে পারি।

১৮

কাশী
১০. ৩. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার স্নেহাশীর্বাদী পত্র যথাসময় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। প্রাপ্তির পরিপূর্ণতা কিসে? বুদ্ধির বিকাশে না আত্মার প্রকাশে? বুদ্ধির বিকাশের ধাপগুলি ধরা যায়, কিন্তু আত্মার মধ্যে এইরূপ gradations নাই। সেখানে অখণ্ড পরিপূর্ণ প্রকাশ, কিন্তু আমাদের কাছে যখনই তাহা গোচর হইতেছে তখনই তাহা বুদ্ধির ভিতর দিয়াই আসিতেছে। সেজন্য যথার্থ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি যে হইল ইহার পরিচয় মিলিবে কিরূপে? কোন লক্ষণে বুঝা যাইবে যে সব আবরণ মুক্ত করিয়া সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে তাহার উপলব্ধি করা হইল? যদি বলা যায় যে সমস্ত পরিচ্ছেদশূন্যতাই ইহাকে জানাইয়া দিবে, তাহা হইলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ, বুদ্ধি যেমন যেমন বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে থাকে, তেমন তেমন পরিচ্ছেদও ক্ষীণ হইতে থাকে, সুতরাং বুদ্ধির অগ্র্যাভূমিতে গিয়া দাঁড়াইলেও মনে হয় যেন সমস্ত পরিচ্ছেদের পারে আসা গিয়াছে। কিন্তু তবুও একটা ক্ষীণ পরিচ্ছেদের রেখা থাকিয়া যায়। সমতার দিক দিয়াও এইরূপ মনে হয় যেন নির্দোষ সমকে পাওয়া গিয়াছে, তবু একটু দোষের দাগ থাকিয়া যায়। অন্যের দর্শনের মধ্যে যে এই ভ্রান্তিবীজ লুকাইয়া আছে, ইহা দেখাইতে হইলে প্রথম অভ্রান্ত দর্শনটা যে ঠিক কি তাহার সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯

কাশী

২৩. ৪. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনার স্নেহাশীর্বাদী পত্র যথাসময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। গোপালদার* সঙ্গে যে প্রসঙ্গ হইয়াছিল জানাইতেছি। কলিকাতায় শরৎ বোস আসিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিলেন? তাহাতে বলিলেন, 'গান্ধিজীর গীতার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, I can't agree with Gandhiji's interpretation, কারণ গীতা যে অহিংসার প্রচার করিয়াছে, ইহা আমি মানিতে পারি না। কারণ, রাগদ্বেষাদির বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করার কথা গান্ধিজীকেও মানিতে হইয়াছে এবং if there is internal violence, there must also be outer violence কারণ they stand or fall together. অন্তরক্ষেত্রে যাহা সত্য, বাহিরেও তাহা সত্য। বাহিরের যুদ্ধটা অন্তর্দ্বন্দ্বেরই প্রতীক—সুতরাং গীতা তাহাকে উড়াইয়া দেয় নাই বরং স্বীকার করিয়া লইয়াছে। গান্ধিজী গীতার আসল তত্ত্বটা ধরিতে পারেন নাই, কারণ গীতার real message is ultimately transcendental, which has been missed by Gandhiji and even by Tilak. তিলকের interpretation খুবই forceful এবং এমন কি more straightforward than Sankara's তবু শঙ্করের কাছে transcendental messageটা যেভাবে দেদীপ্যমান হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তিলকের মধ্যে তাহা একেবারেই নাই। যদিও গান্ধী ও তিলক don't deny it, yet they are busy with some

* শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

socio-ethical content in it. সে হিসাবে Madhva and Sankara may find themselves more akin to each other, যদিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে স্বতন্ত্র ও বিরুদ্ধ তবুও তাঁহারা সেই চরম তত্ত্ব বিশ্লেষণেই ব্যাপৃত এবং সেইজন্য গান্ধী ইত্যাদির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে both will say that they are talking of something else than what we are talking about। যদিও আমি তিলকের ব্যাখ্যা পড়িয়া অনেক উপকৃত হইয়াছি এবং many people will profit by reading Tilak and Gandhiji but the real teaching of the Gita is transcendental.'

তাহার পর বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উঠিল। বলিলেন, 'Here are two attitudes,—এক অন্বয়, অপর ব্যতিরেক। বুদ্ধ শঙ্কর ব্যতিরেকমার্গী, তাঁহারা বলিতেছেন, If you want to get rid of দুঃখ, give up also সুখ। বৈষ্ণবেরা অন্বয়পন্থী, তাঁহারা বলেন, 'You need not give up দুঃখ এবং সুখ but in both you must try to find out আনন্দ'। ভাগবত সমন্বয় করিতে তাই জোর দিলেন দুইয়েরই ওপর— অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা'। তবুও যতই সমন্বয় বা সামঞ্জস্য করা যাক্, yet there must be two different psychological temperaments এবং এক ধারার ন্যূনাধিক predominance থাকিবেই থাকিবে, যতই না কেন দুই ধারাকে মিলাইবার চেষ্টা করা যাক্। মধুসূদন ইত্যাদির জীবনে দুই ধারার পরিচয় পাওয়া গেলেও সেখানেও একটি ধারা মুখ্য, অপরটি গৌণ। ইহা হইতে বাধ্য, কারণ these two lines meet in infinity, not before that। এখানে শ্রীধরের position is interesting. তাঁহার position হইতেছে নিরপেক্ষ—তিনি কোন পক্ষেই নাই। অর্থাৎ না ঘরকা না ঘাটকা। তাই ভক্তিবাদীরা অপছন্দ করে তাঁর কতকগুলি শ্লোকের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা, আবার বৈদান্তিকরাও কতকগুলি শ্লোকের তাঁর ব্যাখ্যা পুরোপুরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতমতানুযায়ী নয় বলিয়া অনুযোগ করে। কারণ শ্রীধর leaves the thing as it is without pulling it either way. সেইজন্যই আমার আরো মনে হয় ভাগবত is not of recent origin. যেমন অনেকে বলিয়া থাকে, কারণ after Sankara's period came the tightening of strings on both sides। সুতরাং ইহা pre-Sankara যুগের বলিয়া আমার ধারণা। রামানুজের মধ্যে কিন্তু সে fire নাই, যাহা আছে শঙ্কর ও মধ্বের মধ্যে, tho' he is more faithful in explaining the Srutis, কারণ তিনি মধ্যপথে বসিয়া অদ্বৈতশ্রুতিকে অদ্বৈতের দিকে ও দ্বৈতশ্রুতিকে দ্বৈতপক্ষে যথাযথ লাগাইয়া দিয়াছেন। কোন শ্রুতিকে distort করেন নাই বা দাবাইয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহার শ্রুতির ব্যাখ্যায় কোন প্রাণ নাই।'

'বেদান্ত ও বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আর একদিক্ হইতেও দেখিলে ভারী interesting লাগে। বেদান্তীরা প্রায়ই quote করেন : 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' ইঁহাদের কাছে 'ত্বং' থাকিলেই, 'দ্বিতীয়' থাকিলেই ভয়। অপরের কাছে 'অহং' থাকিলেই ভয়, দ্বিতীয় 'ত্বং'কে পাইলেই ভগবান্‌কে পাইলেই আসে নির্ভয়। এক 'ত্বং' এর ধারা, অপর 'অহং' এর ধারা।'

ইহারই পর সেদিন রঘুনন্দনবাবু প্রশ্ন তুলিলেন, সাধনায় progress কেমন করিয়া বোঝা যায়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'If you are thinking of progress, you are not thinking of Him. আমার দিকেই দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রহিয়া যাইতেছে, তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরিতেছে না। আমার কাজ হইতেছে তাঁর দিকে চাহিয়া থাকা, progress ইত্যাদির চিন্তা তো আমার কাজ নয়। আমার কাজ হইতেছে তাঁহার চিন্তার দ্বারা ময়লা মনটিকে ধুইয়া দেওয়া, মাটিকে বহাইয়া দেওয়া। এই মাটিই হইতেছে অহং বা কাম। মাঝে মাঝে মাটি সরিয়া গেলে প্রেমের সোনার চমক চোখে পড়ে, আবার ঢাকিয়া যায়, শেষে সব মাটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

socio-ethical content in it. সে হিসাবে Madhva and Sankara may find themselves more akin to each other, যদিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে স্বতন্ত্র ও বিরুদ্ধ তবুও তাঁহারা সেই চরম তত্ত্ব বিশ্লেষণেই ব্যাপৃত এবং সেইজন্য গান্ধী ইত্যাদির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে both will say that they are talking of something else than what we are talking about। যদিও আমি তিলকের ব্যাখ্যা পড়িয়া অনেক উপকৃত হইয়াছি এবং many people will profit by reading Tilak and Gandhiji but the real teaching of the Gita is transcendental.'

তাহার পর বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উঠিল। বলিলেন, 'Here are two attitudes,—এক অন্বয়, অপর ব্যতিরেক। বুদ্ধ শঙ্কর ব্যতিরেকমার্গী, তাঁহারা বলিতেছেন, If you want to get rid of দুঃখ, give up also সুখ। বৈষ্ণবেরা অন্বয়পন্থী, তাঁহারা বলেন, 'You need not give up দুঃখ এবং সুখ but in both you must try to find out আনন্দ'। ভাগবত সমন্বয় করিতে তাই জোর দিলেন দুইয়েরই ওপর— অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা'। তবুও যতই সমন্বয় বা সামঞ্জস্য করা যাক্, yet there must be two different psychological temperaments এবং এক ধারার ন্যূনাধিক predominance থাকিবেই থাকিবে, যতই না কেন দুই ধারাকে মিলাইবার চেষ্টা করা যাক্। মধুসূদন ইত্যাদির জীবনে দুই ধারার পরিচয় পাওয়া গেলেও সেখানেও একটি ধারা মুখ্য, অপরটি গৌণ। ইহা হইতে বাধ্য, কারণ these two lines meet in infinity, not before that। এখানে শ্রীধরের position is interesting. তাঁহার position হইতেছে নিরপেক্ষ—তিনি কোন পক্ষেই নাই। অর্থাৎ না ঘরকা না ঘাটকা। তাই ভক্তিবাদীরা অপছন্দ করে তাঁর কতকগুলি শ্লোকের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা, আবার বৈদান্তিকরাও কতকগুলি শ্লোকের তাঁর ব্যাখ্যা পুরোপুরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতমতানুযায়ী নয় বলিয়া অনুযোগ করে। কারণ শ্রীধর leaves the thing as it is without pulling it either way. সেইজন্যই আমার আরো মনে হয় ভাগবত is not of recent origin. যেমন অনেকে বলিয়া থাকে, কারণ after Sankara's period came the tightening of strings on both sides। সুতরাং ইহা pre-Sankara যুগের বলিয়া আমার ধারণা। রামানুজের মধ্যে কিন্তু সে fire নাই, যাহা আছে শঙ্কর ও মধ্বের মধ্যে, tho' he is more faithful in explaining the Srutis, কারণ তিনি মধ্যপথে বসিয়া অদ্বৈতশ্রুতিকে অদ্বৈতের দিকে ও দ্বৈতশ্রুতিকে দ্বৈতপক্ষে যথাযথ লাগাইয়া দিয়াছেন। কোন শ্রুতিকে distort করেন নাই বা দাবাইয়া দেন নাই। কিন্তু তাঁহার শ্রুতির ব্যাখ্যায় কোন প্রাণ নাই।'

'বেদান্ত ও বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আর একদিক্ হইতেও দেখিলে ভারী interesting লাগে। বেদান্তীরা প্রায়ই quote করেন : 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' ইঁহাদের কাছে 'ত্বং' থাকিলেই, 'দ্বিতীয়' থাকিলেই ভয়। অপরের কাছে 'অহং' থাকিলেই ভয়, দ্বিতীয় 'ত্বং'কে পাইলেই ভগবান্‌কে পাইলেই আসে নির্ভয়। এক 'ত্বং' এর ধারা, অপর 'অহং' এর ধারা।'

ইহারই পর সেদিন রঘুনন্দনবাবু প্রশ্ন তুলিলেন, সাধনায় progress কেমন করিয়া বোঝা যায়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'If you are thinking of progress, you are not thinking of Him. আমার দিকেই দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রহিয়া যাইতেছে, তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরিতেছে না। আমার কাজ হইতেছে তাঁর দিকে চাহিয়া থাকা, progress ইত্যাদির চিন্তা তো আমার কাজ নয়। আমার কাজ হইতেছে তাঁহার চিন্তার দ্বারা ময়লা মনটিকে ধুইয়া দেওয়া, মাটিকে বহাইয়া দেওয়া। এই মাটিই হইতেছে অহং বা কাম। মাঝে মাঝে মাটি সরিয়া গেলে প্রেমের সোনার চমক চোখে পড়ে, আবার ঢাকিয়া যায়, শেষে সব মাটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুইয়া গেলে সোনাই সোনা থাকিয়া যায়। শরীরটা যেমন পচাগলা জিনিষ দিয়া তৈয়ারী, তাহাকে হাজার শুদ্ধ করিতে গেলেও শুদ্ধ করা যায় না, তেমনি মনটাও এমনি rotten stuff দিয়াই তৈয়ারী, তাহার essential compositionই এইরূপ, সুতরাং তাহাকে শুদ্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস না করিয়া তাঁহার চিন্তা দ্বারা ইহাকে বহাইয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মন কতদূর শুদ্ধ হইতেছে না হইতেছে সেদিকে নজর না রাখিয়া তাঁর দিকে নজর রাখাই যুক্তিযুক্ত।' কথাগুলি এখনও কানে বাজিতেছে।

২০

কাশী

২৭.৪.৪৬

শ্রীচরণকমলেষু—

কাল Gerald Heard এর Prayer সম্বন্ধে নূতন বইটিতে একটি অংশ পড়িতে পড়িতে মনকে বড় স্পর্শ দিল। তাহা আপনাকে লিখিয়া পাঠাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, যদিও বইটি শীঘ্রই লইয়া যাইব। এ সম্বন্ধে কোন অনুভূতি নাই, তবু মনকে কেমন যেন দোলাইয়া যায়। এখানে একটি সাধনার ক্রম বলিতেছেন—

The simplest method for us to follow is, when ready to lie down, to put out the light before getting into bed. Then in the dark make an act of affirmation and commitment, a realization of reality as utterly transcending all image, thought and self and yet, because of that transcendence, of necessity, immanent, wholly interpenetrating.

This is of course an invocation of the threefold

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

silence—of the senses, the mind and the will. Moving quietly—any hurried movement will upset the compass of consciousness which is now beginning to point to its invisible pole—then lie down. To keep the mind from being swarmed upon by reveries, keep on repeating, like the quiet beat of a mosquito fan, a single word. This is the well-known advice of the 'Cloud of Unknowing' but its author, talking of a more advanced state, intends that the monosyllabic mantram be used all the time, waking and sleeping. Whether this word should be single-syllabled or more seems to depend on a personal factor. The question is, how simple can the phrase be in order not to rouse the mind to discursive thought, and yet how may it still hold some content of meaning to keep the will fixed? × × × Gradually the word loses all its surface sense but does not cease sounding, as though it had its own inherent energy. It is conveying no meaning to the surface mind, the surface mind is using no energy to keep it going but it is preventing any other thought from intruding into consciousness. It acts like a pearl diver's rope that runs through his hand, as he dives from the surface to the sea-floor and which prevents the intervening currents from causing him to drift away as he sinks down to the firm base. There comes a time when the 'dream diver' touches the 'dream floor.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The outer world of sense is gone and if the chain of linked words has been kept going—one to each heart-beat is a good rhythm—then in the dream level the word again releases its meaning and the imagery and incidents down there deal with the search for the completed consciousness. Dreams which intrude, bringing with them other subjects, can be banished or re-edited, until the whole dream-world is filled with the dominant interest. Then as waking consciousness begins to return, the song-word can be often picked up again and with it repeating and close-linked, the diver passes again through the waves of reverie which break where the two levels of consciousness meet.

As the method gains in interest and proficiency the practiser will notice a change in the quality of sleep—it is both lighter and more refreshing. Through the night the sleeper repeatedly comes near to the surface. The dream yields to the song-word state and vice versa. Full wakefulness, it would seem, is not attained at these moments, while the practiser is still at this stage and he should not attempt it. On the contrary, the mind enters at these times into a state which is neither the dream state nor the waking condition. It has no images and is totally unaware of where it is, when it is, or even who it is. Only the song-word is sounding somewhere at the threshold

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of consciousness and at that surface warning off intruders, as a bell-buoy, swung by the breakers, warns off sea traffic from where a diver is working. Then the mind can remain in the timeless Prayer of Simplicity or as the 'Cloud' calls it, 'Blind Beholding'.

বর্ণনাটি অনুভূতিতে সমুজ্জ্বল। 'Cloud of the Unknowing'-টাও লইয়া যাইব। কাল পড়িতে সুরু করিব। Edward Carpenter-এর 'Visit to an Indian Jnani' বলিয়া একটি ছোট বই কিনিয়াছি। বড় সুন্দর।

২১

কাশী

১১. ৮. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু,

গোপীবাবুর সঙ্গে ক'দিন ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম লইয়া আলোচনা হইল। পরিণামের এই ধারাটি গভীর ধ্যানের বিষয়। আমার প্রশ্ন ছিল: জগৎ যে ক্ষণপরিণামী ইহার অনুভূতি হয় কোন্ অবস্থায়? সেই প্রসঙ্গেই কথা উঠিল, প্রথম ধর্মী হইতে ধর্মরূপ পরিণাম, অনন্ত ধর্মের আবির্ভাব। তখনো লক্ষণ পরিণাম আসে নাই। তাহা হইলে তাহার অনুভূতিটা কিরূপ হয়? না, কালানবচ্ছিন্নরূপে, কেবল ধর্মরূপেই। কিন্তু আমাদের কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ ধর্মের অনুভূতি হয় না—আমরা তাহাকে অতীত, অনাগত বা বর্তমান এই ত্রিলক্ষণের মধ্যে ফেলিয়াই তবে দেখি, কালের সঙ্গে জুড়িয়াই দেখি। যে ক্ষণে উদয় ও যে ক্ষণে লয় তাহার মাঝের periodটাকেই আমরা বর্তমানরূপে ধরিয়া লই। কিন্তু ভূমিভেদ অনুসারে ইহার তারতম্য আছে। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ঘরে বসিয়া যখন মনে করিতেছি সূর্য অস্ত গিয়াছে, তখন অপর যে লোক ছাদে দাঁড়াইয়া আছে তাহার কাছে তখনো অস্ত যায় নাই। আবার তাহার কাছে অস্ত গেলেও তাহারও উপরে পর্বতশিখরে যে দাঁড়াইয়া আছে তাহার কাছে তখনো অস্তমিত হয় নাই। এইরূপে circleটা widened হইতে হইতে আর তিন compartmentএ ভাগ থাকে না, তখন একটাই অবস্থা, সবই নিত্য বর্তমান। তাই জগতের কোনো বস্তু বা অবস্থাই বাস্তবিক তিরোহিত হয় না, সবই সমান ভাবে তেমনি বর্তমান। যেমন আমার শৈশবকালীন অবস্থা ও তখনকার জগৎ এখনো তেমনি বর্তমানই আছে, আমি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি মাত্র। তাই অনুলোম পরিণামে যেমন আমি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, তেমনি যদি প্রতিলোম পরিণাম set in করান যায়, তাহা হইলে আবার আমি ঠিক সেই শিশুরূপই ধারণ করিব। সাধনার উদ্দেশ্যও হইল এই প্রতিলোম পরিণাম সুরু করান। এই বিকৃত রূপকে সরাইয়া আবার উল্টা গতিতে প্রকৃতরূপকে ফিরিয়া পাওয়া। এখানে আমরা দেখিতেছি, জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে ইত্যাদিরূপে ষড়্‌ভাব বিকার। ভাববিকার মানে ভাবের বিকৃতি, তাহা হইলে ভাবের একটা প্রকৃতি আছে বুঝা যাইতেছে। সেই প্রকৃতিরূপ ভাব বা স্ব-ভাব বা শুদ্ধভাবটা ফিরিয়া পাওয়াই হইতেছে আমাদের লক্ষ্য। সেইজন্যই বলা হয় নিত্যধামে সব অবস্থাগুলিই নিত্য—সেখানে যারা কিশোর তারা চিরকিশোরই, যারা বৃদ্ধ তারা চিরবৃদ্ধই। কালের পরিণাম অনুসারে তারা কৈশোর হইতে যৌবনাদিক্রমে বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত হয় নাই। এখানে যেমন সবই অহরহ সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে সব নিত্য স্থিতির মধ্যে রহিয়াছে। তাই এটা সৃষ্টির অবস্থা, সেটা স্থিতির অবস্থা, তাহার পর লয়ের অবস্থা। তাই তন্ত্রে তিনটি অবসরের কথা বলা আছে—লয়াবসর, ভোগাবসর ও অধিকারাবসর। সৃষ্টির অবস্থাটা অধিকার অবসরের মধ্যে, স্থিতিটা ভোগাবসর, তারপর লয়াবসর। বৌদ্ধরাও ইহার অনুরূপ তিনটি কায়ের কথা বলিয়াছেন। একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্মাণকায় (সৃষ্টিতে), দ্বিতীয় সম্ভোগকায় (স্থিতিতে), তৃতীয় সহজকায়।

এই স্থিতির অবস্থাটায় সব জিনিষই পরিপূর্ণ আকার লইয়াই আছে। সেখানে তাই chaotic, undifferentiated matter নাই, সবই formed matter। তাই সেখানে সব নিত্য সাকার। আমরা বলিতে পারি যে, আকারটা তো আমরাই দিতেছি, এখানে আসিয়াই তো আকারটা হইতেছে. কিন্তু ইহা ভুল। আকারটা ছিলই, আমরা তাহাকে অভিব্যক্ত করিলাম মাত্র। (এই ligh.-এ সাংখ্যের সৎকার্যবাদ চিন্তনীয়)। বরং কালের মধ্য দিয়া সেই আকারটাকে অভিব্যক্ত করিতে গিয়া বিকৃত করিয়া ফেলিতেছি। ঠিক ideal form realised বা actualised হইতেছে না, প্রকাশ পাইতেছে না। মূল সৃষ্টিটা হয় কলা হইতে (ঐ 'কলাসারেণ সম্পূর্য')। এখানে তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে কালের চক্রের মধ্যে ফেলিতে হয়। কালের ঘানি অবিরাম ঘুরিতেছে—তাহার মধ্যে ঐ কলাটা পড়িলেই ক্রমশঃ স্থূলরূপের অভিব্যক্তি হয়। এই কালচক্রই হইল 'পঞ্চদশী'। এখানে সব সৃষ্টি সাবয়ব. জুড়িয়া জুড়িয়াই হইতেছে। আর 'ষোড়শী' হইল centre, সেখানে সব সৃষ্টি নিরবয়ব। One, two, three করিয়া ক্রমশ সংখ্যাপূরণের দ্বারা সৃষ্টি হয় না—সেখানে cardinal number ও ordinal number এক হইয়া যায়। Sixteenটাই sixteenth রূপ ধারণ করে। সব দর্শনেই ইহার ইঙ্গিত আছে—যেমন ব্যাকরণে ধ্বনিতে ক্রম আছে কিন্তু স্ফোটে অক্রম।

ইহার পরে 'সপ্তদশী'। তখন ধর্মের রাজ্য ছাড়াইয়া ধর্মীর রাজ্যে প্রবেশ। ধর্মটাই হইল অর্থ, আর ধর্মী হইল শব্দ। এখানে সব রূপের অবসান। তাই রূপ ধরিয়া চলার উপায় নাই—এখানে কেবল গুরুদত্ত শব্দই সাধককে guide করে। সেখান হইতে ভীষণ বেগে in torrents এক ধারা শব্দ করিতে করিতে যেন নামিয়া আসিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ ইনিই শব্দব্রহ্ম, ইঁহা হইতেই সৃষ্টি। সেই ধারা আসিয়া যেন একটা reservoir-এ জমা হইতেছে, গোপীবাবুর পরিভাষায় 'বিন্দু সরোবর'। তারপর সেই reservoir হইতে যে ধারা বাহির হইয়া আসিতেছে তাহাই কালপ্রবাহ।

এইরূপে ব্যাপ্তির দিক্ দিয়া যেমন অতীত অনাগতকে বর্তমানের মধ্যে আনিয়া ফেলা যায়, তেমনি সঙ্কোচের দিক্ দিয়াও বর্তমানে পৌঁছান যায়। ধর্মের যেমন অতীত, অনাগত ও বর্তমানরূপ লক্ষণ-পরিণাম হইতেছে, তেমনি সেই বর্তমান অধ্বা বা লক্ষণেরও আবার অবস্থারূপ পরিণাম প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে। যে periodটাকে আমরা বর্তমান বলিয়া ধরিয়া লইতেছি, তাহা বস্তুত বর্তমান নহে, কারণ তাহার মধ্যেও উদয়-অস্ত চলিতেছে। ক্ষণটাই হইল যথার্থ বর্তমান। সেই ক্ষণে গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে ঠিক বর্তমানে স্থিতি হয়। তখনই জগতের ক্ষণপরিণামিত্ব অনুভবে আসে।

শেষে বলিলেন—এই অবস্থাটা লাভের উপায় কি? আমি বলিলাম—পাতঞ্জলমতে নিরোধই তো উপায় বা পথ। বলিলেন—'নিরোধ তো বুঝিলাম। কিন্তু এই অগ্রপশ্চাৎ ভাবটা সৃষ্টি করিল কে? এই আমার দুই side সৃষ্টি হওয়াতেই না অগ্রপশ্চাৎ বা অনাগত-অতীতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই side সৃষ্টি হইল কিসের দ্বারা?' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'এই শ্বাস-প্রশ্বাস। তাই কুম্ভকে না গেলে বর্তমানে যাওয়া যায় না। এই গতাগতি বন্ধ না হইলে, একবার এদিক্ একবার ওদিক্ এই গতি বন্ধ না হইলে নিত্য স্থিতি লাভ হয় না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২

কাশী

২৭. ৮. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু—

গোপীবাবুর সঙ্গে চিত্ত-পরিণাম লইয়া এখনো আলোচনা হয় নাই। চিত্ত-পরিণাম বলিতে কি সমাধি, একাগ্র ও নিরোধ পরিণামকে mean করিতেছেন? Inge'র Plotinus পুস্তকের Spiritual Worldটা দেখিতেছি। Dr. Mukherjeeকে Greek termগুলির synonym দিবার জন্য বইটি দিয়া আসিয়াছি। Spiritual world-এ spirit-ই দ্রষ্টা, spirit ই দৃশ্য। তাই আমাদের মনের কাছে subject-object যেরূপ বিযুক্ত ও তাহাদের সংযোগ-স্থাপন প্রয়োজন মনে হয়, এখানে সেরূপ নয়। কিম্বা subject যে prior to the object বা object prior to the subject তাহাও নাই, কারণ both owe their reality to the spirit itself। আধুনিক দর্শনেও এই জিনিষটার উপরই জোর দিয়াছে। Descartes আসিয়া mind-matter এ যে chasm সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন, আধুনিক দার্শনিকেরা তাহাকে প্রায় জুড়িয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতেছেন যে, commonsense এর যে world তাহাও যেমন abstraction তেমনি timeless এর যে conception তাহাও equally an abstraction। এই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাটাই abstraction। সেইজন্য প্রয়োজন হইল যুগপৎ দর্শন, অক্রম দর্শন, ইহাই আমার মনে হয় ক্ষণের দর্শন। তবে এই জোড়ার মধ্যে তারতম্য আছে। Hegel আসিয়া কিরূপে জুড়িলেন ও অধুনা Whitehead কিভাবে জুড়িয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানপূর্বক বোঝা প্রয়োজন। দুজনেই organic whole হিসাবে বিশ্বকে দেখিতে চাহিয়াছেন। Hegel যেমন Axiom of Internal Relations মানিয়াছেন, Whitehead তেমনি Prehension বলিয়া একটা সম্বন্ধ সকলের মধ্যে রহিয়াছে দেখাইয়াছেন। এমনকি negative

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

prehension রূপেও অর্থাৎ একটা বস্তু যে অন্য কতকগুলি বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিরহিত দেখিতেছি, তাহারাও কিন্তু ঐ সম্বন্ধশূন্যতা দ্বারাই তাহাকে এক হিসাবে determine করিতেছে। A যে B নয় এই not-B দ্বারাও একটা determination হইয়া গেল। এইরূপে এই সম্বন্ধ সার্বত্রিক। Hegel-এর মতে এই সম্বন্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে এক perfect absolute-এর দিকে। Whitehead-এর মতে এরূপ কোন লক্ষ্য, perfect absolute রূপে তৈয়ারী নাই যাহার দিকে বিশ্ব ছুটিতেছে কিন্তু ইহা evolving, developing বা God in the making। নিত্য স্থির পরিপূর্ণ absolute-এর কল্পনা মানেই বুদ্ধির কল্পনা এবং বুদ্ধির কল্পনামাত্রেই abstraction, তাহা reality নহে।

এই বিয়োগের ধারা হইতে সংযোগের ধারায় আমরা আসিয়া পড়িলেও স্বরূপের ধারা এখনো খোলে নাই। Hegel সংযোগের ধারার যে সূচনা করিয়াছিলেন, আধুনিক দার্শনিকেরা তাহাকেই আরো গভীর করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়া। Space-time এর মধ্যে হাইফেন দিয়া সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে কিন্তু ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

James-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটা বই বাহির হইয়াছে, পড়িতেছিলাম। তাহাতে James-এর একটা অপূর্ব quotation আছে—"So I feel that there is a centre in truth's forest where I have never been : to track it out and get there. is the secret spring of all my poor life's philosophic efforts ; at moments I almost strike into the final valley, there is a gleam of the end, a sense of certainty but always there comes still another ridge, so my blazes merely circle towards the true direction ; and although now, if ever, would be the fit occasion

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

yet I cannot take you to the wondrous hidden spot today. Tomorrow it must be, or tomorrow or tomorrow and pretty surely death will overtake me ere the promise is fulfilled." লেখাটি বড় স্পর্শ করিল।

সতীশবাবুর কাছে সেদিন গিয়াছিলাম। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। বলিলেন: 'আমারও দেওঘর যাওয়া হয় নাই, আপনার বাবাও কাশীতে আসেন না। তাই আমাদের পরস্পর এত টান, অথচ একবার চাক্ষুষ আর হোলো না।' সেদিন গীতার ঐ ক'টা শ্লোকের উপর খুব জোর দিলেন। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' 'উদাসীনবদাসীনঃ' আর 'কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি।' বলিলেন, 'ভগবান এত বড় বিশ্বরচনারূপ কর্ম করিয়াও উদাসীন থাকেন। আর আমরা এইটুকু কর্মেও আসক্ত হইয়া পড়ি। কবে ঐ 'কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি' কর্ম হইবে তাহাই কেবল ভাবিতেছি। ওরকম একটা অবস্থা আছে এবং আগেকার ঋষিরা ওটা জানিতেন, তাই তাঁরা সব গৃহস্থ ছিলেন, সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত থাকিতেন। গোঁসাই এ অবস্থা আমাকে করাইয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছিলেন foretaste দিয়ে দিলাম, এই অবস্থাই পরে হবে।' এই বলিয়া তাঁহার দীক্ষার সময়ের অপূর্ব অনুভূতির কথা সব বলিলেন। শুনিয়া পুলকিত হইলাম। ওঁর কাছে গেলেই হাত পা টিপিয়া দিতে বলেন। তাঁহার পদসেবাদি করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩

কাশী

১৯. ৯. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু

শ্রীঅরবিন্দের বেদ সম্বন্ধে লেখাটি আপনার ভাল লাগিতেছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারার মূল প্রেরণাই আসিয়াছে বেদ হইতে। তাই আমার ধারণা, এক সমন্বয়মূলক ঈশোপনিষদ ছাড়া তিনি উপনিষদের spirit এ তত imbued হইতে পারেন নাই, যত হইয়াছেন বেদের spirit-এ। আমার আরো ধারণা যে বেদ অর্থাৎ মন্ত্র অংশ এই প্রাণবিদ্যারই ঝংকারে মুখরিত। তাই নবম মণ্ডল শুধু সোমের জন্যই উৎসর্গীকৃত। এই সোমই অমৃত, এই সোমই প্রাণ। এই সোমকে পবমান করিতে পারিলেই, ইহার current flow করাইতে পারিলেই life divinised হয়, জীবন অমৃতময় হইয়া উঠে। উপলব্ধি করিতে হইলে আগে তাই প্রাণের সেই পরম দীপ্তি ও ব্যাপ্তিকে ফুটান চাই। এই lineটি যিনি restore করিতে পারিবেন তিনিই হিন্দু সাধনার সব রহস্য খুলিয়া ধরিতে পারিবেন।

সম্প্রতি Leubaর লেখা Psychology of Religious Mysticism বইটি পড়িলাম। ইহাতে mystic stateগুলি খুবই সূক্ষ্মভাবে psychologically study করা হইয়াছে ও বাস্তবিক যে এসব phenomenaর বিশেষ কোনো মূল্য নাই তাহা দেখাইয়াছেন। Ecstasy, trance ইত্যাদি যে শেষে বন্ধ হইয়া যায় ও তারপর একটা সহজ অবস্থায় স্থিতি হয়, তাহার কারণরূপে দেখাইয়াছেন যে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ প্রায় বার্দ্ধক্যের দিকে ঢলিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর physical frameএ সেরূপ vitality থাকেনা যাহাতে বারবার ঐরূপ ecstasyর উদয় হইতে পারে। সুতরাং ক্রমশঃ সেগুলি বন্ধ হইয়া আসে। কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। এরূপ আরো অনেক interesting কথা আছে দেখিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪

কাশী

১০. ১২. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু

ত্রিপুরা লইয়া কয়দিন হইতে গোপীবাবুর সঙ্গে আলোচনা চলিতেছে। তিনি আমাকে এ বিষয়ে ভাল করিয়া আলোচনা করিতে বলিতেছেন ও ত্রিপুরা সম্বন্ধীয় literature এর একটি bibliography করিয়া দিয়াছেন। বলিতেছিলেন, 'ইহাতে অনেক জিনিষ শিখিতে পারিবে।' আপনার আশীর্বাদেই এ সকল আলোচনার সুযোগ ও প্রেরণা মিলিতেছে। আশীর্বাদ করিবেন যেন ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারি। উপস্থিত 'ত্রিপুরাতাপিনী' আশ্রয়ে আলোচনা চলিতেছে।

ত্রিপুরা মহামন্ত্রের তিনটি অংশ : একটি গায়ত্রী, দ্বিতীয় জাতবেদস্, তৃতীয় ত্র্যম্বকমন্ত্র। প্রথমটি পরব্রহ্মবাচক, দ্বিতীয়টি শক্তিবাচক, তৃতীয়টি শিববাচক। এই পরব্রহ্ম বা পরমশিব ও শিবের মধ্যে distinctionটা সেদিন বুঝাইলেন। শিব হইলেন তত্ত্বাতীত, ইনি চিৎস্বরূপ, কিন্তু শক্তি-বিরহিত বলিয়া ইনি রিক্ত বা শূন্য। তাই নিজের স্বরূপের মহিমা তাঁর নিজের গোচর নয় বলিয়া এখানে আনন্দের স্ফুরণ নাই। স্বরূপের বোধেই আনন্দের বিকাশ হয়। তিনটি উপাধি : অর্থ, তত্ত্ব, ও শূন্য। অর্থরূপ সমস্ত উপাধি শিবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এমনকি তত্ত্বগুলিও তিনি নিজের মধ্যে প্রবিলাপ করিয়া লন, কারণ তিনি তত্ত্বাতীত। কিন্তু শূন্যরূপ উপাধি তাঁর বাহিরে থাকিয়া যায়। এই শূন্যকে তিনি আত্মসাৎ বা কবলিত করিতে পারেন না। ইদংকে শূন্য করিয়া তিনি নিঃস্ব অহং স্বরূপে মগ্ন থাকেন। কিন্তু পরম শিব এই শূন্যকেও গ্রাস করেন, অর্থাৎ এই শূন্যও ক্রমে ক্রমে filled হইয়া যায়, আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইদংটাও অহংএরই রূপ। তন্ত্রের লক্ষ্য তাই পূর্ণাহন্তা। এই পূর্ণতা মানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইদংকে অহংএর কুক্ষীভূত করা, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং'—তাই ইদংকে অহং দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। আমরা যে অহংএর সঙ্গে পরিচিত, এ অহং অশুদ্ধ অহং, ইদংএর অপর poleরূপ অহং। সুতরাং ইহার বিনাশ বা বিলয় আছে। কিন্তু শুদ্ধ অহং এরূপ নয়, তাহা নিত্য, অবিনাশী। এখানে সমস্ত শুধু ভোক্তা, বা শুধু প্রমাতায় reduced হয়। বিপরীত দিকে যখন প্রথম সৃষ্টির সূচনা হয় তখন এই পূর্ণ পরমশিবস্বরূপ নিজেকে সঙ্কোচ করেন। এই সংকোচন বা limitation রূপ ক্রিয়া ছাড়া সৃষ্টি হয় না। এই সংকোচের ফলে প্রথমেই সামনে আসিয়া খাড়া হয় শূন্য। কিন্তু শুধু শূন্যে সৃষ্টি হয় না, শুধু চিতেও সৃষ্টি হয় না। শূন্যের একাংশে যখন চিৎ সংযুক্ত হন তখনই হয় সৃষ্টি। এই শূন্যের একাংশে যে চিৎ ইনিই প্রাণ। তাই বলা হইয়াছে: 'প্রাক্ সংবিৎ প্রাণে পরিণতা'। পূর্ণ হইতে শূন্যের আবির্ভাবের প্রক্রিয়াকে বলা যায় আভাস, শূন্য হইতে তত্ত্বের স্ফুরণকে বিবর্ত, তত্ত্ব হইতে অর্থের বিকাশকে পরিণাম। মূলে আভাসবাদ, মধ্যে বিবর্তবাদ, স্থূলে পরিণামবাদ।

এই পরমশিবের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতার পুরুষোত্তম সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলিলেন। 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতো অক্ষরাদপি চোত্তম' এ কথা গীতা বলিলেন কেন? এক জায়গায় 'অতীত,' অপর জায়গায় 'উত্তম' বলার তাৎপর্য কি? দু জায়গাতেই অতীত বলিলেই চলিত। তাৎপর্য হইল, ক্ষরের অতীত অক্ষরও, ক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমও। তবে অক্ষরের অপেক্ষা তাঁর উত্তমত্ব এইখানে যে তিনি ক্ষরের অতীত হইয়াও জানেন যে তিনি ক্ষরাত্মকও। তাই দ্বাদশ অধ্যায়েও অক্ষর উপাসনার প্রসঙ্গে ভগবান্ বলিলেন, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'—কারণ তাঁর স্বরূপ হইল অক্ষরাত্মক।

এখন 'অথ এতস্য পরং গহ্বরং ব্যাখ্যাস্যামঃ' এইখান হইতে বীজমন্ত্র উদ্ধার আরম্ভ হইল। উহার তিনটি কূট—বাগ্‌ভব, কামরাজ ও শক্তিকূট বা ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃত্যণ্ড, মায়াণ্ড। এখানে বাগ্‌ভব কূট ও গায়ত্রীকে প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক করা হইতেছে। এখন 'তৎ' শব্দের দ্বারা এই পরমের মধ্যে কামের উন্মেষ সূচিত হইয়াছে। তাঁহার বিশেষ বিকাশ 'যতিষু, যজ্ঞেষু, যোগিষু'—'যতি' মানে সংযমের ফলে যিনি তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আর 'যজ্ঞ' মানে অগ্নিতে সোমের আহুতি। পঞ্চাগ্নি যেমন, তেমনি পঞ্চামৃত বা পঞ্চসোম। যেমন অগ্নি, তেমন সোম। শেষ পরমামৃত, তাহাকে আর আহুতি দিতে হয় না। আর দুই জিনিষের যোগে হয় 'যোগী'। ইনিই যুগল। যুগল বলিলে দুই বুঝায় না কিন্তু দুইয়ে মিলিতকে বুঝায়। তারপর তিনি 'অকচটতপযশান্ সৃজতে'। এই অষ্টবর্গই অষ্টপাশ। তাহা হইলে 'তৎ' কামরূপ বলিয়া তাহা হইতে 'ক'-কারকে উদ্ধার করা হইল।

ইহার পর আসিলেন সবিতা। ইনিই 'সূতে', প্রসব করেন, ইনিই আদ্যা শক্তি, ইনিই পরমেশ্বরী, মহাকুণ্ডলিনী দেবী ও অগ্নিমণ্ডলস্বরূপা। মণ্ডল তিনটি—একটি অগ্নিমণ্ডল, দ্বিতীয় সূর্যমণ্ডল, তৃতীয় চন্দ্র বা সোমমণ্ডল। একপাশে অগ্নি, অপর পাশে সোম, মধ্যে রবি। রবি হইলেন অগ্নিসোমের সাম্যাবস্থা—ইনিই কামাখ্য 'রবি'। রবি বা কাম ক্ষুব্ধ হইলে একদিকে সোম অপরদিকে অগ্নির আবির্ভাব হয়। রবির মধ্যরশ্মি হইতে সোমের নির্গম। এই মধ্যরশ্মিই সুষুম্না। অগ্নি হইলেন কালরূপ, ইনিই কালাগ্নি—সমস্ত বিপরিণামের হেতু। অগ্নির মধ্যে কার্যকারণভাব, তাপ। সোমের মধ্যে স্নিগ্ধতা, আনন্দ, শান্তি। ইনিই হলাদিনী স্বরূপ। অগ্নিমণ্ডলই মর্ত্যলোক, সোমমণ্ডল অমৃতলোক।

দুই জায়গাতেই দেহ আছে, একটি বিনশ্বর দেহ অপরটি অবিনশ্বর। সূর্যে দেহ নাই। এপারে অগ্নির জয়, ওপারে সোমের জয়। সোম ছাড়া দেহ হয় না, সেজন্য মর্ত্যদেহেও সোমের উপাদান আছে। তবে এটা অগ্নির রাজ্য বলিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সোম অগ্নি দ্বারা শোষিত হইয়া যায় —তাহার শেষ পরিণাম মৃত্যু। এখানে যতই বিকাশ, বৃদ্ধি দেখা যাক্ সবই শেষ অবধি কিন্তু আগাইয়া চলিয়াছে মৃত্যুর দিকে। এই গতিটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমাত্মক। ক্রম মানে steps. Goose-step এর মত stepping, undulating motion—একবার সোম বৃদ্ধি পাইতেছে, একবার অগ্নি প্রবল হইতেছে। নতুবা সোজা গতি হইলে একেবারেই অগ্নিতে সব ভস্মীভূত হইয়া যাইত। ওপারে কিন্তু এরূপ নয়। সেখানে সোমের রাজ্য বলিয়া গতিটা বিপরীত রকম হয়। সেখানেও অগ্নি-সোমের লড়াই চলে, কারণ সেখানেও গতি আছে, গতি মানেই দ্বন্দ্ব। কিন্তু শেষে অগ্নি পরাভূত হয়, সোমই সোম থাকিয়া যায়। তাহা কালের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। তার পূর্ব পর্যন্ত কালের প্রভাব থাকে বলিয়া পরিণতি দেখা দেয়। তাই সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব অনুভূত হয় জরা দ্বারা, কিন্তু মৃত্যু হয় না কারণ অগ্নির প্রাধান্য সেখানে নাই। এই সোমকলাত্মক দেহ-প্রাপ্তির নামই দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্বলাভ। এই দেহের আর পাত হয় না। এইজন্যই উপনয়ন—এই ষোড়শকলা প্রাপ্তির জন্য। মনে রাখিতে হইবে, আমরা যে চন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত ইনি পঞ্চদশ কলাত্মক। ইনি কালের কবলিত। এই সোমমণ্ডলে গতিকেই পিতৃযানগতি বলে, সেখান হইতে পুনরায় কালের আবর্ত্তে ফিরিতে হয়। কিন্তু ষোড়শকলাত্মকে কালের প্রভাব নাই। এই চন্দ্রমণ্ডল, সূর্যমণ্ডলের উর্ধ্বে, পূর্বোক্তটি নীচে। সূর্যমণ্ডলে গতির নাম দেবযান গতি। সেখানে গেলে কলা শুকাইয়া যায়, দেহবীজ থাকে না। তাকে ভেদ করিতে পারিলে ষোড়শকলাত্মক সোমমণ্ডলে প্রবেশ হয়। নতুবা ঐখানেই সূর্যমণ্ডলে নির্বীজ কৈবল্য অবস্থায় নিরাকার চৈতন্যে স্থিতি হয়।

কুণ্ডলিনী স্থানটি হইল অগ্নিচক্র। ইহা নাভি হইতে মূলাধার পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ঐখানেই অগ্নির উদ্দীপন হয়, শিখা সমুদ্গত হয়, উর্ধ্বে উঠে ও ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ব্যষ্টিতে যেমন এইরূপ, সমষ্টিতে বিশ্বের নাভিদেশেও সেইরূপ নিরন্তর এই অগ্নি জ্বলিতেছে। ইনি সকলকে পাক করিতেছেন, 'ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা'। এই কাল মানে কালাখ্য অগ্নি। ইনিই কর্মফল সৃষ্টি করিতেছেন। কর্মফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানে কর্মের পাক—কর্ম করা মাত্রই তাহার পরিপাক হইয়া ফলরূপে ফিরিয়া আসিতেছে। তাই যতদিন অগ্নি ততদিন কর্ম, অগ্নির ত্যাগে কর্মত্যাগ, নিরগ্নি হইলেই অক্রিয়। এই অগ্নিতে সোমের আহুতি উত্তরোত্তর refined হইতে হইতে যখন পঞ্চম অগ্নিতে বা পঞ্চম কোষে আনন্দময়ে যাইয়া সোম আহুতি দেওয়া হয়, তখন তাহা বিশুদ্ধ হয়। তাই সেই সোম আর ভোগ্য হয় না, কারণ ময়লা না থাকিলে ভোগ করা যায় না। নির্মল বিশুদ্ধ হইলে তাহা আর ভোগের বিষয় হয় না।

এইরূপে আমরা 'জাতবেদসমণ্ডলং' ও মহাকুণ্ডলিনীর পরিচয় পাইলাম। ইহার পর আসিল 'ত্রিকোণশক্তিরেকারেণ'। তন্ত্রের পরিভাষায় একারই ত্রিকোণের symbol ও ঐকার ষট্‌কোণের symbol। কোণ না থাকিলে সৃষ্টি হয় না। মণ্ডল হইলেই সৃষ্টির অতিক্রম। চতুষ্কোণে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়—সেখানে মধ্যবিন্দুতে স্থিতিই লক্ষ্য। তন্ত্রের তাহা লক্ষ্য নহে। তন্ত্রের লক্ষ্য ষট্‌কোণ। ঊর্ধ্বে শিবরাজ্য, নীচে জীবরাজ্য। দুইরাজ্যের মধ্যবিন্দুতে intersecting point-এ স্থিতি চাই। এই ত্রিকোণ কোথাও শক্তিপ্রধানভাবে, কোথাও শিবপ্রধানভাবে অঙ্কিত করা হয়। একটার গতি সৃষ্টিমুখে, অপরের গতি লয়মুখে।

২৫

কাশী

১৩. ১. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু—

ত্রিপুরা লইয়া খুব গভীর ও সরস আলোচনা চলিয়াছে। গোপী-বাবুও খুব উৎসাহ বোধ করিতেছেন ও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিবেন ভাবিতেছেন। এ আলোচনায় সৃষ্টিতত্ত্বটা সব যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোখের উপর সুস্পষ্ট ভাসিয়া উঠিতেছে। গায়ত্রী হইতেই যেন এক গভীর অর্থ ফুটিয়া উঠিতেছে।

সেদিন আমরা দেখিয়াছি 'বরেণ্য'র এ-কার উদ্ধার করা হইয়াছে এবং সেই 'এ'কারই হইল ত্রিকোণ। ঐকার হইল ষট্‌কোণ। কোণ ছাড়া সৃষ্টি হয় না, মণ্ডলে সৃষ্টির অতিক্রম। তারপর আসিল 'ধীমহি' হইতে 'ঈ'কারের উদ্ধার। এই ঈকে তুরীয়াক্ষর বলা হইয়াছে—অ, আ, ই, ঈ,-এই ক্রমে চতুর্থ অক্ষর বলিয়া এবং ইহা তিনকে ছাড়াইয়া যেন উপছাইয়া পড়িতেছে বলিয়াও তুরীয়। 'অ' মানে অনুত্তর। অকারের মাত্রাবৃদ্ধিতে 'আ' বা আনন্দ। তেমনি 'ই' মানে ইচ্ছা। ইচ্ছার মাত্রাবৃদ্ধিতে 'ঈ' বা ঈশান, ইনিই ঈশনশীল। 'মহী' হইতে পৃথ্বীকে ধরা হইল ও তাহার বাচক 'ল'কে লওয়া হইল। এখন 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এর অর্থ হইল সেই পরমাত্মা সদাশিব আত্মাকে সেই নির্বিকল্পক বস্তুতে প্রেরণ করেন। কিসের দ্বারা? না, ঐ স্থাণুভূত লকারের দ্বারা। আত্মার একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে 'জ্যোতির্লিঙ্গং'—এখানে লিঙ্গ মানে আকাশ—'আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ'; আকাশ মানে 'আ সমন্তাৎ কাশতে প্রকাশতে', সেই সর্বব্যাপী প্রকাশ। ইহাই হইল মহাপীঠিকা। একদিকে আকাশ আর অপর দিকে পৃথ্বী। এই পৃথ্বী হইতে ঠেলা দিয়া সেই প্রকাশকে আবার সেই নির্বিকল্পে প্রেরণ করেন। এই পৃথ্বী পর্যন্ত descend না করিলে প্রেরণার momentum বা বেগটা তেমন হয় না যাহাতে একেবারে সেই নির্বিকল্পে পৌঁছান যায়। যেমন বেশী লাফ দিতে হইলে অনেক দূর পিছাইয়া বেগ দিয়া লইতে হয়। পৃথ্বী পর্যন্ত descent এর ইহাই রহস্য। সেইজন্যই স্থূল দেহের এত মহিমা।

তাহা হইলে দেখিলাম যে সেই 'তৎ' সবিতারূপে প্রসব করিলেন (বরেণ্য) একার হইয়া, সেই ইচ্ছার আতিশয্য পাইলাম 'ধীমহি'র ঈকারে, তাহা একেবারে স্থূলরূপ ধরিল মহীতে, পৃথ্বীতে। শেষে আবার তাহাকে প্রেরণা দেওয়া হইল মূলে ফিরিবার জন্য। ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ত চলিতেছে। 'পরো রজসে'টি হইল গুহ্যপাদ গায়ত্রীর। ইহাতে সন্ন্যাসীরই অধিকার, এইরূপ বলা হয়। 'রজস্' শব্দের অর্থ রজোগুণ নয়। 'রজস্' মানে হইল অন্তরীক্ষ বা intermediate region। তার ওপারে অর্থাৎ দ্যুলোকে। এই দ্যু ও ভূ (সেই 'দ্যুভ্বায়তন' প্রকরণ বেদান্তের স্মরণীয়) ও মধ্যে অন্তরীক্ষ। ভূ হইতে উঠিলে প্রথম এই অন্তরীক্ষে একটা পরম শান্তির ভূমিতে আসা যায়। তাহাকে ভেদ করিলে দিব্যধামে প্রবেশ হয়। সেখানেই 'পরং জ্যোতিঃ অমলং'।

ইহার দ্বারা হৃল্লেখা বা হ্রীং ধ্বনিত হইল। তাহা হইলে এই হ্রীং হইল গায়ত্রীর ঘনীভূত essence, পরম সার। এখন এই হৃল্লেখার রহস্য বড় গভীর। ইহারই অপর নাম হার্দ্ধকলা বা চিৎকলা। এই 'আধা' বা অর্দ্ধতত্ত্ব পরম রহস্যময়। এই অর্দ্ধ ছাড়া সৃষ্টি হয় না, আবার লয়ের ক্রমে শেষে এই অর্দ্ধেতেই সব পর্যবসিত হয়। পূর্বে আমরা ত্রিবিন্দুর পরিচয় পাইয়াছি। এখন নীচের দুই বিন্দুর অন্তরাল হইতে এই হৃল্লেখার আবির্ভাব হয়। . ঃ . এই দুই বিন্দুর মধ্যে এই 'কমা'র মত বস্তুটি হৃল্লেখা বা হার্দ্ধকলা। ইহার রহস্য বুঝিতে হইলে কামকলা তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন।

ত্রিবিন্দু লইয়া কামকলা। উপরের বিন্দুটি কাম, নীচের দুটি কলা। তিন লইয়া কামকলা। শুক্ল ও রক্ত—এই কারণবিন্দুদ্বয় এবং দুইয়ের মিশ্রণে কার্যবিন্দু। এই দুই বিন্দু হইল 'অ' ও 'হ' এবং উভয়কে ঘের দেয় বিন্দু। তখন হয় 'অহং'। তাই ইনি সামরস্যরূপ। এই ঘের দেওয়া মানে include করা। এই ঘের দেওয়া ব্যাপারটি না হইলে transcendence হইতে পারে না, ছাড়াইয়া ওঠা সম্ভব হয় না, নতুবা কেবল ছাড়িয়া যাওয়া হয় মাত্র, exclude করা হয় মাত্র। Inclusion and transcendence ইহাই হইল লক্ষ্য।

যাক্, এখন এই সামরস্যাত্মক বিন্দুটি কেমনভাবে গঠিত হয় দেখা আবশ্যক। ইহা দুই বিন্দুর মিশ্রণে গঠিত, একটি সিত, অপরটি শোণ, একটি সোম, অপর অগ্নি, একটি শক্তি, অপর শিব। শিব হইলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'প্রকাশমাত্রতনু', আর শক্তি হইলেন 'নিজসুখময়নিত্যনিরুপমাকারা'। মনে রাখিতে হইবে, প্রকাশ বা চিৎ নিরাকার এবং আনন্দ ছাড়া কোথাও আকার হয় না। এই আনন্দেরই অপর নাম বিমর্শ। প্রকাশ হইলেন শুদ্ধ নির্মল চিৎস্বরূপমাত্র, আর বিমর্শ হইলেন তাঁর আদর্শ বা দর্পণস্থানীয়। প্রকাশের স্বপ্রকাশতারূপ সামর্থ্য নাই। চক্ষু যেমন সব দেখিতে পাইলেও নিজেকে দেখিতে পায় না, নিজের মুখ যেমন নিজে দেখা যায় না, তেমনি প্রকাশ সব কিছু প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও নিজের প্রকাশত্ব অনুভব করিতে পারে না। তাই নিজেকে দেখিতে হইলে সম্মুখে একটি স্বচ্ছ দর্পণ আনা প্রয়োজন হয়। তখন প্রকাশ নিজের মহিমা অনুভব করিতে পারে, সে যে প্রকাশস্বরূপ, তাহা তখন তাহার বোধ হয়। এই যে প্রকাশের প্রকাশত্ব জ্ঞাপন, ইহা বিমর্শের দ্বারা সংঘটিত হয়। বিমর্শ না থাকিলে প্রকাশ অপ্রকাশতুল্য, না থাকার মত, কারণ সে প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহা তাহার বোধ নাই। (তবে যে বেদান্ত তাহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছে তাহা কি মিথ্যা? তাহা নহে, সেই প্রকাশকে আমরা এখানে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছি। মূলে একই বস্তু, যে প্রকাশ সে-ই বিমর্শ।)

প্রকাশ কিন্তু নিত্য আছেই, তাহার অবস্থান্তর হয় না, বিমর্শের দুই অবস্থা—আছে ও নাই, অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত, manifest unmanifest রূপ দুটি অবস্থা। একটি তার সক্রিয়রূপ, অপরটি নিষ্ক্রিয়রূপ। নিষ্ক্রিয়রূপেও সে প্রকাশেই অন্তর্লীন থাকে, কারণ প্রকাশ ব্যতীত কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় বা অব্যক্ত বিমর্শ দর্পণ হয় না। সক্রিয় বিমর্শেই প্রকাশ প্রতিবিম্বিত হয়। তখন প্রকাশের সঙ্গে বিমর্শের সংযোগ হয় বা সম্মিলন ঘটে। এ সংযোগ ও পূর্বোক্ত অব্যক্তাবস্থার সংযোগে অনেক বৈলক্ষণ্য। যেমন গাভীর দেহেই দুগ্ধ আছে ও তন্মধ্যে ঘৃতও আছে কিন্তু তথাপি তাহার দ্বারা গাভীর পুষ্টি হয় না। তাহার পুষ্টি সাধন করিতে হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে দোহন করিয়া ঘৃত নিষ্কাসন করিয়া পুনরায় খাওয়াইতে হয়। এখানেও তেমনি বিমর্শকে দোহন করিতে হয় অর্থাৎ তাহার স্ফুরণ বা অভিব্যঞ্জন করিতে হয় ও আবার চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হয়। এইজন্যই নৈয়ায়িকরাও বিভু আত্মা ও মনের অজ সংযোগ স্বীকার করিয়াও জ্ঞানোৎপত্তির জন্য একটি বিলক্ষণ সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন।

এখন এই বাহির হইয়া আসার প্রক্রিয়ায় মনে রাখিতে হইবে যে বিমর্শের গতি একমুখী, line আকার। প্রকাশ কিন্তু সর্বতোমুখ, বৃত্তাকার, প্রকাশের মুখ সকল দিকেই। তবে বিমর্শের মুখ কাহার দিকে? না, প্রকাশেরই দিকে, কারণ প্রকাশের একদেশেই বিমর্শের স্ফুরণ হয়। সে যেদিকেই যাক্ প্রকাশের দিকে অভিমুখ হইতে বাধ্য। প্রকাশও সর্বতোমুখ বলিয়া এক হিসাবে প্রকাশকেও বিমর্শের অভিমুখ বলা যায়। এইরূপে পরস্পর-আভিমুখ্য সিদ্ধ হয়।

এখন মনে রাখিতে হইবে, বিমর্শের মধ্যে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করার জন্য প্রকাশকে কোন radiation বা কিরণ দ্বারা তাহা করিতে হয় না, কারণ প্রকাশ সর্বব্যাপী, যেখানে বিমর্শের স্ফুরণ হয়, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ স্বভাবতঃ অভিব্যক্ত হয়। সেইজন্য প্রকাশ কিছুই করে না, বরং বিমর্শ তাহাকে দিয়া করাইয়া লয়—এইরূপ বলা চলে। প্রকাশের সান্নিধ্যমাত্রই যথেষ্ট, তাহার কোনো কিরণ or radiation নাই, কিন্তু বিমর্শে প্রতিফলিত যে প্রকাশ তাহা যখন আবার ফিরিয়া যায়, তখন radiation বা কিরণরূপেই যায়, কারণ বিমর্শ ক্রিয়াত্মক বা কিরণাত্মক, তাহার সংকোচ-বিকাশ আছে। তাই বিমর্শ limited, প্রকাশ unlimited। দুইয়ের মিলনে হয় চৈতন্য। চৈতন্য কেবল প্রকাশেও নাই, শুধু বিমর্শেও নাই কিন্তু দুইয়ের সংযোগে অভিব্যক্ত হয়।

এই বিমর্শের কিরণ দুইভাবে প্রতিফলিত হয়। এক সরলভাবে, অপর বক্রভাবে। সরলভাবে গেলে ইহা যে source হইতে প্রতিবিম্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া পড়িতেছিল, সেখানেই সেই মূল বিন্দুই ফিরিয়া যায়। তখন তাহার নাম হয় পূর্ণাহন্তা। আর deflected হইয়া বক্রভাবে গেলে তাহা অন্যত্র ভিত্তিগাত্রে গিয়া পড়ে। এই ভিত্তিগাত্র হইল চিত্ত এবং এই চিত্তে বক্রভাবে প্রতিফলিত প্রকাশের নামই হইতেছে অহং। ইহাই সংসারের বীজ। তাই লয়ের পথে ইহাকে ভাঙ্গিতে হয়, নির্বীজ করিতে হয়, তবে মুক্তির পথ খোলে। তাহা হইলে চিত্তরূপ দর্পণে আহত প্রকাশই হইল অহং। ইহাই হইল মূল গ্রন্থি—সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগজাত অস্মিতারূপ গ্রন্থি। ইহা প্রকাশ ও বিমর্শের সামরস্যাত্মক বিন্দু, ইহাই রবি, ইহাই কাম। এখন এই বিন্দুকে বিমর্শ আবার গিয়া ধাক্কা দিলে, আঘাত করিলে, তখন তাহা ক্ষুব্ধ হয় এবং ক্ষুব্ধ হইয়া দুই বিন্দুতে পরিণত হয়। একটি সিতবিন্দু, চন্দ্রবিন্দু, অপর অগ্নিবিন্দু, রক্তবিন্দু, একটি সোম অপর অগ্নি। তারপর অগ্নি আসিয়া সোমকে স্পর্শ করে, অগ্নির সঙ্গে সোমের সংযোগ ঘটে ও তাহার ফলে সোমের স্রাব বা ক্ষরণ হয়। (এখানে বেদের 'ইন্দ্রায় ইন্দো পরিস্রব' স্মরণীয়)। ইহাই দুই বিন্দুর অন্তরাল দেশ হইতে অমৃতপ্রবাহরূপে ক্ষরিত হইতে থাকে। এই ক্ষরণ বা flow-কেই নাদ বলে। ইহাই শব্দব্রহ্ম বা বেদ। দুই বিন্দুর অন্তরালবর্তী এই বস্তুটিকেই হার্দ্ধকলা বা চিৎকলা বা হৃল্লেখা বলা হয়।

তাহা হইলে এ পর্যন্ত আমরা কয়টি জিনিষ পাইলাম? ১ম প্রকাশ, ২য় বিমর্শরূপ দর্পণ। ৩য় সেই দর্পণ হইতে বক্রভাবে বিকীর্ণ প্রতিবিম্ব বা অহং বা রবি বা মহাবিন্দু। ৪র্থ সেই মহাবিন্দুর ক্ষোভ-জনিত দুইটি বিন্দু—সিত ও রক্ত। ৫ম এই দুই বিন্দুর পরস্পর সংশ্লেষজন্য সোমের ক্ষরণ বা স্রাব বা নাদ বা হৃল্লেখা। আজ এই পর্যন্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬

কাশী

২৬. ১. ৪৭

শ্রীচরণকমলেষু—

সেদিন গোপীবাবুর কাছে খুব সুন্দর কথা হইতেছিল। পাতঞ্জলে যেমন preparation হিসাবে যমাদির কথা বলা আছে, তাহার ক্রমটি কেমন ধাপে ধাপে ফুটিয়া ওঠে তাহা বর্ণনা করিলেন। যম-নিয়মের পর আসন হইতেই সাধন সুরু হয়। ঋষিদের দৃষ্টি অনুসারে সর্বপ্রথম বাহ্য জিনিষ হইল দেহ, তার ভিতরে প্রাণ, তার অন্তরে ইন্দ্রিয়, তারপর বুদ্ধি, শেষ আত্মা। গুরু শিষ্যকে তাহাই শিখাইতে পারেন যাহার বীজ তাহার মধ্যে প্রকৃতি-দত্ত হিসাবে আছে, অর্থাৎ nature-এর অনুকূলেই শিক্ষা দেওয়া চলে নতুবা কোনো ফল ফলেনা। তাই গুরু প্রথম উপদেশ করেন দেহ-স্থৈর্যের জন্য। মন দৌড়ায় দৌড়াক্, প্রাণের গতি যেমন হয় চলুক্—কিছুই দেখিবার দরকার নাই, শুধু দেহটাকে স্থির রাখিবার চেষ্টা কর। এইরূপ করিতে করিতে দেখা যাইবে মাঝে মাঝে প্রাণের গতি স্থির হইয়া আসিতেছে। তখন বুঝা যাইবে সে দ্বিতীয় সাধনের জন্য উপযোগী হইয়াছে, অর্থাৎ তার system এখন next step-এর অনুকূল হইয়াছে। এখন যে প্রাণের সূক্ষ্মতা কখনো কখনো আসিয়া যাইতেছিল, তাহাকে নিজের ইচ্ছাধীন করার জন্য গুরু প্রাণায়ামের কৌশল শিখাইয়া দেন। এইরূপে প্রাণের ক্রিয়া করিতে করিতে আবার কখনো কখনো ইন্দ্রিয়গুলি আপনি গুটাইয়া আসিতে থাকিবে, প্রত্যাহৃত হইতে থাকিবে। তখন গুরু তাকে প্রত্যাহারের সাধন দেন। প্রত্যাহারের ফলে এইরূপে মন কেন্দ্রীভূত হইয়া আসে। তখন আসে ধারণার উপদেশ। তারপর বুদ্ধির কেন্দ্র ক্রিয়াশীল হইলে ফোটে ধ্যান। শেষে তার চরমতায় আসে সমাধি।

উপনিষদের preparation-এর মধ্যে এরূপ কোন ধাপ সাজান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় কিনা দেখিতে বলিলেন। ছান্দোগ্যে 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি'—ইহার প্রসঙ্গে বড় সুন্দর বলিলেন যে তিনটি সাধনের দ্বারা আমরা তিনভূমির সঙ্গে linked হইতেছি। দানের দ্বারা ইহলোকের অন্যান্য সমস্ত জীববর্গের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইতেছি। নিজের imprisoned isolation হইতে মুক্তি পাইতেছি। অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায়ের দ্বারা সেই পরমবস্তু বা শব্দব্রহ্মের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা হইতেছে। আর যজ্ঞ দ্বারা মধ্যবর্তী লোকস্থ দেবগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হইতেছে।

আর একটা point: পাতঞ্জলে যেমন ক্রিয়াযোগের মধ্যে তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধান বলা আছে, এখানে উপনিষদে তপস্যা স্বাধ্যায়ের কথা বলা থাকিলেও ঈশ্বর-প্রণিধান বা কর্মফল-অর্পণ ইত্যাদির কথা স্পষ্টতঃ নাই। সমাধিযোগে বা উপাসনা প্রকরণে ঈশ্বর-প্রণিধান থাকিতে পারে, কিন্তু ক্রিয়াযোগ বা preparation-এর ক্ষেত্রে কি তাহা আছে?

ত্রিপুরায় 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে পরমাত্মা জ্যোতির্লিঙ্গরূপ নিজেকে ও বুদ্ধিকে স্থাণুভূত 'ল'কারের দ্বারা সেই পরম নির্বিকল্প স্বরূপে প্রেরণ করেন। সে নির্বিকল্প বস্তুটি কেমন? না ধ্যানেচ্ছারহিত—সেখানে ধ্যান তো নাই-ই, ধ্যানের ইচ্ছা পর্যন্ত নাই—কারণ কে কাহার ধ্যান করিবে? ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান—সব কিছুরই সেখানে অবসান। তাই এই প্রেরয়েৎ বা 'প্রচোদয়াৎ' কোন ক্রিয়ারূপ প্রেরণা নহে, ইহা 'চেতসৈব চিন্তয়িত্বা ভাবয়েৎ'—কেবল ভাবনাত্মক, কারণ সে পরম বস্তুটি 'উচ্চাররহিত'। উচ্চার মানে ঊর্ধ্বে চরণ বা movement। উচ্চার হয় শব্দব্রহ্ম পর্যন্ত, শক্তিরাজ্য পর্যন্ত। তারপর উচ্চাররহিত শিবরাজ্য। এই উচ্চার আবার সুরু হয় হৃদয় হইতে। তাই inward গতি দ্বারা outward গতিকে রুদ্ধ করিয়া প্রথমে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয়। সেখান হইতে upward গতি বা উচ্চার আরম্ভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭

কাশী

১৫. ২. ৪৭

শ্রীচরণেষু—

গোপীবাবু কয়েকটি কথা বলিতেছিলেন। প্রথম, উপাসনার মূল উদ্দেশ্য বা rationaleটা কি? কিজন্য ইহা করা হয়? ইহা কি দূরস্থ অপ্রাপ্ত বস্তুকে নিকট করা, না প্রাপ্ত অথচ বিস্মৃত বা অপ্রাপ্ত বস্তুর অপ্রাপ্তভাব কাটান? এই প্রসঙ্গে তন্ত্রমতে উপাসনার rationaleটি আলোচনা করিলেন। তন্ত্রমতে জীব মূলত শিব। মল-প্রযুক্ত সে জীব বা পশুভাব প্রাপ্ত। শিব নিজের ইচ্ছাবশত বা কোন অনির্বচনীয় কারণে নিজেকে সংকুচিত করিয়া জীব সাজিয়াছেন। ইহাই তাহার নিগ্রহ। সুতরাং আবার জীবকে শিব হইতে হইলে পশুত্ব কাটাইয়া উঠিতে হয়। কিন্তু জীব হাজার চেষ্টা করিলেও শিব হইতে পারে না, যদি না মূলের সংকোচরূপ বা নিগ্রহরূপ ক্রিয়া অপসারিত হয়। তাহা অপসারণ করার নামই অনুগ্রহ। ইহা সম্পাদিত হয় দীক্ষারূপ ক্রিয়ার দ্বারা। ইহার দ্বারা মূলের অজ্ঞান অর্থাৎ পৌরুষ অজ্ঞান কাটিয়া যায়। জীব শিবই হইয়া যায় যে মুহূর্তে সে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে বুঝিতে পারে না, কারণ তার বৌদ্ধ অজ্ঞান তখনো কাটে নাই। ইহার জন্য চাই বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয়—ইহা সাধন-সাপেক্ষ। বৌদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ হইলেই পৌরুষ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধভাবে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু মূলে পৌরুষ অজ্ঞান দীক্ষারূপ ক্রিয়ার দ্বারা অপসারিত না হইলে বৌদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বৌদ্ধ অজ্ঞান নাশ করিলেও কোন ফল হইবে না, পশুত্ব ঘুচিবে না। মেঘ অপসারণ করিয়া ফেলিলেও সূর্যের দর্শন মিলিবে না যদি না তাঁর উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁর উদয় হওয়ার পরও যদি মেঘের আবরণবশত উপলব্ধি না ঘটে, তখন আবরণ সরাইলেই দেখা যাইবে। তাই তন্ত্র বলেন—'শিবো ভূত্বা শিবং যজেত'। জীব কেমন করিয়া শিবকে ভজিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই প্রথম তাকে শিব হইতে হয়—ইহা দীক্ষা দ্বারা হয়। তারপর চলে যজন। তৎপূর্বে নয়।

উপনিষদের উপাসনাতেও সেইরূপ সব কিছুর মূলে রহিয়াছে গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ। তান্ত্রিক সাধনার মূলে যেমন দীক্ষা, বৈদিক সাধনার মূলে তেমনি শ্রবণ। তাই মহা-বাক্যের উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছে। শ্রবণরহিত নিদিধ্যাসনে কখনো মুক্তি আনিয়া দিবে না, কেন না তাহাতে বীজ নাই, শক্তির সে potency নাই। এই বাক্য-শ্রবণ বিনা প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, আপন বলিয়া চিনিতে না পারিলে জ্ঞান হইলেও দুঃখ ঘোচে না। তাই গুরুবাক্যের এত মহিমা।

আর একটা কথা বলিতেছিলেন—উপাসনার ফলে মনের উপর কি reaction বা প্রভাব হয়? উপাসনার উদ্দেশ্য কি বৃত্তিনিরোধ, না মনের শোধন? অশুদ্ধকে নিবৃত্ত করাই উদ্দেশ্য, না কোনো positive contributionও আছে?

ছান্দোগ্যের ২/২৩/১এ 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ' অংশটি দেখিবেন। আমি প্রথম মূল দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছি। এখন শঙ্কর-ভাষ্য দেখিতে গিয়া দেখিলাম আচার্য অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুধু মূলটা পড়িয়া এই অর্থটাই মনে লাগে—ধর্মস্কন্ধ তিনটি—যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান। তারপর শ্রুতি যেন নিজেই এইগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—'প্রথমস্তপ এব' অর্থাৎ যজ্ঞটি তপঃস্বরূপ। আর 'দ্বিতীয়ো' অর্থ অধ্যয়ন—ব্রহ্মচারী আচার্যকুলবাসী। 'তৃতীয়' অর্থাৎ দান—অত্যন্তমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্' অর্থাৎ চিরতরে নিজেকে আচার্যের চরণে উৎসর্গ বা 'দান' করা, dedicate করা। দ্বিতীয় অর্থাৎ অধ্যয়নকারীও আচার্যকুলবাসী কিন্তু মাত্র ব্রহ্মচারীরূপে বা ঐ অবস্থা বা period-টুকুর জন্য। কিন্তু 'দান'কারী একেবারে 'অত্যন্তং অবসাদয়ন্'। আচার্য কিন্তু ব্যাখ্যা করিতেছেন—'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা'র মধ্যে প্রথম স্কন্ধটি যজ্ঞ-অধ্যয়ন-দান মিলিয়া অর্থাৎ উনি ছেদ টানিতেছেন 'যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া আমি টানিতেছি 'দানমিতি'র পর। তারপর আচার্যের মতে দ্বিতীয় স্কন্ধ হইল তপ, তৃতীয় স্কন্ধ হইল ব্রহ্মচারী আচার্যকুলবাসী। শুধু মূলটা পড়িয়া দেখিবেন কোন্ অর্থটা মনে লাগে।

২৮

কাশী

৮. ৩. ৪৭

শ্রীচরণকমলেষু—

উপাসনা সম্বন্ধে কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করিতেছি। পঞ্চদশীর নবম অধ্যায়ে কিছু উপকরণ পাওয়া গেল। রামানুজেরও দু'একটি বই দেখিতেছি। 'বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহে' উপাসনাকে, স্মৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইয়াছেন। উপাসনায় যথেচ্ছ কল্পনার আশ্রয় লওয়া হয় কিন্তু স্মৃতিতে সেরূপ হয় না বলিয়াছেন। কিন্তু একবার অনুভব জাগিলে তাহার পুনঃ পুনঃ আবর্তনই কি যথার্থ উপাসনা নহে? তাহা কি স্মৃতিরূপ নয়?

গোপীবাবু সেদিন আর একটা দিক্ আলোচনার কথা বলিতেছিলেন। বিশ্বের মূলে কি Justice, না Redemption? Cosmic lawটা transgress করা যায় কিনা? শাপ বা বরের যে conception তার মূল কোথায়? অর্থাৎ নিরপরাধকে শাপ দিলে তাহা কার্যকরী হয় কিনা, অনধিকারীকেও বর দেওয়া চলে কিনা। বেদান্তসূত্রে তাঁহাতে বৈষম্য নাই, এই কথার দ্বারা injustice নাই—ইহা সূচিত হইয়াছে আর নৈর্ঘৃণ্য নাই, একথার দ্বারা নিষ্ঠুরতা নাই—ইহা ধ্বনিত হইয়াছে, indirectly করুণাই আছে বলা হইয়াছে। Justice দেখাইতে হইলে নিষ্ঠুর হইতে হয় কিনা, না Justice এর demand maintain করিয়া love বা করুণা। বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া দুইপক্ষে মতভেদ হইয়া গিয়াছে। হীনযানেরা জোর দিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মের উপর, তাঁরা ধর্মের প্রাধান্য খ্যাপন করেন, আর মহাযানেরা বুদ্ধের বা করুণার প্রাধান্য বলেন। উপনিষদ এ সম্বন্ধে কি বলেন?

শঙ্করভারতী 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের' যে টীকা করিয়াছেন তাহা কি ওখানের library-তে আছে? বইটি আনাইয়া রাখা উচিত। উহার introduction-এ তিনি বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ, কাশ্মীর তন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যবাদ ও শেষে বিবর্তবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিলাম, পড়িলে আনন্দ পাইবেন—'বিশ্বং চিদভিন্নমিত্যেকা দৃষ্টিঃ, চিন্ন বিশ্বাভিন্নেতি দ্বিতীয়া। তত্র আদ্যোন্মীলনে জগতি সত্যত্ববুদ্ধিঃ প্ররোহতি, দ্বিতীয়োন্মীলনে তু মিথ্যাত্বমতিঃ, দ্বয়োরেবোন্মীলনে তু চিদেবৈকা পরমার্থসতী তদন্যদসত্যমিতি নির্মলা মতিরিতি। এবঞ্চ স্বরূপেণ মিথ্যাভূতোঽপি প্রপঞ্চশ্চিদাত্মনা সত্য এব ইত্যভিপ্রায়েণ প্রামাণিক-গ্রন্থেষু ক্বচিৎ প্রপঞ্চে সত্যত্বমপ্যুচ্যমানং ন নঃ কিঞ্চিদ্বিরুণদ্ধি।'

'কেবলান্তরদৃষ্টিপ্রধানো বিজ্ঞানবাদী, উভয়দৃষ্টিপ্রধানস্তু শূন্যবাদী (অর্থাৎ তার মতে বাহ্য ও আন্তর উভয়ই শূন্য), দিব্যলোচনপ্রধানস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী (তন্ত্রবাদী), বিস্ফারিতলোচনত্রয়াস্তু বেদান্তিনঃ, আন্তর-বাহ্যপ্রপঞ্চমনবধীর্যৈব তাদৃশাদ্বৈতসরসি নিমজ্জনাৎ'।

এইসঙ্গে রমণমহর্ষির একটি প্রশ্নোত্তরের নকল পাঠাইতেছি। ইহাতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ অনুভূতির বড় সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গত মাসের 'বেদান্তকেশরী'তে বাহির হইয়াছে।

সতীশবাবু সেদিন আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। বলিলেন—'আপনার বাবার কোন খবরই তো আমায় বলেন না।' গান্ধিজী তাঁর পত্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছেন এবং পুনরায় জানাইয়াছেন যে তাঁর অন্তরে শান্তি নাই এবং যতদিন নিজের অন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন নোয়াখালী সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়া বুঝিতেছেন। লিখিয়াছেন: 'I am trying hard to reach that state'। সতীশবাবু শান্তির দুটা grade-এর কথা বলিতেছিলেন গীতা হইতে। একটি পরা শান্তি, অপর নৈষ্ঠিকী শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা লাভ হয় ব্রহ্মরূপ ব্যাপক সত্তায় প্রবেশের ফলে, অপর হয় প্রতি জীবের মধ্যে তাঁকে অনুভব করিতে পারিলে। গান্ধিজী এখনো কোনোটারই সন্ধান পান নাই।

Sahajasthiti

Sri Ramana Maharshi

By Prof D. S. Sarma.

Q :—In the lives of the Westerm mystics we find descriptions of what is called the mystic way with the three well-marked stages of purgation, illumination, union. The purgatory stage corresponds to what we call the Sadhana period. Was there any such period in the life of the Bhagavan (i. e. Ramana Maharshi) ?

A—I know no such period. I never performed any pranayama or japa. I know no mantras. I had no rules of meditation or contemplation. Even when I came to hear of such things later, I was never attracted by them. Even now my mind refuses to pay attention to them. Sadhana implies an object to be gained and the means of gaining it. What is there to be gained which we donot already possess ? In meditation, contemplation and concentration what we have to do is only not to think of anything but to be still. Then we shall be in our natural state. This natural state is given many names : moksa, jnana, atma etc. And these

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

give rise to many controversies. There was a time when I used to remain with my eyes closed. That does not mean that I was practising any Sadhana then. Even now I sometimes remain with my eyes closed. If people choose to say that I am doing some Sadhana at the moment, let them say so. It makes no difference to me. People seem to think that by practising some elaborate Sadhana the self would one day descend upon them as something very big and with tremendous glory and they would then have what is called 'Saksatkaram'. The self is 'Saksat' all right but there is no 'karam' or 'kritam' about it. The word 'karam' implies one's doing something. But the self is realised not by one's doing something but by one's refraining from doing anything, by remaining still and being simply what one really is.

২৯

কাশী

১৯. ৯. ৪৬

শ্রীচরণকমলেষু

উপাসনার প্রসঙ্গে লিখিতে লিখিতে একটা খটকা লাগিল। সাধারণতঃ যে বিভাগ উপাসনার করা হয়, যেমন প্রতীক ও অহংগ্রহ ইত্যাদি, এখানে প্রতীক ইত্যাদিতে কি object এরই প্রাধান্য এবং অহংগ্রহে subject এর প্রাধান্য? এ হিসাবে উদ্গীথ ইত্যাদি উপাসনাকে প্রতীক বলা হইয়াছে। তবে অহংগ্রহ উপাসনা কি কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আত্মেত্যেব উপাসীত' এইটি ? কিন্তু আবার দেখিতেছি বৃহদারণ্যকের উষাদি দৃষ্টির প্রসঙ্গে টীকাকারেরা বলিতেছেন, যেমন 'বার্তিকসারঃ'(শঙ্কা) নন্থ প্রতীকমেবাত্র বিরাড্‌বুদ্ধ্যা বিচিন্ত্যতে। ন প্রতীকে অহংগ্রহোঽস্তি সূত্রকারেণ বারণাৎ। (উত্তর) মৈবং, ফলং বিরাড্‌ভাবঃ শ্রুতঃ, সোঽহং গ্রহং বিনা ন সিধ্যেৎ ইত্যাদি (পৃ ১৮৩)। সুতরাং এখানে ইহাকে অহংগ্রহ রূপে ধরা হইল যদিও অশ্বরূপ প্রতীক রহিয়াছে। কিন্তু উপনিষদের উপাসনায় সর্বত্রই কি তদ্ভাবপ্রাপ্তিই লক্ষ্য নহে ? তাহা হইলে তো এই অশ্বের analogyতে সব উপাসনাই অহংগ্রহ উপাসনা হইয়া দাঁড়ায়। সে-ক্ষেত্রে উপনিষদের কোন্ উপাসনাকে কেবল প্রতীক বা আরোপ উপাসনা বলা যাইবে ? আর যদি আত্মাকেই উপাসনার object হিসাবে যেখানে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাকেই অহংগ্রহ উপাসনা বলা হয়, তাহা হইলে তদ্ভিন্নগুলিকে প্রতীক ইত্যাদি বলা যায়। এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বিদ্যাগুলির মধ্যেও দুটি বিশিষ্ট ধারা চোখে পড়িতেছে। একটা synthetic, অপর analytic। একটা খুঁজিতেছে সমন্বয়, অধ্যাত্ম ও অধিভূতের মধ্যে, আত্মা ও বিশ্বের মধ্যে। এই group-এ প্রধানতঃ পড়ে উদ্গীথ, মধু ও দহর বিদ্যা। অপর চলিয়াছে বিবেকমার্গ ধরিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া। যেমন পঞ্চকোষের বিবেক, ভার্গবী বারুণী বিদ্যা অথবা সুপ্ত পুরুষের বিচার বা সূর্যচন্দ্রাদি প্রকাশের বিচার। উভয় পথেরই লক্ষ্য এক, তবে ধারার পার্থক্য। ছান্দোগ্য প্রথম ধারার পরিপোষক, বৃহদারণ্যক দ্বিতীয় ধারার অনুবর্তী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০

কাশী

১২. ৮. ৪৭

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার স্নেহাশীর্বাদী পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম ও অনেক প্রেরণা লাভ করিলাম। বাস্তবিক এই সর্ববিলক্ষণ তত্ত্বের সকলেই আভাস পাইতেছেন কিন্তু কেহ যেন সেখানে ঠিক অধিরূঢ় হইতে বা টিঁকিতে পারিতেছেন না। তাই আবার একটা জোড়াতাড়া বা compromise এর চেষ্টায় ব্যাপৃত হইতেছেন, মূলে সমাধান যেন এড়াইয়া যাইতেছেন। Hocking এর Types of Philosophy বইটি অপূর্ব। আপনি কি দেখিয়াছেন? তিনিও দর্শনের বিভিন্ন স্তরগুলি অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়াছেন। Dualism হইতে আরম্ভ করিয়া Subjective Idealism, Objective Idealism, Realism, Neo-Realism বর্ণনা করিয়া চরমে Mysticismকে রাখিয়াছেন কিন্তু নিজের Conclusion বলিতে গিয়া আবার Objective Idealism বা Hegel এর মতবাদকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

Mysticism এর chapter আরম্ভ করিতে গিয়া তিনি বড় সুন্দর বলিয়াছেন— 'The realist in us looks at things with analytical eyes. As you believe in reason he admonishes us, you must believe in the results of reason. The atoms or other plural elements of the world are its realities, they are independent of each other and of the knowers. The idealist, he believes, is too much of a monist, and he is such because he allows too little finality to the findings of analytical intelligence.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

But the idealist has another critic within us who declares on the contrary that he, the idealist, analyses too much! For he still distinguishes between himself and the objects, between himself and other selves, between the Great Self and the finite selves of the universe. Perhaps the idealist is not monistic enough; and for the reason that he relies too exclusively on reason for the last word in his relationship with reality.

* * * * Even intuition which perceives the whole unique being of its living object with sympathetic intelligence may still hold the object as something different from the one who knows it. Idealism—even with the intuitions which lead to it—leave us unsatisfied, suffering with the Wound of Absence (cf. Jalaluddin Rumi—"All that is not one must ever suffer with the Wound of Absence"). There is so to speak, another stage of intuition, in which the sense of otherness drops away and the knower realises that he is identical with the inner being of his object.

Realism separates object and knower; **Idealism** holds that all objects belong to some knower; **Mysticism** holds that the objects and the knowers belong to each other—they are the same reality, they are one.

কিন্তু নিজে সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া Hocking আবার Idealism এর স্তরেই নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 'The law of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

alternation is a practical principle, perhaps the chief of practical principles. It declares that we cannot make out a good life either by exclusive contemplation of the one or by intelligent management of the many but that we must have both in the form of a rhythm, like the rhythm of work and play or of sleep and waking.'

সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মানব বুদ্ধি সেই পরমভূমির আভাস পাইলেও সেখানে নিবাস করিতে পারিতেছে না। তাই এইবার এই একত্ব ও আবার এই বহুত্ব, এই দুই pole-এর মধ্যে দোল খাইতেছে, একবার জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিতেছে, আবার ডাঙ্গা হইতে জলে পড়িতেছে। তাই সে উভচর হওয়াটাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিতেছে, এই উভয়ক্ষেত্রে সঞ্চরণকেই সর্বোত্তম লক্ষ্য বলিয়া ধরিতেছে, কিন্তু যথার্থ খেচর হইতে পারিতেছে না, উভয়ভূমির ঊর্ধ্বে যে মহাকাশ, 'পরমে ব্যোমন্' সেখানে যাইতে পারিতেছে না। তাই James তাঁর Pragmatism গ্রন্থে বড় সুন্দর বলিয়াছেন: 'We are like fishes swimming in the sea of sense, bounded above by the superior element, but unable to breathe it or penetrate it'। বেদান্ত সম্বন্ধেও James চমৎকার বলিয়াছেন: 'The paragon of all monistic systems is the Vedanta Philosophy of Hindustan. The method of Vedantism is the mystical method. You do not reason, but after going through a certain discipline you see and having seen, you can report the truth.'

কাল একটা জিনিষ হঠাৎ খুব পরিষ্কার হইয়া গেল। সেদিন গোপীবাবুর সঙ্গে Transcendence ও Immanence সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তাহাতে আমি বলিতেছিলাম যে উপনিষদে সর্বত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Immanence-এর through দিয়া transcendenceকে দেখান হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলিলেন 'তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু প্রথমে তুমি immanence পাচ্ছ কোথায়? আগে তো এই মায়া-রাজ্যকে ছাড়িয়া উঠিতে হইবে—তারপর তো সকলের মধ্যে তাঁর অনুভব ফুটিবে।' ইহাতে ক'দিন হইতে মনে একটা মহা খট্‌কা লাগিয়া ছিল, কারণ ভাবিয়া দেখিলাম যে সর্বত্র গোল লাগিতেছে Immanence and transcendence-এর priority লইয়া। বেদান্ত আগে immanence ও পরে transcendence-এর ক্রম দেখাইয়াছেন, আর বৈষ্ণববাদীরা আগে transcendence (অবশ্য ইহা বেদান্তের transcendence নহে) পরে immanence-এর ধারা দেখাইয়াছেন। ইহার সমাধান কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে তাই মনে হইল যে বৈষ্ণবেরাও মানিতেছেন যে মূলে 'জ্ঞানমদ্বয়ং', তারপর তিনি যেন নিজের স্বরূপে আনন্দ না পাইয়া যুগলরূপ হইলেন লীলারস আস্বাদনের জন্য, তাহা হইতেই এই অনন্ত বহুরূপের উদ্ভব। এখন ফেরার পথে আমরা এই বহু হইতে যখন মুখ ফিরাই, তখন প্রথম এই যুগলরূপেই নিশ্চয় পৌঁছাইব ও তারপর আবার সেই একত্বে। কিন্তু ফেরার ক্রমে বৈষ্ণবেরা এ ক্রম উল্‌টাইয়া দেন কেন? বহুর পরেই যেন এক ন্যাপাপোছা একত্বের মধ্যে পড়ি, তারপর আবার চিৎশক্তির উদ্ভবে যুগলরূপ ধরা পড়ে—এরূপ বলেন কেন? সুতরাং এখানেই একটা বিরাট গোঁজামিল আছে। সৃষ্টির পথে যে ক্রম, লয়ের পথে ঠিক সেই ক্রমই follow করা উচিত। অথচ তাহা করেন না কেন? এখানেই they commit a great fallacy, which leads to a delusion and a clouding of the issue.

তারপর মনে হইল, কিন্তু এরূপ একটা শান্ত অচল অক্ষর অবস্থার বর্ণনাও তো পাওয়া যাইতেছে। সাংখ্য তো এইরূপ একটা নিস্তরঙ্গ অবিকম্প অবস্থাকেই চরম লক্ষ্য বলিয়াছে, তবে তাহার কি কোন logical ভিত্তি নাই? ইহাতে মনে হইল যে সাংখ্যের এই শান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপাবস্থানটি গুণের রাজ্যেরই একটা স্তর। আমাদের স্বাভাবিক সত্তাটি এখন বিক্ষেপ বা মায়ার আবর্তের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। তাই ইহাকে কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে গেলে প্রথমত আমরা দুই ভূমিতে এই বিক্ষেপ-নিবৃত্তির আভাস পাই—এক সুপ্তিতে, অপর সমাধিতে। একটা হয় অব্যক্তে বিলীন হইলে, প্রকৃতি লয় হইলে, দ্বিতীয় হয় পুরুষের স্বরূপাবস্থানে। কিন্তু এ পুরুষ হইলেন সত্ত্বোপাধিযুক্ত। তাই এই apparent lull or quiescent stateটা আসে either by a neutralisation of the three antagonistic elements in the state of Avyakta or by an overpowering of the lower two elements by the higher. কিন্তু বেদান্তের মতে সৃষ্টির মূলে এরূপ বিরুদ্ধস্বভাবযুক্ত দুটি entity নাই যাহাদের বিচ্ছেদের বা পৃথক্‌করণের ফলে সৃষ্টি লয় করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির মূলে ঐ এক অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু অদ্বয় হইতে সৃষ্টি তো হয় না। তাই বলা হইয়াছে 'অর্দ্ধবৃগলমিব'—সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি দ্বৈতমিব, ঐ যুগলমিব, মিথুনমিব ভবতি। মূলে তিনি এক থাকিয়াও এই মিথুনরূপকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকে প্রকাশ করিয়া ধরেন। তাই বেদান্তের পথে বহুত্ব হইতে ফিরিলে সাংখ্যের মত অব্যক্তে বা সত্ত্বোপাধিযুক্ত পুরুষে গিয়া পড়িতে হয় না, গিয়া পড়ে একেবারে সেই অর্দ্ধনারীশ্বরের চরণে, সেই সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী 'যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং'এর পদতলে। তারপর শেষে একেবারে মূল অদ্বয়ে, যেটা Spinozaর neutralityও নয়, Hegel-এর synthesisও নয়, Kant-এর unknowableও নয়, Berkelyর mind মাত্রও নয়, Bergson-এর elan vitalও নয়—অথচ সবই তার অন্তর্ভুক্ত।

কাল এই তত্ত্বগুলি মনে আসাতে খুব আনন্দ হইল ও আপনার অশেষ কৃপাই এরূপ চিন্তার স্ফুরণ করাইয়া দিতেছে মনে করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১

কাশী

২৯. ৮. ৪৭

শ্রীচরণকমলেষু—

ত্রিপুরাতাপিনীর প্রথমভাগের শেষের অংশটি লইয়া ক'দিন আলোচনা হইল। এখানে ত্রিপুরার ধ্যান বড় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে 'তান্ হোবাচ ভগবান্' হইতে 'মহাত্রিপুরাং দেবীং ধ্যায়েৎ'—এই পর্যন্ত অংশে। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে দেবতা, মন্ত্র, ধাম ইত্যাদি সব কিছুর রচনা হয় বিন্দু হইতে। প্রথম চাই বিশুদ্ধ বিন্দুর পুষ্টি, ইহার সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন। ইহারই সাধন ব্রহ্মচর্য। কিন্তু কেবল বিন্দুস্থিরতাই যাদের লক্ষ্য তারা ঐ কৈবল্য অবস্থার মত একটা নির্মল প্রকাশময় অবস্থার মধ্যেই ডুবিয়া যায়। তাই শুধু বিন্দুর পুষ্টি করিলেই হইবে না, তাহার দ্বারা আবার গঠন বা রচনা করা চাই। সকল দিব্যরচনার মূল উপাদান ও নিমিত্ত হইতেছে এই বিন্দু। যেমন Geometryর মূলে point, এখানেও তদ্রূপ। ঐ বিন্দুই মধু, সোম বা অমৃত। সাধারণত বিন্দুস্থিরতা পর্যন্তই সব সাধনা পরিসমাপ্ত, কিন্তু আগমমার্গের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ঐ বিন্দুকে আবার কাজে লাগাইয়া দিব্য রচনা গড়িয়া তোলা।

শ্রীচক্রের মূলেও এই বিন্দু। ইহা দুইভাবে অঙ্কিত করা হয়—এক সৃষ্টিক্রমে, অপর সংহারক্রমে। একটায় বিন্দু হ'তে দলের দিকে গতি, অপরে দল হ'তে বিন্দুর দিকে। এই সবে ক্রমের ভিন্নতা হয় স্বরূপসত্তা বা আধার অনুসারে। ছন্দ অনুসারেই গুরু শিষ্যকে তদনুরূপ কর্ম দেন। ছন্দ লইয়াই ব্রহ্মবিদ্যা। শূদ্রের ছন্দ নাই—তাই সে বিদ্যাধিকারী নয়। যাহার ভিতর ছন্দ নাই অর্থাৎ বিদ্যার potentiality নাই, তাহাকে গুরু হাজার চেষ্টা করিয়াও কিছু দিতে পারেন না। গুরুর কাজ হইল potentiality কে উদ্বুদ্ধ করা, কিন্তু potentiality তিনি দিতে পারেন না, সেটা নিজের ভিতর থাকা চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক্, এখন মূলে রহিয়াছে 'সর্বে যূয়ং শ্রুত্বা'—এখন এই শ্রবণই হইল বিদ্যার মূল। শোনার পর ভিতরে লইয়া গিয়া সংরক্ষণ। কানের ভিতর দিয়া মরমে লইয়া যাওয়া আর বাহির না করা, ইহাই নিয়ম ও ক্রম। গুরু বাহির করিয়া দেন কর্ণে কিন্তু বাহিরের সঙ্গে যোগেই মালিন্য আসে। তাই আবার তাহাকে অন্তরে লইয়া যাইয়া, বিশুদ্ধ নির্মল করিয়া তুলিতে হয়। তাই 'শ্রুত্বা'র পর চাই 'হৃদয়ে নিধায়', অন্তরে সংস্থাপন। ইনি 'পূর্বাং' প্রথম আসেন পূর্ব হইতে, ইঁহার আবির্ভাব পূর্বে ও পরে উত্তরে। তাই প্রথম প্রাঙ্মুখ হইতে হয়। এই পূর্ব হইতে উত্তরে গতিকেই আয়ায়পরিবৃত্তি বলে। ইনিই 'কামাখ্যাং', ইনিই কামরূপা। কাম মানেই সর্বত্র রবি—কামাখ্যো রবিঃ—ইনি অগ্নি-সোমের সাম্যাবস্থা, ইনিই শব্দব্রহ্ম, 'রৌতি শব্দং করোতি ইতি রবিঃ'। ইহাকেই আবার বলা হইয়াছে 'তুরীয়রূপাং' ও 'তুরীয়াতীতাং'—with reference to তিন সে তুরীয় আর যখন reference থাকে না তখন তুরীয়াতীত। তত্ত্ব একই, শুধু reference ও absence of reference অনুসারেই দুইভাবে বলা হইয়াছে। ইনিই আবার 'সর্বোৎকটাং', সর্বোৎকৃষ্ট all-pervading জ্যোতি বা তেজ।

তারপর বলা হইল ইনিই 'সর্বমন্ত্রাসনগতাং' ও 'পীঠোপপীঠ-দেবতাপরিবৃতাং'। এই আসন ও পীঠতত্ত্ব বড় রহস্যময়। ইহাই তন্ত্রের মূল ভিত্তি। শিবাংশ ও শক্ত্যংশের মিলনে রচনা হয় পীঠ। শিব ও শক্তির সঙ্গম বা মিলন দুইরকমের হয়—কোথাও শক্তি প্রবল বা প্রধান হন, কোথাও শিব প্রধান হন। পুরুষ-প্রকৃতির মিলনকেও তাই দুই রকমে ভাগ করা হয়—কোথাও ইহা সমরত, কোথাও ইহা বিষমরত। যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতির উভয়ের শক্তি সমান সেখানে সমরত। আর যেখানে শক্তির তারতম্য বা ইতরবিশেষ সেখানে বিষমরত। এই বিষমরতের ক্ষেত্রে তাই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ চলিতে থাকে, শেষে যার শক্তি প্রবল সে অপরকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে। তাই প্রকৃতি-পুরুষের সাম্যদ্বারা পীঠ রচনা হয়, আর যাহা উদ্বৃত্ত বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিক অংশ থাকে তাহা তদুপরি দেবতারূপে স্থাপিত বা প্রকটিত হয়। সাম্যরূপে ব্রহ্মই পীঠ, তদুপরি দেবতা। যদি এ উদ্বৃত্ত অংশ শক্তি বা প্রকৃতি হয় তাহা হইলে স্ত্রী দেবতা, নতুবা পুরুষ দেবতার স্থাপন হয়।

ষট্‌চক্রও মূলত এইরূপ একই common principleএর উপর সাজান। মূলে ঐ সহস্রারের বিন্দু আর নীচে ঐ চতুষ্কোণ। ইহারই মধ্যে অনন্তরকমের স্তরবিন্যাস। আসলে ঐ বিন্দু ও চতুষ্কোণ ছাড়া কোন চক্রই হয় না বা হইতে পারে না। এই দুইটি জিনিষকে pre-suppose করিয়া লইয়াই সব চক্র অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। বিন্দু ও চতুষ্কোণই সকল চক্রের আধার বা basis।

ইনি আবার 'সকলকলাব্যাপিনীং'। Central কলা হইল বিন্দু-স্বরূপ, তাহা সব কলাতে ব্যাপ্ত। ইনি তাই অখণ্ড দেবতা, অপর সব খণ্ড দেবতা। যেমন ক খ এই ত্রিকোণে আমরা ক, খ, গকে খণ্ড দেবতা হিসাবে ধরিতে পারি, আর চ হইলেন ব্যাপিকা দেবতা, Central light, অন্যদেবতারা খণ্ডিত light। অখণ্ড দেবতা কিন্তু সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, খণ্ডকে ছাড়িয়া তাঁকে অখণ্ড হইতে হয় না। খণ্ডের মধ্যেও তাঁর অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যেমন একজন বাঙ্গালী বলিয়া যে ভারতীয় হইতে পারিবে না, এমন কথা নাই, কারণ বাঙ্গালীও ভারতীয়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখিলে সে বাঙ্গালী, আবার অখণ্ড দৃষ্টিতে সে ভারতীয়।

এখন এই কলার বিকাশটা চলে ধাপে ধাপে, ক্রমে ক্রমে। প্রকাশ ও বিকাশের distinction বড় সুন্দর। বিকাশ হইল ক্রমিক আর প্রকাশ হইল অক্রম। বিকাশটা হয় কালে আর প্রকাশটা হয় ক্ষণে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিকাশটা পূর্ণ না হইলে প্রকাশটা ফোটে না। কর্মটা শেষ বা সম্পূর্ণ হইলে জ্ঞানটা revealed হয়। যেমন শব্দজ্ঞানে গো-পা-ল, এখানে যতক্ষণ 'ল' পর্যন্ত বলাটা শেষ না হইতেছে, ততক্ষণ বুঝিবার কোন উপায় নাই কী অর্থটা প্রকাশ করিবে শব্দ। তাই একেবারে last limit-এ আসিলে তবে প্রকাশটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি হইয়া পড়ে। যেমন গর্ভে থাকিতে হয় দশমাস কালব্যাপী, সেখানে ক্রমে ক্রমে দেহের গঠন, পুষ্টি আদি চলিতে থাকে, শেষে জন্মটা হয় একক্ষণে। ইহা ঠিক যেন unveiling-এর মত। পর্দার আড়ালে জিনিষটা তৈয়ারী হইয়া আছে, শুধু আবরণটা সরাইলেই তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই কলার বিকাশটা ক্রম ধরিয়া হইয়া থাকে, আর প্রকাশটা অক্রমে ক্ষণমধ্যে হইয়া পড়ে।

এইভাবে সকল কলার পূর্ণ বিকাশের সূচনা কিসে পাওয়া যায়? না—ঐ 'সামোদাং'—কি যেন একটা দিব্য সুরভি ভাসিয়া আসে ও তাহাই প্রথমে দেবীর আবির্ভাব সূচিত করে। তারপরই যেন উড়িয়া আসে তার পরাগ—'সপরাগাং'—শেষে পরাগ যেখান হইতে আসিতেছিল—সেই কর্ণিকা বা centre-এ একেবারে 'সহৃদয়াং'-এতে পৌঁছান যায়। আর এই হৃদয়েই নিহিত আছে মধু বা অমৃত—তাই পরেই আসিল 'সামৃতাং'। এ অমৃত শুধু ছিটেফোটা নয়—একেবারে 'সকলাং' কলায় কলায়, কাণায় কাণায় পূর্ণ অমৃত। তাই এ দেবী নিষ্কলা ন'ন, 'সকলা'—যেহেতু সকলা সেই হেতু আবার 'সেন্দ্রিয়াং', সমস্ত ইন্দ্রিয় বা করণবর্গ সংযুক্ত অর্থাৎ অরূপ অব্যয় নন, একেবারে সর্বেন্দ্রিয়ের গোচর পরম প্রত্যক্ষ তাঁর রূপ। আর তিনি 'সদোদিতাং' as opposed to শান্তোদিতা। শান্তোদিতায় আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, সদোদিতার তিরোভাব নাই।

ত্রিপুরার এই প্রথম partটা শেষ করিয়া এখন রাখিয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে অভিনব গুপ্তের 'তন্ত্রসার' বইটি সুরু করা হইয়াছে। ইহাতে তন্ত্রের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বলা আছে। ইহা পড়িয়া লইলে ত্রিপুরার বাকী অংশ বোঝার সুবিধা হইবে। তাই এটা পড়িয়া আবার পরে ত্রিপুরার আলোচনা করা যাইবে। তন্ত্রসারের যাহা আলোচনা হইয়াছে পরে লিখিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩২

কাশী

১২. ৯. ৪৭

শ্রীচরণকমলেষু

অভিনব গুপ্তের 'তন্ত্রসার'টি বড় অপূর্ব গ্রন্থ। ক'দিন খুব সুন্দর আলোচনা চলিতেছে। তন্ত্র ও বেদান্তের মতবাদ এত সজাতীয় যে দুইয়ের পার্থক্য ধারণা করা বা বিশ্লেষণ করিয়া বাহির করা গভীর ধ্যান-সাপেক্ষ। তেমনি ইতিমধ্যে ভর্তৃপ্রপঞ্চের সম্বন্ধে Hiriyanaর একটি পুরাতন article সংগ্রহ করিয়া পড়িলাম। ইহাও বড় interesting ও অনেক নূতন materials পাওয়া গেল। এই ভর্তৃপ্রপঞ্চকেই শঙ্কর বারম্বার খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার বৃহদারণ্যকের উপর বিরাট ভাষ্য ছিল, যাহা শঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষাও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন কিছুই পাওয়া যায় না। ইনি শ্রীঅরবিন্দের মত জগৎ সত্যবাদী অথচ অদ্বয়বাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা হইল সুরেশ্বর তাঁহার বার্তিকে নাকি বহুস্থানে বলিয়াছেন যে ভর্তৃপ্রপঞ্চের মত শঙ্করের সঙ্গে in effect the same এবং সুরেশ্বর তাঁহাকেও বিবর্তবাদীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, এ বিষয়ে বার্তিকের পৃঃ ৬৬৬ ও ১১৬৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। ভর্তৃপ্রপঞ্চের একটি কথা খুব striking ও বিশেষভাবে মনে লাগিল এবং যে কথাটি আপনিও প্রায় বলিয়া থাকেন। সেটি হইতেছে যে, সকল বেদান্তী এ সম্বন্ধে একমত যে বৈরাগ্য ব্যতিরেকে মুক্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই বৈরাগ্য উৎপাদন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তথাকথিত শঙ্করবাদীরা বলেন, দোষদর্শনের ফলে বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে হইবে। আর ভর্তৃপ্রপঞ্চ বলেন যে, ভোগের পরিপূর্ণতার ফলেই বৈরাগ্য জন্মে। ইহার অপর নাম কামপ্রধ্বংসবাদ। (এ বিষয়ে বার্তিক পৃঃ ১০৬ ও শ্লোক ৩৪৩ দ্রষ্টব্য)। তবে সব কামনা তো ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিয়া চলা অসম্ভব মনে হয়। তাই there is another course open to us according to the Upanisads

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and that is by attaining and in that state participating in universal life. Nobody according to Bh. Prapanca can acquire genuine virakti who has not reached this state (see Vartika p. 778, stanza 1761). Hence the first aim of a person that is desirous of liberation is to strive to reach this stage, by identifying himself, through upasana as taught in the Upanisads, with the Sutra or Hiranyagarbha and carrying on simultaneously the nitya karma enjoined in the scripture.

Hiriyanar articleটি সব নকল করিয়া লইয়াছি। তিনি আগাগোড়া বার্তিকের reference দিয়াছেন, সে অংশগুলি বার্তিক হইতে ইতিমধ্যে দেখিবার ইচ্ছা আছে।

আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভর্তৃপ্রপঞ্চ এই হিরণ্যগর্ভ অবস্থা-প্রাপ্তিকে মুক্তি বা মোক্ষ আখ্যা দেন নাই। ইহাকে 'অপবর্গাখ্যাং অন্তরালাবস্থাং' বলিয়াছেন। কারণ তাঁর মতেও এখানে আসঙ্গ বা আসক্তি হইতে মুক্তি হয় বটে কিন্তু তখনো অবিদ্যা হইতে মুক্তি হয় না। তাই যথার্থ মোক্ষ বা মুক্তি ইহারও পরে। এগুলি বড় সুন্দর লাগিল।

অভিনব গুপ্ত প্রথমেই জীবের পশুত্বের কারণ লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। পশুত্বের কারণ হইতেছে অজ্ঞান। এখন এই অজ্ঞান দুইরকম—এক বৌদ্ধ অজ্ঞান, দ্বিতীয় পৌরুষ অজ্ঞান। বুদ্ধিগত অজ্ঞানের স্বরূপ হইতেছে বিপর্যয় বা বিপরীত জ্ঞান, 'অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধি'-রূপ। ইহা কাটে যথার্থ জ্ঞানের ফলে। কিন্তু পৌরুষ অজ্ঞান হইতেছে বিকল্পাত্মক। ইহা কাটাইবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহার একমাত্র উপায় দীক্ষা, কারণ এ অজ্ঞানটা জীবকৃত নয়, ইহা শিবকৃত। তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ এই অজ্ঞানের আবরণ পরিয়া পশু সাজিয়াছেন। তাই আবার তাঁর ইচ্ছামত এ আবরণ না সরাইলে হাজার ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণকে পূজা করিলে বা যোগ-তপস্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানধারণা করিলেও এ আবরণ সরিবার নয়। যিনি নিজেকে নিগ্রহ করিয়া (পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ) পশু হইয়াছেন—তিনিই আবার অনুগ্রহ করিয়া নিজের স্বরূপগত আবরণ না সরাইলে শিবত্ব ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। এই তাঁর অনুগ্রহশক্তির নামই দীক্ষা এবং তাহার ফলে বিকল্প সরিয়া গেলে আত্মার যে নির্বিকল্প অবস্থা ফুটিয়া উঠে, তাহাই যথার্থ শিবাবস্থা।

এখন এই শিবের স্বরূপই হইল প্রকাশ। এ কেমন প্রকাশ? না স্বয়ংপ্রকাশ। এই স্বয়ংপ্রকাশত্বের লক্ষণ কি? না নিজের প্রকাশমানতাতে অন্যনিরপেক্ষতাই স্বয়ংপ্রকাশত্ব। এই অন্য-নিরপেক্ষতাকেই তন্ত্র স্বাতন্ত্র্য আখ্যা দেন। এই স্বাতন্ত্র্য শিবের স্বভাবসিদ্ধ। প্রকাশ পরতন্ত্র নয়, স্বতন্ত্র, প্রকাশ্যতা পরতন্ত্র। তাই প্রকাশ মানেই স্বয়ংপ্রকাশ। আবার প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যও নয়, প্রকাশই স্বাতন্ত্র্য—একই বস্তু। প্রকাশের চেয়ে wider কোন জিনিষ হইতে পারে না—ইহা প্রত্যেকের মধ্যে আছে। দেশ-কাল-বস্তু সব তার অন্তর্ভুক্ত। তাই নীলপীতাদি এগুলি স্বরূপ নয়, স্বরূপ হইল প্রকাশমাত্র—যেটা প্রত্যেকের মধ্যে আছে। তাই সে সাকার হইয়াও নিরাকার, সর্বাকার হইয়াও অনাকার। তাকে আকার ছাড়িয়া নিরাকার হইতে হয় না। সে কোন পরিচ্ছেদের মধ্যে আসে না; এমনি অপরিচ্ছিন্ন সে প্রকাশ। তার অবচ্ছেদক কেউ নাই অথচ নিজেকে স্বেচ্ছাক্রমে স্বাতন্ত্র্যবশত অবচ্ছিন্ন করেন। আবার স্বাতন্ত্র্যবশতই অবচ্ছেদ উঠাইয়া লন। আনন্দ-শক্তির লক্ষণই হইল স্বতন্ত্রতা, নিরপেক্ষতা। তাই নিরপেক্ষ বলিলেই আনন্দটা বুঝিতে বা ধরিতে হইবে। অর্থাৎ এই নিরপেক্ষতা বা স্বাতন্ত্র্যটা তন্ত্রমতে শক্তিনিষ্ঠ। আবার পূর্বেই বলিয়াছি নিরপেক্ষতা ও প্রকাশতা দুটা আলাদা জিনিষও নয়। ঐ 'স্বো ভাবঃ' এর মত একই বস্তু। তাই নিরপেক্ষ প্রকাশ মানেই শিবশক্তিসামরস্য। সেইজন্য স্বাতন্ত্র্যহীন প্রকাশ প্রকাশপদবাচ্যই নয়, তাহা জড়। তাই শক্তিহীন শিব শবমাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ত্রমতে তাই জড় বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, শক্তির সুপ্তি ও জাগরণবশতই চৈতন্য ও জড় এই দুই আখ্যা দেওয়া হয়। নতুবা প্রকাশ সর্বত্রই একরূপ। শক্তির দ্বিবিধ রূপ—কোথাও বা কখনো সুপ্ত, কখনো বা জাগ্রত। তাই চৈতন্যটা, প্রকাশ ও শক্তির যোগে, সৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকাশটা সর্বনিরপেক্ষ বস্তু।

এখন এই পরম প্রকাশ নিজের স্বাতন্ত্র্যবশেই এই পরিচ্ছেদ গ্রহণ করেন, আবার উঠাইয়াও লন॥ স্বাতন্ত্র্যবশে কখনো তাই বিনা উপায়েও পরিচ্ছেদ উঠান হইতে পারে। আবার কখনো স্বাতন্ত্র্যবশতই উপায় অবলম্বন করিয়াই পরিচ্ছেদ উঠান হয়। প্রথম প্রক্রিয়ার নাম অনুপায়, আর উপায়ের মধ্যে তিন বিভাগ—শাম্ভবোপায়, শাক্তোপায় ও আণবোপায়। অনুপায়ে যে একেবারে উপায় কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না, তাহা নহে। অনুপায় মানে অল্প উপায় মাত্র দ্বারা প্রাপ্তি। অর্থাৎ একটু উপলক্ষ্য বা নিমিত্ত চাই-ই এবং সেই উপলক্ষ্যটি হইতেছে গুরুবাক্য। গুরুবাক্য বা মহাবাক্য ব্যতিরেকে কিছুতেই পরিচ্ছেদ অপনয়ন হইতে পারে না। দুটি জিনিষ চাই ঃ গুরুবচন ও বিবেচন। বিবেচন দু'রকম—একটা স্বতঃস্ফূর্ত, অপর বাহিরের সাহায্য হইতে পরিস্ফুটিত, অর্থাৎ একটা নিরপেক্ষ, অপর সাপেক্ষ। গুরুবচনটা হইল অধিকরণ—যার through দিয়া ভগবৎশক্তিটা কাজ করে। এই শক্তিপাতটাই হইল মূল জিনিষ। যেখানে শক্তিপাত নাই, সেখানে গুরুবাক্যের অবধারণও হয় না, বিবেচনও ফোটে না। এই শক্তিপাত মৃদু, মধ্য, তীব্র ভেদে নয় প্রকার। তার মধ্যে তীব্রতীব্রের পক্ষেই অনুপায়ে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোধ জাগিয়া উঠে গুরুবাক্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। তাই অভিনব গুপ্ত বড় সুন্দর বলিয়াছেন—

উপায়জালং ন শিবং প্রকাশয়েদ্
ঘটেন কিং ভাতি সহস্রদীধিতিঃ।
বিবেচয়ন্নিত্থমুদারদর্শনঃ
স্বয়ংপ্রকাশং শিবমাবিশেৎ ক্ষণাৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইদং দ্বৈতময়ং ভেদ ইদমদ্বৈতমিত্যপি
প্রকাশবপুরেবায়ং ভাসতে পরমেশ্বরঃ।
অনুপায়ং হি যদ্রূপং কোঽর্থো দেশনয়াত্র বৈ
সকৃৎ স্যাদ্দেশনা পশ্চাদনুপায়ত্বমুচ্যতে।
(সকৃদিতি—ন পুনরুপায়ানুভবঃ পৌনঃপুণ্যেন ইত্যর্থঃ)
যদুক্তম্—উপায়ৈর্ন শিবো ভাতি ভান্তি তে তৎপ্রসাদতঃ
স এবাহং স্বপ্রকাশো ভাসে বিশ্বস্বরূপকঃ।
ইত্যাকর্ণ্য গুরোর্বাক্যং সকৃৎ কেচন নিশ্চিতাঃ
বিনা ভূয়োঽনুসন্ধানং ভান্তি সংবিন্ময়াঃ স্থিতাঃ।

ইহার পর বর্ণমালার তত্ত্বগুলি বড় সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন—তাহা পরে লিখিব। গোপীবাবু আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

৩৩

কাশী
৩০. ৯. ৪৭

শ্রীচরণকমলেষু—

ইতিপূর্বে অনুপায় মার্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছি। ইহার পর হইল শাম্ভবোপায়—ওখানে যেমন কোন কিছুর অপেক্ষা ছিল না, এখানে কিন্তু একটা অপেক্ষা আছে—ইহাই হইল স্বাতন্ত্র্যশক্তির আশ্রয়। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা বড় সুন্দর লাগিল। সৎ ও চিৎ দুটাই reality-র aspect হইলেও চিৎটাই হইল fundamental। শুদ্ধ চিৎ অন্যের উপর নির্ভর করে না। সৎ কিন্তু চিতের সঙ্গে যোগেই প্রকাশ পায়, নতুবা প্রকাশিত হয় না—অতএব তাহা প্রতিবিম্ব। তাই মূল জিনিষটা চিৎ, তারপর সৎ প্রকাশ পায়। ইহা চিতের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বহুরূপে প্রতিভাস ছাড়া আর কিছু নয়। এখন প্রশ্ন আসে যে, সৎকে যখন প্রতিবিম্ব বলা হইল, তখন চিৎকে বিম্বস্থানীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া ধরিতে হয়। তাহা হইলে এই সতের বা বহুত্বের অনুরূপ original কি সব চিতের বিম্বের মধ্যে আছে, যাহা reflected হইতেছে? নতুবা প্রতিবিম্বে তাহা আসিল কোথা হইতে? এখানে তাই বলা হইল যে জড়ে বিম্ব ছাড়া প্রতিবিম্ব হয় না, কিন্তু চিতে বিম্ব ছাড়াই, বিম্বনিরপেক্ষভাবেই হয়। পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তি বিম্ব-নিরপেক্ষভাবেই প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। জড়ের স্বাতন্ত্র্যশক্তি নাই, তাই বিম্ব ছাড়া প্রতিবিম্ব করিতে পারে না—ইহাই বৈলক্ষণ্য।

এই স্বাতন্ত্র্যশক্তি বা আমর্শনশূন্য হইয়া কখনো চিৎ থাকে না। চিৎ আছে অথচ আমর্শন নাই, contradiction in terms। আমর্শ জাগিয়া থাকিলেই চিৎ, সুপ্ত থাকিলে জড়। জড় ও চিৎ তাই একই বস্তু—কেবল শক্তির বা আমর্শনের উদ্বোধ বা অনুদ্বোধ অনুসারে দুই নাম। শক্তিবিরহিত চিৎ কোথাও নাই, তবে কোথাও তাহা সুপ্ত কোথাও জাগ্রত। এখন পরনাদই হইলেন গুরু বা শব্দব্রহ্ম—ইনিই যথার্থ আমর্শন। ইঁহারই পরিচয় বিস্তৃতভাবে পাই বর্ণমালার মধ্যে।

পাণিনির প্রথম সূত্রই হইল 'অইউণ্'—যাহা শিবের ডমরু হইতে প্রথম ধ্বনিত হইয়া বাহির হইয়াছিল। ইহার রহস্য এতদিনে ধরা গেল। অ-ই-উ ইহারাই হইল মূল 'তিস্রো শক্তয়ঃ', তিনটি শক্তি। ইহাই মূল ত্রিকোণ। ইহার পরেই বা নীচেই ভেদরাজ্য। এখন 'অ' হইল 'অনুত্তর' বা চিৎ transcendent। 'ই' হইল 'ইচ্ছা' আর 'উ' হইল 'উন্মেষ'। এই তিনের elongation বা মাত্রাবৃদ্ধিতেই সৃষ্ট হয় 'আ' 'ঈ' 'ঊ'। 'আ' হইল আনন্দ। যিনি অনুত্তররূপে নিজের স্বরূপে ডুবিয়াছিলেন, তিনিই যেন নিজেকে project করিয়া আবার নিজেতে ফিরিয়া আসিলেন। তাই অনুত্তরে বিশ্রামই বা return-ই, ঐ circuit complete করাটাই আনন্দ। যেখানে start সেখানে ফিরিয়া আসা। নিজের থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখা। তাই আনন্দই হইল যুগল অবস্থা—পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্। আবার আনন্দের overflow থেকেই 'ই' বা ইচ্ছার সৃষ্টি। আনন্দের মাত্রা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection; Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধিতে যেন চ্যুতি ঘটে। তাই ইচ্ছা সর্বত্র আনন্দকেই চায়। ইচ্ছাই হইল clue বা beacon light, যাহা জানাইয়া দেয় যে কি একটা পরিপূর্ণতা হইতে যেন চ্যুত হইয়া পড়িয়াছি, আবার সেখানে ফিরিতে হইবে। ইচ্ছার বিষয়ই হইল 'ইষ্ট', তাই সকলেই খুঁজিতেছে ঐ ইষ্টদেবকে, ঐ যুগলকে, ঐ আনন্দকে। এই ইচ্ছাশক্তিই বৈষ্ণবের যোগমায়া পৌর্ণমাসী। ইচ্ছাতে বিষয় চাই-ই—তাহা কোথাও অপৃথক্, কোথাও পৃথক্‌রূপে থাকে। এই বিষয়ের differentiation করে জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে ভেদ নাই, ভেদবোধের মূলে অজ্ঞান। সেখানে চাই ক্রিয়া, আবার ভেদ মিটাইবার জন্য। সাধারণত বলা হয় জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া, কিন্তু তন্ত্রমতে ইচ্ছা-জ্ঞান-কৃতি—এই order। এই ইচ্ছার আবার ইচ্ছাতেই বিশ্রাম হইলে ফুটিয়া উঠে 'ঈ', ঈশন বা ঐশ্বর্য। এইখানে এত নীচে আসিয়া ঈশ্বরের ভূমি। তাই সৃষ্টির মূলে সাধারণত যে ঈশ্বরকে ধরা হয়—সেটা অনেক নীচের কথা। সৃষ্টির মূলটা ঐ 'আ' বা আনন্দ হইতে। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব'……ইত্যাদি।

ইহার পর 'উ' বা উন্মেষ। জ্ঞাতাই জ্ঞেয়াকারে যখন প্রকাশ হয় তখন উন্মেষ। জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয় নাই—এই idealism-এর বীজ এইখানে। এখানে 'বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং' অবস্থা, সবটা 'নিজান্তর্গতং'। এই উন্মেষের আবার মাত্রাবৃদ্ধিতে বা নিজেতে আসিয়া বিশ্রান্তিতে ফুটে 'ঊ' বা ঊর্মি। এখানে অনন্ত তরঙ্গভঙ্গের বিশাল লহরী।

এই মূল অ-ই-উ এবং তাহাদের দীর্ঘ রূপটি হইতে আমরা সৃষ্টির পরিপূর্ণ ছবিটি পাইলাম। এখানে দুটি triangle। একটা অ-ই-উ, অপর আ-ঈ-ঊ—ইহাদের মধ্যে একটা প্রকাশ-প্রধান—ইহা সূর্য, দ্বিতীয় আহ্লাদ-প্রধান—ইহা সোম। তারপর ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অগ্নি। তাই অগ্নি ছাড়া কর্ম হয় না। এই অগ্নির প্রতীক হইলেন 'ঋ' বা 'র' এবং এই ক্রিয়ার বিশ্রাম বা স্তম্ভনে আসিল 'ঌ' বা 'ল' বা পৃথ্বী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-ঐ-ও-ঔ—এই চারিটি হইল ক্রিয়াশক্তি। এখানেই সব জিনিষটা বাহির হইয়া আসিল, বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল—ইহাই মায়ার কার্য। এইগুলি আবার mixed product—অ বা আ + ই বা ঈ-র যোগে 'এ' হয়, তদ্রূপ অ বা আ + উ বা ঊ-র যোগে 'ও' হয়। তাই এ-কার চাররকমে হয়ঃ অনুত্তর + ইচ্ছা, আনন্দ + ইচ্ছা, অনুত্তর + ঈশন, আনন্দ + ঈশন এই combination-এর ফলে। সেইরূপ ওকারও অনুত্তর + উন্মেষ, আনন্দ + উন্মেষ, অনুত্তর + ঊর্মি, আনন্দ + ঊর্মি—এইরূপে সৃষ্ট হয়। আমাদের সংস্কৃত বর্ণমালায় এছাড়া আরো দুটি ধরা হয়—অং ও অঃ। ক্রিয়াটা complete হইয়া আবার অনুত্তরে ফিরিয়া গেলে হয় 'অম্'। তারপর বিসর্গ বা স্ফুরণ হইল 'অঃ'। এই বিসর্গশক্তিই সৃষ্টির মূলে—ইহারই অপর নাম কৌলিকীশক্তি, আর কুলেশ্বর হইলেন 'অ' বা অনুত্তর। এই 'অকারাদিবিসর্গান্তং'ই হইলেন 'শিবতত্ত্বম্'।

ইহার পর আসিল ব্যঞ্জন। এই ব্যঞ্জন হইল যোনি এবং স্বর হইল বীজ। ইহাদের এক একটি বর্গ অকারাদি হইতেই বাহির হইয়া আসিয়াছে। যথা—অনুত্তর হইতেই ক-বর্গ, শ্রদ্ধারূপ অকর্মক ইচ্ছা হইতে চ-বর্গ, সকর্মক ইচ্ছা হইতে ট-বর্গ ও ত-বর্গ, উন্মেষ হইতে প-বর্গ, ইচ্ছা হইতে য-র-ল, উন্মেষ থেকে ব, ইচ্ছা থেকে শ-ষ-স, বিসর্গ থেকে হ এবং শেষে যোনিসংসর্গ হতে ক্ষ। এই 'ক্ষ'কে বলে চক্রেশ্বর বা বর্ণমালার মেরুস্বরূপ।

এখন ক-বর্গের পাঁচটি হইল গন্ধ তন্মাত্রাদিপঞ্চক। ট-বর্গ হইল পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। ত-বর্গ হইল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। প-বর্গ হইল মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি, পুরুষ—এই পঞ্চক। য-র-ল-ব হইল রাগ, বিদ্যা, কলা ও মায়া। বিসর্গ আবার ত্রিবিধ—আণব, ইহা চিত্তের সংবোধরূপ, শাম্ভব—চিত্তের প্রলয়রূপ। বিশ্বের উৎপত্তিতে ভগবানের মূলশক্তিই বিসর্গ।

তাহা হইলে মোটমাট হইল নববর্গ—অবর্গ ও কাদি পঞ্চবর্গ—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যড্‌বর্গ এবং যবর্গ, সবর্গ ও ক্ষ—এই নয়। কিন্তু 'বস্তুতস্তু ষড়েব পরামর্শাঃ' ; তাহা হইতেছে—অ-ই-উ এবং আ-ঈ-ঊ। ইহারাই আবার 'প্রসরণ-প্রতিসঞ্চরণযোগেন' হয় দ্বাদশ। বর্ণগুলি কিন্তু শরীরমাত্র-রূপ, mere dead forms। শুদ্ধ পরামর্শের দ্বারা তার পুনরুজ্জীবন হইলে তবে তাহা সবীর্য হয়। ইহারই নাম মন্ত্রচৈতন্য, নতুবা অক্ষরাবৃত্তিই সার।

এখন এই শব্দ আসিতেছে বিন্দুর ক্ষোভ হইতে। এই বিন্দুই চিদাকাশ—তাহা ক্ষুব্ধ হইলেই শব্দ হয়। এই শব্দই সমস্ত বিকল্পের কারণ। তাই ইহাদের বলা হয় 'পশুমাতরঃ'—ইহারাই বন্ধনের বা পশুত্বের মূল কারণ। যতদিন জিনিষটি বিন্দুরূপে থাকে ততদিন এই মৃত্যুর রাজ্যে পড়িতে হয় না। কিন্তু তারপর বিসর্গ আকার ধারণ করিলেই মৃত্যুমধ্যে পতিত হয়। তাই বিন্দুর উপরে হইলেন শিব, আর বিসর্গের নীচে হইল জীব। এখন জীব আবার শিব হইবে কিরূপে? প্রথম সেইজন্য তাহাকে পাইতে হইবে বিন্দুকে বা সে আর বিন্দুকে ভাঙ্গিতে বা বিসর্গরূপ ধারণ করিতে দিবে না। ইহাই 'বিন্দুধারণ' বা ব্রহ্মচর্যের মূল লক্ষ্য—কারণ, সে বুঝিয়াছে যে 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ'। বিন্দুস্থির বা ব্রহ্মচর্য, প্রাণস্থির বা কুম্ভক, মনস্থির বা নির্বিকল্প, সকলের মূল লক্ষ্যটা তাই এইখানে। এই বিন্দুতে বা point-এ উপর হইতে অবিরাম অমৃতের অবিচ্ছিন্ন ধারা আসিয়া পড়িতেছে। উহা আসিতেছে চন্দ্র হইতে। এই চন্দ্রই মন কিন্তু নীচে আসিয়াই উহা বিক্ষিপ্ত বা সবিকল্প হইয়া পড়ে। এই অমৃতের ধারা আসিয়া শেষে ঝরিয়া পড়িতেছে নাভিরূপ অগ্নিকুণ্ডে। ইহাই প্রকৃতির অগ্নিহোত্র, অবিরাম চলিয়াছে। এই অগ্নি সোমকে বা অমৃতকে শুষিয়া লইতেছেন—তাই শেষে আসিয়া মৃত্যু ঘিরিয়া ধরিতেছে, অমৃতক্ষয়ের ফলে।

এখন এই মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কি করা প্রয়োজন? না, মূলে যেখান হইতে এই বিন্দু ঝরিয়া নীচে পড়িতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার দ্বারগুলি রোধ করা। পাঁচটি স্থান দিয়া এই অমৃত বা নাদ চারদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই পাঁচটি স্থান কণ্ঠগহ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরে ওষ্ঠ পর্যন্ত, যথাক্রমে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ। সেইজন্য এই পঞ্চস্থান অবরুদ্ধ হইলে যথার্থ অমৃতটি পাওয়া যায়। ইহাই খেচরীর মূল secret, জপকালেও এই পঞ্চস্থান রোধ হইলে তবে যথার্থ জপ হয়। এইজন্যই মানসজপের শ্রেষ্ঠতা, কারণ বাহ্যবায়ুর সঙ্গে যোগ হইলেই জিনিষ মলিন হইয়া যায়, তাহা হইতে না দিয়া যদি current-টা ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার সে নিজের source-এ ফিরিয়া যায়। ওষ্ঠ ও দন্ত পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রোধ করিতে হয় এবং জিহ্বা দ্বারা তালু ও মূর্ধা রুদ্ধ করিতে হয়। এই জিহ্বার মধ্যেই অসংখ্য সূক্ষ্মতন্তু আছে যাহা সমস্ত conscious process চালনা করে। তাই জিহ্বাকে সরস্বতী নাড়ী বলে। এ প্রসঙ্গে পাতঞ্জলে 'বিষয়বতী প্রবৃত্তি'র সূত্রে জিহ্বাগ্রে, জিহ্বামধ্যে ও জিহ্বামূলে যে কত জিনিষ আছে বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। দিব্যরূপও ইহারই মধ্যে, তাই রূপের স্ফুরণও এখান হইতেই হয়। এই পরিপূর্ণ অবরোধ যথার্থভাবে হইলেই তখন ঠিক ঠিক মৌন অবস্থা আসে, ইহাই মনের নির্বিকল্প অবস্থা। অন্য মৌন কেবল বৃথা বাক্‌রোধ মাত্র।

আপনার আশীর্বাদে বর্ণমালার এই তত্ত্বগুলি শুনিতে শুনিতে মনে এক অপূর্ব আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। প্রত্যাবর্তনের ধারা হয়তো এখনো ঠিক ঠিক ধরা হয় নাই, কিন্তু তবু এই সব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে যেন মনে হয় এ সব ভূমির মধ্য দিয়াই এখানে নামিয়া আসিয়াছি—এ যেন অতি পরিচিত। এই আনন্দের চ্যুতিতেই যেন এই ইচ্ছার সহস্র ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ও তাকেই আবার খুঁজিতেছি। তাই এসব কথা শুনিতে শুনিতে যেন ঐ nostalgia স্বতঃসিদ্ধভাবে জাগিয়া উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪

কাশী

৩০. ১১. ৪৭

শ্রীচরণকমলেষু—

নিস্তব্ধতার মধ্যেও এক পরম মাদকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবে 'একাকী ন রমতে' এ বোধ ফুটিয়া উঠে কেন? আবার কোলাহলের মুখরতায় আকৃষ্ট হয় কেন? তবে কি alternationই এই দ্বৈতাদ্বৈতই 'শ্যামাৎ শবলং শবলাৎ শ্যামং'ই তত্ত্বের স্বরূপ? কর্মের প্রবাহই মানুষকে বাহিরে টানিয়া আনে, স্বরূপ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া আসে। নতুবা এক অবিচল স্থিতি লাভ করা সম্ভব হইত। আপনার শ্রীচরণতল হইতে কর্মযোগে দূরে চলিয়া আসিতে হওয়ায় তাই উদ্ধবের কথাই মনে আসিতেছিল:

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোঽন্যৎ সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্।
বিদ্রাবিতো মোহময়ান্ধকারো য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ
বিভাবসোঃ কিন্নু সমীপগস্য শীতং তমোভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য!

তাই দেখি উদ্ধব বারংবার তাঁকে প্রদক্ষিণ করিয়া—
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধীর্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে।

তিনি—

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো
ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্তৃপাদুকে
বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ॥

ভাগবতের এইসব ছবির তুলনা মিলে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন একটা প্রশ্নের যেন সমাধান মিলিল। প্রায়ই তথাকথিত illusionism এর বিরুদ্ধে আক্ষেপ করা হইয়া থাকে যে why should the illusory world be created at all? Even as an illusion it exists and has to be explained. অর্থাৎ জগৎ যদি মিথ্যাই হয় তাহা হইলে এর সৃষ্টি একেবারেই অর্থহীন অথচ মিথ্যারূপেও এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার জো নাই। তবে কেন এ মিথ্যা সৃষ্টি? ইহার উদ্দেশ্যই হইল বুদ্ধির কাছে সেই পরম স্বরূপের revelation বা ধরা দেওয়া। ইহাই হইল অনুপ্রবেশের তাৎপর্য। তাই শঙ্কর অনুপ্রবেশকে বলিয়াছেন 'বুদ্ধৌ উপলভ্যত্বম্'। উপনিষদ্‌ও বলিলেন, 'তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়'—এই রূপই হইল তাঁর transcendental রূপ, আর 'পুরুরূপ ঈয়তে' এই পুরুরূপ, বহুরূপ, সমষ্টিরূপ হইল তাঁর immanental রূপ। এই পুরুরূপের মধ্যে দিয়া সেই পরমরূপের প্রতিখ্যাপনের জন্যই, এই immanence এর through দিয়া transcendeceএ লইয়া যাওয়ার জন্যই এই বিশ্বরচনা। তবে একে মিথ্যা বলি কেন? না, মিথ্যা মানেই যার নিজস্ব সত্তা নাই, যার borrowed reality, dependent reality তারই spurious reality, unreal reality. It assumes the pose of reality and thereby deludes by giving a false impression of its independent and self-sufficient status. তাই transcendence জানানোর জন্যই এই মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে transcendentটা স্বরূপত is not dependent upon this creation of relativity যে তার সঙ্গে contrastএ তবে সেটা সিদ্ধ হইবে। But the knowledge of transcendence depends upon the knowledge of the illusoriness or the absolutely dependent character of of the world. The knowledge of the independence of the self is generated by the knowledge of the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

dependence of the world on it. সুতরাং contrast-effect of Royce has its value in the realm of knowledge alone but does not hold good in the realm of reality. The reality stands in no need of contrast in order to establish itself, though our knowledge of it no doubt needs such a contrast.

Goal সম্বন্ধেও মনে হইতেছিল যে 'ঈশাবাস্যম্'ই Goal. কিন্তু এই 'বাস্যম্' কি ভাবে, তাহা লইয়াই যত মতভেদ। ইহা কি সব একেবারে ঢাকিয়া ফেলা, না সকলের মধ্যে ঈশের নিবাস দেখা? এই 'বাস্যমে'রই প্রকারভেদ উপনিষদ নিজেই যেন পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি' ও 'যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি' শ্লোকে। একটায় 'যস্তু' অর্থাৎ কর্তারূপে দূর হইতে পৃথক্‌ভাবে দর্শন, অপরে 'যস্মিন্', অধিকরণ বা অধিষ্ঠানে সব একীভূতরূপে দর্শন। নিজের মধ্যেই সমস্তকে আত্মসাৎ করিয়া দর্শন। একে 'অনুপশ্যতি', অপরে 'অভূৎ'।

আপনার আশীর্বাদে তত্ত্বগুলির স্ফুরণ এইরূপে হইলে বড় আনন্দ হয়। আরো মনে হইতেছিল যে উপনিষদের সমন্বয়ের অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গীও ঈশের মধ্যে ধরা পড়ে। শেষে 'অগ্নে নয়' বলিয়া অগ্নির প্রয়োজনীয়তা দেখাইলেন, কিন্তু অগ্নি লইয়া যান কোথায়? না 'রায়ে'—সমৃদ্ধির শিখরে। তারপর যখন অভ্যুদয়ের শেষ প্রান্তে, চরমসীমায় পৌঁছানর পর নিঃশ্রেয়সের দিকে চলিবার সময় আসিল তখন সেই অগ্নিকেই বা সূর্যকেই বলা হইল 'তুমি এবার সরো ঠাকুর', কারণ তখন তিনিই হইয়া দাঁড়ান আবরণ। যিনি এতদূর পর্যন্ত সযত্নে লইয়া আসিলেন তাঁকেই আবার নির্বিবাদে বিদায় দিতেও উপনিষদের ঋষির বাধে নাই। ইহাই তাহার রহস্যময় তত্ত্ব। একভূমিতে তারি কাছে সানুনয়ে করজোড়ে প্রার্থনা, prayer and supplication আবার অন্যভূমিতে তাকেই stern command 'তুমি সরো', ইহাই উপনিষদের Paradox.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন সতীশবাবুর কাছে গিয়াছিলাম। আপনার কথা সব জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তাঁর শরীরটা এবার দুর্বল হইয়াছে। তাঁর কাছেই মিহিরকাকার দেহান্ত সংবাদ পাইলাম। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন, তাই বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেছি। সতীশবাবু বলিতেছিলেন যে গোঁসাই তাঁর শিষ্যদের অন্তিমে দর্শন দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন, তাই তিনিও শেষ মুহূর্তে সদ্‌গুরুর দর্শনের আশা রাখেন। মিহিরকাকাকেও গুরুদেব দর্শন দিয়া থাকিবেন, কারণ তাঁর দর্শনই অন্তকালে মনে পরম আনন্দ ও ভরসা আনে।

৩৫

কৃষ্ণনগর
১০.২.৪৮

শ্রীচরণকমলেষু

এবার কলকাতায় যাওয়া সার্থক হইয়াছে, কারণ সাধু দ্বারকানাথজীর* দর্শন লাভ ঘটিয়াছে। পুরী যাওয়ার পথে মাত্র কয়েকঘণ্টা তিনি হাওড়া ষ্টেশনে ছিলেন। আমি ভোরেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তারপর ৯টা নাগাদ চলিয়া আসিতেছিলাম। হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: 'আপনি চলে যাচ্ছেন? আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।' আমি সেইজন্য পূজাদি সারিয়া আবার ১১টায় যাই ও ২টা পর্যন্ত ছিলাম। অনেক কথা হইল—বিশেষ করিয়া স্বরোদয় অভ্যাস করিতে বলিলেন। ভ্রূমধ্যে চিত্তকে স্থির করার উপরও জোর দিলেন। মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ভূরাদিক্রমে লোকগুলি ধরিলে অজ্ঞাতে আসিয়া তপোলোকে পৌঁছান যায়। এই তপোলোকে নিয়ত বাসের নামই তপস্যা।

---

*মহাত্মা ৺দ্বারকানাথ তপস্বী, যিনি দক্ষিণখণ্ডের সাধুবাবা নামে পরিচিত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'আপনি তো স্মৃতির পণ্ডিত, অশৌচ যাতে না পালন করিতে হয় এমন কোন বিধান দিতে পারেন ?' তাতে তিনি বলিয়াছিলেন : 'প্রতি রেচকেই তো জন্মাশৌচ ও প্রতি পূরকেই তো মরণাশৌচ চলিতেছে, সুতরাং অশৌচের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছ কোথায় ?' এই আগম-নিগমের ঊর্ধ্বে যিনি, তিনিই গুণাতীত, তিনিই 'কৃষ্ণ', 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ'—এই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ধারা যেখানে অতিক্রান্ত, সমাপ্ত হইয়াছে তিনিই কৃষ্ণ। সাধারণ মানুষের স্বরের গতি ভ্রূমধ্য পর্যন্তও যায় না, তারও ঊর্ধ্বে তাকে তুলিতে হইবে। ইহারই নাম হঠযোগ—হকারে সূর্য, ঠকারে চন্দ্র—সূর্যে লয়, চন্দ্রে সৃষ্টি। আর একটি উপদেশ দিলেন—'প্রতি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে প্রথম সংযম করুন অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকটির সূক্ষ্মতত্ত্বে যান—কর্ণের বীজ হং—হং আবার আকাশের বীজ। অনেকে মনে করেন, শব্দ বায়ু থেকে উৎপন্ন, কেউ বলেন আকাশ থেকে। কিন্তু আকাশ মানে ভূতাকাশ নয়, চিদাকাশ। এইরূপ ক্রমে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের মূলে যাওয়া দরকার।' আরেকটা আপনি যেমন ইন্দ্রিয়কে সূক্ষ্ম করার কথা বলেন, সেইরূপ বলিলেন মনে হইল। সাধারণ সকলকে, বিশেষ নলিনীদাকে, লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বার বার আগে মাকে ডাকুন, তারপর বাবাকে ডাকবেন।' তাঁর শরীর আর বেশীদিন থাকিবে না বলিলেন, খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন। আমার প্রতি তাঁর অহেতুক করুণায় অভিভূত হইয়াছি। ভবিষ্যতে সম্ভব হইলে একবার সাকরিগলিতে তাঁর আশ্রমে যাইবার ইচ্ছা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৬

কৃষ্ণনগর

৩১. ১. ৪৯

শ্রীচরণকমলেষু

শনিবার সারাদিনটা গোপালদার* কাছেই ছিলাম। দুপুরে খানিকক্ষণ প্রসঙ্গ হইল। বলিলাম, 'তুমি যে spiritual time-table পছন্দ কর না বলিলে, ইহা কি প্রাণের ক্ষেত্রেও খাটিবে, না শুধু আত্মার ক্ষেত্রে? উপনিষদেও তো এরূপ ক্রমিক বিবরণ প্রাণের ভূমিতে দেওয়া আছে।' তাহাতে বলিলেন: 'আমি time-table-এর উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না, তবে আমার কথা হইতেছে যে ইহাতে একটি fatal defect এই যে মন সর্বদা ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া থাকে, কি ঘটিবে তাহারই প্রত্যাশায় থাকে। যদি বা একটা কিছু পাইল, তারপর আবার কি পাইবে—এরূপ একটার পর একটা চলিতে চলিতে যেন অনবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খায়। তাই আমার মতে ইহাতে কেন্দ্র হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতে হয়। সেজন্য সামনে দৃষ্টি না রাখিয়া এই এখানেই (হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন) সাক্ষাৎ ভাবে তাঁকে খোঁজাই উচিত। কেন্দ্রকে ঠিকভাবে ধরিয়া তারপর তুমি যত ধাপ খুশী সাজাও। তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এই কেন্দ্রটিই হইতেছেন ঠাকুর। তিনি চিরদিন আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন।' তাই বড় সুন্দর বলিলেন: 'God is never got tomorrow, He is always got today'. Gerald Heard বা Huxley এবং অন্যান্য আধুনিক অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে তিনি এই কেন্দ্রীণ সত্তাটির পরিচয় পান না বলিয়াই তাঁর অনুযোগ। তাঁরা evolution-এ কি একটা ঘটিবে, তাহারই ছবি আঁকিতে ব্যস্ত। মূল কেন্দ্রে যিনি নিত্য বর্তমান তাঁর দিকে দৃষ্টি নাই। তাই তাঁদের

---

* শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখায় conclusion is always very weak, কারণ ইহা if, then-এর মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু পড়ো গীতা, উপনিষদ, প্লেটো, শঙ্কর—সকলের মধ্যে পাইবে unfaltering ঘোষণা—যেমন "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ", কারণ এ সকলের কেন্দ্রে রহিয়াছে ঐ অবিচল শাশ্বত সত্তাটি।'

৩৭

কৃষ্ণনগর
১২. ৪. ৪৯

শ্রীচরণকমলেষু

যোগেন পণ্ডিত মশায়ের* কাছে গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। একটি কথা বড় সুন্দর বলিলেন ও সেদিন খুব স্পর্শ দিল। যজ্ঞ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল ও সেই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, যজ্ঞে উপকরণবুদ্ধিতে আবদ্ধ না থাকিয়া সর্বদা উপাদানবুদ্ধি রাখা প্রয়োজন। উপকরণ—যেমন তিল, যব, ঘৃতাদি—এ সবকে কেবল উপকরণ হিসাবে দেখিলে যজ্ঞের কোনো সার্থকতাই থাকে না, দেখিতে হইবে যে সেই এক উপাদান—ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভই তৎ তৎ তিল-যবাদিরূপে পরিণত হইয়াছেন। এই উপাদানবুদ্ধিই হইল মূল জিনিষ। সেইজন্য উপাসনাকাণ্ড পরিপূর্ণভাবে পরিণামবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিকাররূপের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া সর্বত্র ঐ উপাদানকেই দেখিতে হইবে, যিনি সেই সেইরূপে পরিণত হইয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তে জিনিষটি আরও স্পষ্ট করিলেন। আয়ুর্বেদে খইয়ের মণ্ড বা বার্লি ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করা আছে—এমন স্নিগ্ধ, হৃদ্য, সব শরীরের আপ্যায়ক বস্তু আর নাই—ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ইহা খাইতে তো

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি বিস্বাদ, কোনমতেই লোভনীয় খাদ্য নয়। তবে এত প্রশংসা কেন? প্রশংসা করিতেছেন এই দেখিয়া যে ইহা যে অন্ন—ঐ 'অন্নং ব্রহ্ম', শরীরের ধারক, রক্ষক, পোষক অন্নরূপী মূল উপাদান। তার বিকাররূপে, তার বিস্বাদ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিই নাই, দৃষ্টি হইতেছে ঐ উপাদানে, ঐ অন্নরূপে। সেইজন্য এমনভাবে এই উপাদানকে চেনা প্রয়োজন যে সে যে-বিকৃতরূপ লইয়াই আসুক্ না কেন, তবু তাহাকে চিনিতে ভুল হইবে না। মনে কর নরসিংহের রূপ। কী বীভৎস সে মূর্তি! যাহা দেখিয়া হিরণ্যকশিপুর মত দৈত্যরাজও ভয়ে কম্পিত। কিন্তু প্রহ্লাদ কি করিলেন? তিনি সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন, বলিলেন: 'তোমার অধরের ঐ মধুর হাস্যে সব সন্তাপ দূরে যায়।' যে বিকটরূপ কেহ কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, তাহা দেখিয়াও প্রহ্লাদের চিনিতে বাকী রহিল না যে ইনি তো আমার সেই হরিই! এমন করিয়াই তিনি চিনিয়াছিলেন তাঁর হরিকে। পূর্ববঙ্গের একগ্রামে একটি লোককে লইয়া তার মা ও স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা বিবাদ হইত যে কে তাহাকে বেশী ভালবাসে। একদিন বর্ষাকালের রাত্রি—এবাড়ী-ওবাড়ী পর্যন্ত যাওয়া যায়না জলপ্লাবনে। এমন সময় মধ্যরাত্রে সে লোকটির অকস্মাৎ পেটে যন্ত্রণা হইতে লাগিল, ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, শেষে অচৈতন্য মত হইয়া শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহাকে উঠানে নামাইয়া মৃতদেহ লইয়া দুজনে কান্নাকাটি করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ মড়াটি উঠিয়া বসিল দেখিয়া তখনি তাহার স্ত্রী ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু তার মা তাকে একেবারে জাপটাইয়া জড়াইয়া ধরিল। মা পুত্রকে এমনি চেনে যে সে ভূত হইয়া, প্রেত হইয়া, যাহা হইয়াই আসুক্ তবু সে তার পুত্র, অন্য কেহ নয়। কিন্তু স্ত্রী বিকার দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া গেল—সে উপাদানকে তেমন খাঁটিভাবে চিনে নাই।

আমি প্রশ্ন করিলাম: 'শ্রুতি সর্বত্র তো পরিণামেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (যথা, একেন মৃণ্ময়েন ইত্যাদি), তবে তাহা দ্বারা বিবর্তবাদ স্থাপিত হয় কেমন করিয়া?' বলিলেন: 'সর্বত্র দার্ষ্টান্তিকের অনুরোধেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতে হয়, কিন্তু দৃষ্টান্তের অনুরোধে মূল প্রতিপাদ্যকে রদবদল করা চলেনা। এখানে মূল প্রতিজ্ঞা হইল একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান—ইহা বিবর্ত ভিন্ন সম্ভব হয় না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : 'যদি পরিশেষে সবই বিবর্ত, মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে উপাসনাদিতে সাধকের আর নিষ্ঠা থাকে কেমন করিয়া? যদি সে বোঝে যে পরিণামে এ সবই ভুয়া, তাহা হইলে এ সব করিতে যাইবে কেন?' বলিলেন—'এ সব ভুয়া বা মিথ্যা তাহাকে কে বলিল? তাহার এ সব শোনার অধিকারই বা কোথায়? উপাসনা কাণ্ডে পরিপূর্ণভাবে পরিণামবাদকেই আশ্রয় করিতে হইবে, শঙ্করও ইহা কণ্ঠতঃ বলিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরকে স্পষ্ট বলা আছে যে পরিণামবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই বিবর্তবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যতদিন মানুষ কৃপণধী থাকে ততদিনই তার কাছে পরিণামবাদ প্রিয় হয়, আর নির্মলধী হইলে সে বিবর্তবাদের মহিমা বুঝিতে পারে। কোনো দর্শনের মধ্যেই শেষ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিরোধ নাই—ন্যায়দর্শন হইতে সব পঙ্‌ক্তি আমাকে দেখাইলেন। এ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিলেন। আর একটি কথা বড় সুন্দর বলিলেন যে, সব আশ্রমের লক্ষ্যই হইল ত্যাগকে নির্মল করা। ত্যাগই সব সিদ্ধিমূল, হিন্দু সাধনার একমাত্র ভিত্তি। ব্রহ্মচর্যে ইহার আরম্ভ ও সন্ন্যাসে গিয়া এই ত্যাগের চরম নির্মলতা বা বিশুদ্ধি।

ছান্দোগ্যের 'শ্যামাৎ শবলং' ও 'সাম-হোম-মন্ত্র-উত্থান' সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম। বইটা তাঁর কাছে নাই বলিলেন। বইটা দেখিয়া বলিতে পারেন। পরে একবার বই লইয়া যাইবার ইচ্ছা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৮

কৃষ্ণনগর

২২-৭-৫০

শ্রীচরণকমলেষু

এবার কলিকাতায় সবচেয়ে আনন্দ হইল গোপীবাবুর সঙ্গে একদিন প্রসঙ্গ করিয়া। কাশী ছাড়িয়া অবধি তাঁর অনুপম সঙ্গের অভাবটা সর্বদাই বোধ করি। তিনি আপনার শরীরের কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন ও সাদর নমস্কার জানাইতে বলিলেন। সর্বদা যেন আপনার খবর পান—আমাকে জানাইতে বলিলেন। তাঁর নিজের শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল, তবে এখনও দুর্বলতা আছে বলিতেছিলেন। তিনি কাশী ফিরিয়া গেলেন, তবে দিন পনের পরই আবার কলিকাতায় আসিবেন। ফিরিয়া আমার ভবিষ্যৎ পড়াশোনা সম্বন্ধে ও আরো রিসার্চ সম্বন্ধে নির্দেশ দিবেন বলিয়াছেন। আপনি এখন কী আলোচনা করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। 'জপসূত্র' তিনি পাইয়াছেন ও স্বামিজী যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন তার কথা বার বার বলিলেন। তবে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি কি আকার লইবে এবং ইহাতে কি কি বিষয় deal করা হইয়াছে জানিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক।

'জপ' লইয়াই কথা উঠিল। প্রশ্ন করিলেন: 'জপ ও ধ্যানে পার্থক্য কি বল তো?' আমি বলিলাম: 'একটা স্থূল ক্রিয়া ও অপরটি সূক্ষ্ম ক্রিয়া—এই কি পার্থক্য?' বলিলেন: 'তাই বটে—কিন্তু কিভাবে স্থূলটা সূক্ষ্মে পরিণত হয়? প্রথম বৈখরীতে জপ সুরু করিলাম, জপ করিয়া চলিয়াছি, কোনো স্পর্শ নাই। বায়ুর গতি যতক্ষণ কুটিল ও বক্র থাকে—ততক্ষণ কোন অনুভবের সাড়া মেলে না। যেই বায়ুর গতি সরল ও সূক্ষ্ম হয় অমনি তাহা সুষুম্না-মার্গস্থ হয় এবং তখন আর যেন জপ করিতেছি না, জপ হইতেছে। ইহাই মধ্যমার অবস্থা। প্রথম একটা বিশিষ্ট নাম—ধর 'গোবিন্দ'—বলিয়াই জপ করিতেছিলাম —মধ্যমায় যখন প্রবিষ্ট হইলাম তখনও সেই বিশিষ্ট আকারে আকারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াই ঐ 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রূপেই ধ্বনিটি আবর্তিত হইয়া চলে, আপনা-আপনিই ঐ নামটিই যেন অনুরণিত হইতে থাকে। ক্রমে আরও অগ্রসর হইলে কিন্তু ঐ বিশিষ্ট আকারটি, ঐ angularitiesগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে এবং এক নিরাকার অখণ্ড নাদপ্রবাহের মধ্যে সাধক ডুবিয়া যান। এ এক বড় বিচিত্র অবস্থা। তারপর আরও গভীরে পৌঁছিলে সমুদ্র হইতে দূরে সরিয়া আসিতে যেমন ক্রমশঃ তার ধ্বনিপ্রবাহ ক্ষীণ হইতে থাকে, তেমনি এই নাদের অনুরণনও যেন মিলাইয়া আসিতে থাকে। এবার ক্রিয়া অংশটা ক্ষীণ হইয়া যেন প্রকাশ অংশটা ফুটিতে আরম্ভ করে। এবার পশ্যন্তীর ভূমির দিকে সাধক অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। চিত্তাকাশ এতদিন ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন যেন কী এক অরুণোদয়ের সূচনা দেখা দিল—এখনও আলো ফোটে নাই কিন্তু অন্ধকারও আর নাই। ক্রমে পূর্ব দিগন্তে জ্যোতির্মণ্ডল ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু এখনও তাহা সর্বনিম্নে, ঐ চিত্তগগনের এক প্রান্তভাগেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবার ক্রমশঃ ঐ প্রকাশমণ্ডল ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্বতর ভূমিতে আরোহণ করিতে সুরু করে। এইরূপে শেষে যখন ঠিক মধ্যগগনে zenith-এ আসিয়া পৌঁছে, তখনই সাধকের ঊর্ধ্বদৃষ্টি খুলিয়া যায়। তিনি দেখেন তাঁর সম্মুখে তাঁর ইষ্ট। এই ভূমিতেই মন্ত্রচৈতন্য, মন্ত্র-সাক্ষাৎকার, ইষ্টদর্শন যা কিছু বল না কেন। তারপর এই ঊর্ধ্বদৃষ্টির ফলে ক্রমশঃ সাধক পশ্যন্তীর ভূমি ছাড়াইয়া পরার দিকে অগ্রসর হন। ইহাই সূর্যমণ্ডল ভেদ—'যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে' —ঐ transcendence-এর সূচনা।'

এই ভূমিগুলির অপূর্ব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে যেন সেদিন নিজের সুপ্ত সংস্কারগুলি জাগিয়া উঠিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম: 'এই যে বিভিন্ন ভূমিতে জপের ক্রমশঃ উন্নয়ন, এ কি আপনিই হয়, না কোনো কৌশল আছে?' বলিলেন: 'সব জায়গায়ই জিনিষটা স্বাভাবিক ধারাতেই হয়, কিন্তু সেই ধারাটি ধরা চাই। যেমন বাল্য-কৈশোরাদি প্রকৃতির আপন নিয়মেই ঘটে, এখানেও ঠিক তাই। তবে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই প্রকৃতির নিজস্ব ধারাটি খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই অন্ধকারে হাতড়াইয়া চলি।'

আর একটা জিনিষও বড় সুন্দর বলিলেন, শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের distinction। বলিলেন: 'সাক্ষাৎকার তো সমাধিজন্য বা প্রত্যক্ষাদিজন্যও হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা হইলেই চেনা হয় না—এই চিনাইয়া দিবার সামর্থ্য শুধু শব্দেরই আছে—ইহাই তার unique function। শিশু যেমন জন্মাইবার পরই নানারূপ বস্তু দেখে, তার সাক্ষাৎকার হইতেছে কিন্তু কোন্‌টা কি চেনে না—এখানেও তদ্রূপ। প্রত্যভিজ্ঞা বা চেনা শব্দ ছাড়া হয় না, সাক্ষাৎকার নানা উপায়ে হইতে পারে।'

৩৯

কৃষ্ণনগর
২৪-৮-৫০

শ্রীচরণকমলেষু

সেদিন যাদবপুরে ছেলেদের কাছে দিলীপদা* একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। তাতে বলিলেন যে, অনেকেই প্রশ্ন তোলেন শ্রীঅরবিন্দ চুপচাপ ধ্যানধারণায় নিমগ্ন থাকিয়া দেশের কি উপকার করিতেছেন? জবাহরলালও তাঁকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে গত যুদ্ধের পাঁচ বছর ধরিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীঅরবিন্দ রেডিওতে খবর শুনিতেন। যে লোকের অত রকম কাজ, সে বৃথা কেন এতক্ষণ ধরিয়া খবর শুনিয়া কাটাইত? ইহাতে জবাহরলালও আশ্চর্য হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন: 'This is something very remarkable and interesting!' ইহাতে

* সুরসুধাকর শ্রীদিলীপকুমার রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা যায় তিনি জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন নন। তারপর বলিলেন, যদি বা মানিয়াই লওয়া যায় যে তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, তাহা হইলেও আমাদের বুঝিতে হইবে যে শুধু হাত-পা নাড়ানোটাই সক্রিয়তা নয়, ধ্যানের সক্রিয়তা, মৌনের কার্যকারিতা আরো গভীর। এই কথা দিলীপদা যেমন শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন তেমনি তিনি আরও উপলব্ধি করিয়াছেন ৺রমণ মহর্ষির কাছে গিয়া। তাঁকে তিনি প্রশ্নও করিয়াছিলেন—'আপনি তো ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া আছেন, কিন্তু জগতের কথা কি আপনি কিছু ভাবেন?' তাহাতে একটু হাসিয়া মহর্ষি বলেন: 'দিলীপকুমার! একজন খুব গলাবাজি করিয়া লেক্‌চার দিয়া একটা জিনিষ বুঝাইল, আর একজন একেবারে নীরব থাকিয়াও তাহা অন্যের মধ্যে একেবারে ফুটাইয়া দিল—ইহার পার্থক্য বোঝ তো?' মহর্ষির কাছে বসিয়া থাকিতে থাকিতে দিলীপদা বলিলেন আমি যেন এক শান্তির অথৈ সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম—তার যেন কোন কূলকিনারা নাই। ইহা শুধু একটা negative অনুভব নয়—সর্বাপেক্ষা positive, জ্বলন্ত জীবন্ত অনুভব। বিশ্ব আজ এই নিবিড় শান্তির কেন্দ্রই খুজিতেছে। বিশেষ করিয়া ইউরোপ। সেখানে বিজ্ঞানের এত চমৎকারিতা সত্ত্বেও সব মনীষীর মুখেই নিরাশার বাণী। H. G. Wells তাঁর শেষ গ্রন্থে 'At the end of one's tether'-এ বলিয়াছেন যে Humanity is doomed। আর একজন ফরাসী মনীষীও শেষ জীবনে হতাশ্বাস হইয়া আমেরিকায় আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁর ধারণা ছিল যে শিক্ষার ধারা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। শেষে দেখিলেন সবই বৃথা। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে আগে নিজের স্বরূপকে, আত্মাকে জানিতে হইবে, তারপর সেই অনুভূতির আলোকে নিজের সমস্ত সত্তাকে একেবারে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। সেইজন্যই তিনি সবচেয়ে জোর দেন তপস্যার উপর। কোনো কাজই জগতে তপস্যা ছাড়া সিদ্ধ হয় না। এমনকি সাধারণ জাগতিক career-এও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্নতি করিতে হইলে তপস্যা চাই। মহাভারতে তাই বলা হইয়াছে—জগৎ তপস্যা দ্বারাই বিধৃত, আর জগৎ হইতে তপস্বী অন্তর্হিত হইলেই 'তেষু প্রনষ্টেষু জগৎ প্রনষ্টম্'। একদিকে যেমন তপস্যার প্রয়োজন, অন্যদিকে আর একটি মূল প্রয়োজন হইল 'শ্রদ্ধা'। তাই গীতায় বলা হইয়াছে—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। ভারতবাসীর মনে এই শ্রদ্ধার বীজ স্বতোনিহিত, ইহা অন্য কোন জাতির মধ্যেই নাই। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই তাই ভারতবাসীর হৃদয়ের দ্বার যেন স্বতঃই খুলিয়া যায় ও সেখানে সে তাঁদের সাদরে আসন দেয়। অন্য জাতির লোকের পক্ষে এরূপ সহজে শ্রদ্ধালু হওয়া সম্ভব নহে। ছাত্রদিগকে তাই তিনি এই শ্রদ্ধারূপ মূলধনটি যেন পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রভাবে খোয়াইয়া না বসে সেইজন্য সাবধান করিলেন।

হরিদাসবাবুও* কয়েক জায়গায় ভাষণ দিলেন। এখানেও সোমবার একটি সভা করা হইল, তাহাতেও হরিদাসবাবু বলিলেন। চারিটি জীবনাদর্শ লইয়া আলোচনা করিলেন—এক, ভোগসর্বস্বতা চার্বাকের আদর্শ, দ্বিতীয়, ঐহিক উন্নতির আদর্শ বৈজ্ঞানিকের আদর্শ, তৃতীয়—সংসার-বিমুখতা বা বৈরাগ্যের আদর্শ—সন্ন্যাসীর আদর্শ ও চতুর্থ, মর্ত্যে অমরত্বের আদর্শ, মানবত্বের মধ্যে দেবত্ব ফুটাইয়া তোলার আদর্শ—শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ। প্রসঙ্গতঃ রাধাকৃষ্ণনের একটি সুন্দর কথা তিনি বলিলেন যে বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ পৃথিবীটা অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে কিন্তু মানুষের অন্তরে অন্তরে ব্যবধান বিরাট্ হইতে বিরাট্তর হইতে চলিয়াছে। মানুষ জলে মাছের মত সাঁতার দিতে শিখিয়াছে, আকাশে পাখীর মত উড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু মাটিতে কেমন করিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে হাত মিলাইয়া চলিতে হয় তাহা শিখে নাই।

---

*অধ্যাপক ডক্টর হরিদাস চৌধুরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪০

কৃষ্ণনগর

১৫. ৯. ৫০

শ্রীচরণকমলেষু

গত সপ্তাহে কলিকাতা গিয়াছিলাম, গোপীবাবুর সঙ্গে একদিন অনেক প্রসঙ্গ হইল। তাহা আপনাকে লিখিব বলিয়া এতদিন সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। গোপীবাবু আপনাকে সাদর নমস্কার জানাইতে বার বার বলিলেন।

বাক্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা কাজ করার কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, এরূপ একটা বিষয় লইয়া কাজ করিলে সারা জীবন ইহা লইয়া কাটান যাইবে এবং ইহাতে সাধনারও পরম সহায়তা হইবে। সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ই এই বাক্‌তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাই ইহাতে গবেষণার ক্ষেত্রও অতি বিশাল ও বিস্তৃত। মোটামুটি দুইটি বিভিন্ন প্রধান মতবাদ বাক্ বা শব্দ সম্বন্ধে দেখা যায়। এক দলের মত শব্দমাত্রেই অবিশুদ্ধ, তাই চরম জ্ঞান বা পরম প্রাপ্তি শব্দাতীত বা অশব্দ। আর এক সম্প্রদায়ের মত, শব্দহীন প্রত্যয় বা জ্ঞান হইতে পারে না—'ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাৎ ঋতে', তাই তাঁদের মতে 'ঋষীণাং অপি যজ্ জ্ঞানং তদপি আগমহেতুকম্' (ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়)। এই মোটামুটি দুই ভাগ। জ্ঞানের তাই মোটামুটি দুটি বিভাগ—'আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিবিধং জ্ঞানমুচ্যতে।' এখন পাতঞ্জলমত দেখা যাক্। ইঁহাদের মতে চরম বিশুদ্ধ জ্ঞানটি শব্দোত্থ। পরিপূর্ণরূপে পরিণামের জ্ঞান। এই পরিণামের তিন অবস্থা, ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম। প্রথম ধর্মী মৃত্তিকা হইতে যে ঘটরূপ ধর্ম উৎপন্ন হইল—ইহাই ধর্মপরিণাম। কিন্তু এই যে ঘটের উৎপত্তি, সৎকার্যবাদী পাতঞ্জলের মতে, ইহা কিন্তু অভিনব নয়—অর্থাৎ নূতন একটা কিছুর সৃষ্টি নয়—ইহা আবির্ভাব মাত্র। যাহা কারণে বর্তমান ছিল তাহাই প্রকট হইল, অব্যক্ত লক্ষণ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্ত লক্ষণ ধরিয়া আসিল, ইহাই লক্ষণপরিণাম। জগতের সমস্ত বস্তুজাতই এইরূপে অনাগত বা অব্যক্তের অন্ধকার হইতে বর্তমানে আসিয়া প্রকট হইতেছে, আবার pass করিয়া অতীত হইয়া যাইতেছে। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি"—ইহাকেই, অর্থাৎ এই অতীত, অনাগত ও বর্তমানকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু শুধু এই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপ কালের ত্রি-অবস্থা জানিলেই পরিণামজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। ইহার পরও প্রয়োজন অবস্থা-পরিণামের জ্ঞান। বর্তমানের মধ্যে যে পরিণাম প্রতিক্ষণে চলিয়াছে তাহাই অবস্থাপরিণাম। এই ক্ষণে ক্ষণে যে পরিণাম নিয়ত চলিয়াছে—তাহাকে ধরিতে পারিলেই অর্থাৎ ঠিক ঠিক অনুভবের মধ্যে আনিতে পারিলে তবে পরিণামজ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, আর "চলঞ্চ গুণবৃত্তম্"—গুণের স্বভাবই এই চলমানতা, এই পরিণাম। গুণের রহস্য সম্পূর্ণ অধিগত করিতে হইলে তাই এই বিবেকজজ্ঞান ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইহাই ঐশ্বর্যের দিক্—ইহার ফলে আসে সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব।

এই প্রসঙ্গে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতের পার্থক্যটাতে ধ্যান রাখা প্রয়োজন। সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষ্য হইল প্রজ্ঞা। ইহা চরমতা প্রাপ্ত হয় অস্মিতা সমাধিতে। কিন্তু ইহাই হৃদয়গ্রন্থি—চিৎজড়ের প্রথম সংমিশ্রণ। তাই উহাকে ভেদ করিতে হইবে। ইহাই অসম্প্রজ্ঞাতের লক্ষ্য। অসম্প্রজ্ঞাতে আর করার কিছুই নাই, কেবল যত দীর্ঘকাল অস্মিতা সমাধিতে থাকা যাইবে তত ক্রমশঃ নিরোধের দিকে গতি চলিতে থাকিবে। ইহা স্বাভাবিক—তাই চেষ্টাসাধ্য নয়, এখানে বরং চেষ্টাতেই সাধনার ব্যাঘাত, তাই চাই বিরামপ্রত্যয়। শুধু চাই স্থিতির চেষ্টা। পূর্বে কিন্তু চাই 'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং'—এখানে অভ্যাসের অবসান। এই গেল মোটামুটি সাংখ্যপাতঞ্জল মতের বিবরণ।

এখন দেখা যাক্—তন্ত্র বা আগমমত। আগমের দ্বিবিধ মত—এক দ্বৈতবাদী, অপর অদ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদী তিনটি জিনিষের কথা বলেন—ইহাই ত্রিরত্ন—শিব, শক্তি ও বিন্দু। তিনই তাঁদের মতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপত শব্দাতীত। প্রথম শিবের মধ্যে যেন ঈক্ষণ জাগিল, তার ফলে শক্তিতে চাঞ্চল্য দেখা দিল, শেষে ঐ চাঞ্চল্য আসিয়া ধাক্কা দেওয়াতে বিন্দুতে ক্ষোভ উৎপন্ন হইল। এই বিন্দুক্ষোভের পর হইতেই তাঁদের মতে শব্দের সূচনা। সেটাই যেন পরাশব্দের রাজ্য, তার ওপারে অশব্দ বা শব্দাতীত। এই বিন্দুক্ষোভের পরই নাদ আবির্ভূত হইল এবং তাহাই বিশ্বকে ফুটাইয়া তুলিল। সুতরাং দ্বৈত আগমবাদীরা একটা definite point অর্থাৎ ঐ বিন্দুক্ষোভ হইতেই শব্দকে trace করেন তার পরে আর শব্দকে স্বীকার করেন না। অদ্বৈত আগমবাদী অভিনবগুপ্ত প্রভৃতিরা কিন্তু মূলত শব্দ ও শব্দাতীত বা অশব্দের—এই পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে শব্দ বা শক্তি বা বাক্ এবং অশব্দ বা শিব বা অর্থ অভিন্নতনু। তাঁদের পরিভাষায় শিব হইলেন প্রকাশ আর শব্দ বা শক্তি হইলেন বিমর্শ—কেহ কখনও কাহাকেও ছাড়িয়া থাকেন না। বিমর্শহীন প্রকাশ অপ্রকাশেরই তুল্য, শক্তিহীন শিব শবমাত্র। বিমর্শ যেন দর্পণ—তিনিই যেন সামনে আসিয়া প্রকাশের পরম ঐশ্বর্যকে ফুটাইয়া তুলিলেন। প্রকাশের যে কত অপরিসীম ঐশ্বর্য তাহা তাঁহার নিজের বোধের মধ্যে ছিল না, বিমর্শরূপ দর্পণ আসিয়া যেন তাঁহাকে ইহা জানাইয়া দিল, তাঁহাকে যেন unconscious হইতে self-conscious করিয়া তুলিল—ইহারই নাম পূর্ণাহংতা। বাক্‌ই তাই সমস্ত অর্থজাতকে প্রকট করিয়া পসরা সাজাইয়া ধরিয়াছে। তাই ভর্তৃহরি বড় সুন্দর বলিয়াছেন: 'বাগ্‌রূপতা চেৎ উৎক্রামেৎ অববোধস্য শাশ্বতী, ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী'। তবে কি তত্ত্ব দুইটি? না, তত্ত্ব একই, বিমর্শ ও প্রকাশ একই বস্তু—কখনো বিমর্শ ঐ প্রকাশের গর্ভে লীন হইয়া ঘুমাইয়া থাকে—তখন তারই নাম দিই শুদ্ধপ্রকাশ বা শিবাবস্থা। আবার কখনো যেন তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে বিমর্শ প্রকট হইয়া ফুটিয়া উঠে—তখন তাহার সংজ্ঞা হয় শক্তি। এই যে তাহাকে বাহিরে project করা, ইহা হয় কিসের দ্বারা? না, তাঁর স্বাতন্ত্র্যশক্তির বশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই স্বাতন্ত্র্যশক্তির বশেই তিনি যেন নিজের মধ্যে এই দ্বিবিধ বিভাগ সৃষ্টি করেন। স্বাতন্ত্র্যবশতই আবার ভেদ বা বিভাগ মিটাইয়া লন। শঙ্করের সঙ্গে তন্ত্রাদ্বয়বাদীর শুধু এইটুকু তফাৎ যে শঙ্কর স্বরূপে এই অহংতা স্বীকার করেন না, সে স্বরূপ অহংশূন্য, আর ইঁহাদের মতে স্বরূপে পূর্ণাহংতা বিদ্যমান।

যাহা হউক্, তাহা হইলে আমরা পাইলাম যে অদ্বৈত আগমে শব্দের গতি শেষ পর্যন্তই বিদ্যমান, অশব্দ বলিয়া কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। যাহোক আমরা শব্দাতীত ভাবিতেছি, সেখানেও সেরূপ সূক্ষ্ম কর্ণ থাকিলে আমরা শব্দকে ধরিতে পারিব। এই শব্দ কিন্তু ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে ধারা ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছে আবার সেই ধারা ধরিয়াই উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। ইহা তার অপরিহার্য নিয়ম—নামার শেষ ধাপে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে সেই গতি ধরিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। পরা অবস্থার কথা এখন ছাড়িয়া দিলাম—প্রথম পশ্যন্তীর ভূমিতে শব্দ থাকে intuitional level-এ, সেখান থেকে নামে মধ্যমার ভূমিতে বা intellectual plane-এ, ও শেষ সেখান থেকে বৈখরীতে বা sense plane-এ। উঠিবার সময়ও তাই শব্দ বা মন্ত্র প্রথম বৈখরীতে চলিতে চলিতে মধ্যমায় উঠিয়া পড়ে, তখন যেন মননের একটা ধারা খুলিয়া যায়। তারপর আর এক ধাপ উঠিলে যেন সাক্ষাৎ দর্শনের রাজ্যে, 'পশ্যন্'-এর ভূমিতে গিয়া পৌঁছায়—তখনই হয় যথার্থ মন্ত্রচৈতন্য বা ইষ্ট-সাক্ষাৎকার। এই প্রদীপ্ত অনুভবের আলোক যখন চিত্তক্ষেত্রে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইয়া থাকে তখনই বোধহয় তৈত্তিরীয়ে আলোচিত সেই মানসজপের অবস্থা আসে। ইহা অক্ষরেরও আবৃত্তি নয়, মননেরও আবৃত্তি নয়, ইহা অনুভবেরই পুনঃ পুনঃ উদ্ভব বা নিরন্তর আবির্ভাব। তাই ইহা স্বতঃস্ফূর্ত, চেষ্টাপ্রসূত নয়।

মন্ত্রের মূল ideal typeটি তাই মিলে ঐ পশ্যন্তীর ভূমিতে। সেখান হইতেই originally মন্ত্রটি নামিয়া আসে। তাই গুরুবক্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে মন্ত্র না পাইলে তাহা কার্যকরী হয় না। গুরুবক্ত্র হইতেছে চিত্রিণী নাড়ী—সেই নাড়ীর মুখটি খোলা থাকিলে তখন যে ধ্বনিটি বাহির হইয়া আসে, তাহাই ঐ original pure sound বা মন্ত্ররূপ। গুরুমুখ হইতে জিনিষটি নামিয়া আসিলে তাহা ঠিক আবার অনুরূপ ক্রমে শিষ্যের মধ্য হইতে উঠিতে আরম্ভ করে ও শেষ original sound-এ ফিরিয়া যায়। ইহাই জপবিজ্ঞানের রহস্য। এই স্বাভাবিক উত্থানের ধারাটাই ধরা প্রয়োজন।

অনেকে চরমজ্ঞানটি অনৌপদেশিক বলিয়া গুরুবাদকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্তির আগার। বুদ্ধদেবের জীবনে বর্ণনা পাওয়া যায় যে তিনি পর পর এক এক গুরুর কাছে গেলেন, সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্য ও অনুভূতি অনুসারে তাঁকে উপদেশ করিলেন। শেষ গুরুর অনুভবকেও যখন তিনি অধিগত করিলেন, তখন আর কাহারও কাছে উপদেশ হইতে লব্ধব্য আর কিছু নাই জানিয়া শেষে নিজে গিয়া বোধিমূলে বসিলেন ও সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে ইহা গুরুবাদের অপ্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিতেছে। কিন্তু ইহা মস্ত ভুল। চরম জ্ঞানটি স্বয়ংপ্রভ, স্বতঃস্ফূর্ত—তাই সেখানে উপদেশের অপেক্ষা নাই। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত ভূমিতেই গুরূপদেশ ভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে না। শেষ অবস্থায় আত্মাই স্বয়ং গুরু, সেখানে আর বাহিরের গুরুর অপেক্ষা নাই। এই চৈত্য গুরুই তো এতদিন মহান্তগুরুরূপে বাহিরে প্রকট হইয়া শিষ্যকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। এখন যাত্রার শেষভাগে যেন তিনি শিষ্যের আত্মভূত হইয়া গেলেন। ইহাই গুরুবাদের রহস্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১

কৃষ্ণনগর

৩০. ৯. ৫০

শ্রীচরণকমলেষু—

গোপীবাবুর সঙ্গে পূর্বালোচনায় তন্ত্রের দ্বৈতবাদীদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এবার তাহারই বিস্তারিত আলোচনা হইল। এই দ্বৈতাগমের মতে তিনটি তত্ত্বের বা ত্রিরত্নের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সে ত্রিরত্ন হইল—শিব, শক্তি ও বিন্দু। এই তিনই কিন্তু শব্দাতীত, শব্দের প্রারম্ভ হয় বিন্দুক্ষোভ হইতে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এখন এই ত্রিরত্নকে analyse বা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্। বিশ্বের বিকাশের মূলে দুটি শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে—একটি উপাদান, অপর নিমিত্ত; আগমের ভাষায় প্রথমটির নাম পরিগ্রহশক্তি, আর দ্বিতীয়টির নাম সমবায়িনী শক্তি। পূর্বটি অর্থাৎ উপাদানটি বহিরঙ্গা, অচিৎশক্তি—উহাই বিন্দু, আর সমবায়টি অন্তরঙ্গা বা চিৎশক্তি বা শুধু শক্তিপদবাচ্য। এখন বহিরঙ্গা বা বিন্দুর আবার দুই ভেদ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। এই শুদ্ধ বহিরঙ্গা শক্তির অপর নাম মহামায়া। ইনিই শুদ্ধ বা বৈন্দব জগতের উপাদান। এই শুদ্ধ উপাদান বা বিন্দু হইতে ফুটিয়া উঠে পঞ্চতত্ত্ব, তার অধিষ্ঠাতা হলেন শিব বা পরমেশ্বর। অপরদিকে বহিরঙ্গার অশুদ্ধভাব হইতে ফুটিয়া উঠিল মায়া—ইহাই আমাদের অশুদ্ধ জগতের উপাদান। এই অশুদ্ধ জগতের বিকাশের মূলে ফুটিয়া উঠিল একত্রিশ তত্ত্ব, তার অধিষ্ঠাতা হলেন ঈশ্বর। পূর্বোক্ত পাঁচ ও এই একত্রিশ মিলিয়া মোট ছত্রিশ তত্ত্ব বহিরঙ্গার রাজ্যে। এই যে বিন্দু বা অচিৎ শক্তির বিবর্তন বা পরিণাম ঘটিল ইহার মূলে কিন্তু নিমিত্তরূপে রহিয়াছেন শক্তি। শিবের কোন অবস্থা নাই, তিনি সদৈকরূপ, নিত্য সদ্‌রূপে বিরাজমান। শক্তির দ্বিবিধ অবস্থা—নিষ্ক্রিয় বা নিষ্কল এবং সক্রিয় বা সকল। শিব ও শক্তি উভয়ই কিন্তু চিৎ—একটি অবস্থান্তর-শূন্য চিৎ, অপরটি অবস্থাবিশিষ্ট চিৎ, এই মাত্র ভেদ। যাহা হউক্,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন এই শক্তি যখন সক্রিয় হন বা জাগিয়া উঠেন তখন এই বিশ্ব ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। বিন্দু হইল pure matter, তাহা স্বয়ং ক্ষুব্ধ বা আলোড়িত হইতে পারে না, বাহিরের কারণকে অপেক্ষা করে। এই বাহিরের কারণই হইল ক্রিয়াশক্তি। এই ক্রিয়াশক্তির ধাক্কা আসিয়াই বিন্দুকে চঞ্চল করে বা নাড়াইয়া তোলে এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ বিশ্ব বিকাশ পায়। সুতরাং সর্বত্র শক্তিরই মহিমা—'শক্ত্যা বিনা পরে শিবে নাম ধাম ন বিদ্যতে'। শক্তি ছাড়া বিন্দু-ক্ষোভ হয় না, বিন্দু ক্ষোভ না হইলে সে বিন্দু প্রায় না থাকারই সামিল। আবার শক্তি ঘুমাইয়া থাকিলে শক্তি নিজেও না থাকারই সমান; আর শিবও তথৈব চ, কারণ তিনি সত্তারূপে নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও প্রকাশ পান শুধু শক্তির ফলে। প্রকাশ না পাইলে তাঁর বিদ্যমানতার কে খোঁজ রাখে? সে তো অবিদ্যমানতারই সামিল। সুতরাং শক্তিই সব করিতেছেন—শিবকে প্রকাশ, নিজেকেও প্রকাশ ও বিন্দু হইতে বিশ্বের বিকাশ, সবই যে তাঁরই কাজ, মায়েরই মহিমা।

অতএব দেখা গেল—শক্তি ও বিন্দু দুই-ই শিবেরই শক্তি, একটি অন্তরঙ্গা অপর বহিরঙ্গা। শিব বা পরমেশ্বর সাক্ষাৎভাবে control বা নিয়ন্ত্রণ করেন শক্তিকে, শক্তি control করেন বিন্দুকে, বিন্দু বা মায়া control করে lower জগৎকে। পরম্পরাক্রমে এ জগতের বা সবকিছুর পরম নিয়ন্তৃত্ব সেই পরমেশ্বরে থাকিলেও সাক্ষাৎভাবে কিন্তু তিনি ইহার নিয়ন্তা নহেন। তাই আমাদের এই অশুদ্ধ জগৎ হইতে ফিরিতে হইলে প্রথম যাইতে হইবে ইহার কারণ বা উপাদানে অর্থাৎ মায়ায়, সেখান হইতে শুদ্ধ জগতের মূলে বা মহামায়ায় বা বিন্দুতে, সেখান হইতে অচিতের রাজ্য ভেদ করিয়া চিৎশক্তির শরণে, শেষ পরমেশ্বরের বা শিবের চরণে। বিকাশের মুখেও তেমনি এই বিন্দু-ক্ষোভ হইতে প্রথম পঞ্চকলা থেকে ছত্রিশ তত্ত্ব—এই ক্রম।

এখন প্রশ্ন আসে: জীবের স্বরূপ কি? এই জীবের genesis

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ? এ আসিল কোথা হইতে ? আগমবাদী বলেন—জীব স্বরূপতঃ শিব ভিন্ন আর কিছুই নয়। শিব মানেই আত্মা—এই আত্মা যখন স্বরূপস্থ তখন শিবপদবাচ্য, যখন তাহাই আবার অণুত্ব পরিগ্রহ করে তখন জীব সংজ্ঞা লাভ করে। এই অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক শিবসত্তা অণুত্ব পরিগ্রহই বা করে কিসের ফলে ? মলের ফলে। এ মলের স্বরূপ কি ? ইহা আবরণ স্বরূপ। কাহাকে ইহা আবরণ করে ? স্বরূপকে। এ আবরণ কি তাহা হইলে স্বরূপকে আত্মবিস্মৃত হইতে বাধ্য করে ? না, এরূপ বাধ্যবাধকতার কথাই উঠিতে পারে না, কারণ আবরণটা শিবেরই অধীন, তাঁরই স্বেচ্ছাকৃত, একান্ত তাঁহারই স্ব-ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্য-শক্তিকৃত। তাই আগমবাদী শিবকে 'পঞ্চকৃত্যকারী' বলেন—তিনি যে কেবল বেদান্তের ব্রহ্মের মত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', এই জন্ম-স্থিতি-লয়—ত্রিবিধ কৃত্যকারী তা নন, এ ছাড়াও তাঁর আর দুটি function আছে —সে দুটি হল—অনুগ্রহ ও নিগ্রহ। নিজেকে স্বেচ্ছায় নিগ্রহ করিয়া সংকোচ করিয়াই তিনি জীব সাজিয়াছেন—ঐ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ'। আবার তাঁর অনুগ্রহশক্তির বলেই এই অণুত্বরূপ পরিচ্ছেদ সরিয়া গিয়া স্বাভাবিক শিবাবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে—অন্য কোন কলা-কৌশলে বা ছলে-বলে বা হাজার মাথা খুঁড়িলেও বা যোগ-তপস্যায় ইহা হইবার নহে।

আর একটা কথায় এখানে বিশেষভাবে ধ্যান দিতে হইবে—এই আবরণটা আগমমতে দ্রব্যাত্মক, তাই ইহাকে ক্রিয়া দ্বারা সরাইতে হইবে। দ্রব্যরূপ মেঘকে সরাইতে হইলে যেমন বায়ুরূপ ক্রিয়ার স্পন্দন অপেক্ষিত। আবরণটা দ্রব্যাত্মক না হইয়া যদি বেদান্তের অবিদ্যার মত ভাবাত্মক হইত, তাহা হইলে জ্ঞাননাশ্য হইত। অতএব বোঝা গেল এই দ্রব্যাত্মক আবরণকে দূর করার জন্য ক্রিয়া চাই। সে কোন্ ক্রিয়া ? অনুগ্রহরূপ ক্রিয়া। এই অনুগ্রহরূপ ক্রিয়াশক্তির সঞ্চার না হইলে পশুত্ব ঘুচিবার নয়। এই অনুগ্রহরূপ ক্রিয়াশক্তির সঞ্চারের নামই 'দীক্ষা'। শিবরূপী পরম কারুণিক শ্রীগুরুর কাজই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল এই পর্দা সরাইয়া দেওয়া, ঐ আবরণ তুলিয়া দেওয়া, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেওয়া, ঐ জ্ঞান-নেত্রটি ফুটাইয়া দেওয়া।

এখন এই আবরণটির ক্রিয়া অর্থাৎ অণুত্বের ফলে কি পরিণাম ঘটিল, তাহা একটু বিস্তারিতভাবে দেখা যাক্। শিবের মুখ্যতঃ পাঁচটি বিশেষ লক্ষণঃ সর্বজ্ঞত্ব, সর্বকর্তৃত্ব, আপ্তকামত্ব, সর্বদেশব্যাপকত্ব, সর্বকালব্যাপকত্ব। এখন অণুত্বের ফলে হইল কি? যিনি ছিলেন সর্বকালের, তিনি হইলেন কালপরিচ্ছিন্ন। তেমনি দেশের দ্বারা যিনি পরিচ্ছিন্ন ছিলেন না, তিনিই এখন কিঞ্চিদ্দেশাবচ্ছিন্ন হইলেন—এখানে আছেন তো ওখানে নাই। তেমনি কালের দিকে এখন আছেন তখন নাই, অবস্থা ধারণ করিলেন। যিনি ছিলেন আপ্তকাম, সমস্ত কামনার ঊর্ধ্বে, স্বয়ং পরিতৃপ্ত তিনি হলেন অভাবযুক্ত, কি যেন চাই, কি এক অনির্বচনীয় ক্ষুধা, একটা যেন indeterminable craving, কোন একটা specific বস্তুর অভাব বা আকাংক্ষা এখানে নাই—তবু কি যেন চাই—এই রব, এই হাহাকর হৃদয়কে দগ্ধ করে। তাই কোন কিছু পাইয়াও এর তৃপ্তি নাই। এ দুষ্পুর অনলের শান্তি নাই। এরই নাম তন্ত্র দিয়াছেন—'লোলিকা' বা রাগ। তেমনি সর্বজ্ঞ হইলেন অল্পজ্ঞ, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা। জীব চেষ্টা করিয়া হয়তো অনেক বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে, জ্ঞানের বিস্তার ঘটাইয়া বহুজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই যোগদর্শনে বলা হইয়াছে এক ঈশ্বরেই নিরতিশয় সর্বজ্ঞত্ব বর্তমান। তেমনি যিনি সব করিতে পারেন তিনি হইলেন অল্পকর্তা, তাঁর কর্তৃত্ব হইয়া পড়িল পরিচ্ছিন্ন। এখানেও পূর্বের মত মনে রাখিতে হইবে যে মানুষ অনেক বড় বড় কাজ করিতে পারিলেও সর্বকর্তা হইতে পারে না, তার কর্তৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব সর্বত্রই আপেক্ষিক। কেউ বা হয়তো দশমণ ওজন তুলিতে পারে, আবার কেউ বা হয়তো বিশ মণ, একশো মণ, কিন্তু সে হয়তো একটা পাহাড় তুলিতে পারে না, আবার পাহাড় তুলিতে পারিলেও হয়তো বিশ্বকে তুলিতে পারিবে না ইত্যাদি। এইরূপ তার কর্তৃত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তার লাভ করুক্ না কেন—এক জায়গায় গিয়া ঠেকিয়া যায়, সীমা বা পরিচ্ছেদের পারে যাইতে পারে না।

এই যে পরিচ্ছিন্ন হইলেন তাহা পঞ্চ কঞ্চুকের ফলে, ঐ অবিদ্যা, নিয়তি, দেশ, কাল ও রাগের ফলে। অবিদ্যা ক্ষুণ্ণ করিল তাঁর সর্বজ্ঞত্বকে, নিয়তি পরিচ্ছিন্ন করিল তাঁর সর্বকর্তৃত্বকে, দেশ ঘুচাইল তাঁর সর্বব্যাপিত্ব, কাল নাশ করিল তাঁর নিরন্তর বর্তমানত্ব, আর শেষ রাগ দূর করিল তাঁর আপ্তকামত্ব। এইরূপে নিজের ফাঁসে যেন তিনি নিজে বাঁধা পড়িলেন, আবার তাহাকেই স্বেচ্ছামত সরাইয়া মুক্তও হন। যখন তাঁহাকে মায়া আচ্ছন্ন করে তখনও কিন্তু তিনিই তার অধিষ্ঠাতা-রূপে বর্তমান। তিনি অধিষ্ঠাতারূপে না থাকিলে যে মায়ার খেলাই হয় না। এই অধিষ্ঠাতারূপকেই বলে ঈশ্বর। আর শিবকে বা পরমেশ্বরকে কিন্তু অধিষ্ঠাতাও বলা চলে না, অধিষ্ঠাতা বলিলেও তাঁহাকে ছোট করা হয়।

যাক্—এখন এই কঞ্চুকের ফলে আসিয়া গেল পুরাপুরি পরিচ্ছেদ। এবার পশুপতি হইলেন পশু, পরিচ্ছিন্নভাবে নিহিত বা 'অণু'পদবাচ্য। অণুত্ব বা সংকোচের মূল হইল বিন্দু বা মহামায়া বা pure matter। এই matter-এর স্পর্শেই আসে পরিচ্ছেদ। অদ্বৈতাগমবাদী অভিনব গুপ্তাদির মতে পরম শিবস্বরূপটি বোধ ও স্বাতন্ত্র্যের অভিন্ন মূরতি। কিন্তু এই আণব মলের ফলে, তাঁহারা বলেন, এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ বা divorce ঘটিয়া যায়। ফলে, একদিকে দেখা দেয় বোধহীন ক্রিয়া, যেমন সাংখ্যের প্রকৃতিতে, অপরদিকে ক্রিয়াহীন বোধ, যেমন সাংখ্যের পুরুষে। অর্থাৎ এই পুরুষ-প্রকৃতির বিচ্ছেদ, দুইটা different entity-রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে ঐ আণব মলের ফলে। এই দুইয়ের মিলন বা সামরস্য ঘটে আবার ঐ অণুত্ব পরিহারের ফলে, ঐ মল অপসারণ হইলে।

যাক্—এখন ঐ পূর্বোক্ত বিন্দু বা মহামায়ায় বেষ্টিত হইয়া তিনি আরও নামিয়া আসিলেন। কোথায়? মায়ার ঘোর অন্ধকারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে দুইটি জিনিষ আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল—একটি মায়ীয় মল, অপর কার্ম মল। সুতরাং এই ত্রিবিধ মল—আণব মল, মায়ীয় মল ও কার্ম মল—তাঁর পরিচ্ছেদের নিবিড়তার তিনটি stage বা স্তর। মলসংযুক্ত বা impure হওয়াতেই তাঁহার মধ্যে পরিচ্ছেদ দেখা দিল, পরিচ্ছেদের ফলেই জাগিল অভাববোধ এবং সেই অভাব মিটাইবার জন্য ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিল objective world—প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। এইরূপে একদিকে subjective আর অপরদিকে objective order ক্রমশঃ বিকাশ পাইল। ইহাই বিশ্ব-বিকাশের বা বাকের বিস্তারের ইতিহাস। সেই যে বিন্দুক্ষোভের আদিম স্পন্দন বা শব্দচাঞ্চল্য, তাহা হইতেই ক্রমশঃ এই পরিণামের ধারা নামিয়া আসিয়াছে। স্থূলে না আসিলে অভাব মিটে না, তাই চৈতন্যের ক্রমশঃ এই পৃথিবীতে অবতরণ।

এতক্ষণ আমরা বিশ্বের বিকাশের ধারাকে মোটামুটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, কেমন করিয়া সেই পরম শিবতত্ত্ব এই ক্ষুদ্র জীবরূপ ধারণ করিয়াছেন, কেমন করিয়া পশুপতি পশু সাজিয়াছেন। এখন সংক্ষেপে ফেরার ধারাটা দেখা যাক্—কেমন করিয়া জীবত্ব ঘুচিয়া আবার শিবত্ব ফিরিয়া পাওয়া যায়, তারই সন্ধান করা যাক্। প্রথমতঃ, স্বাভাবিক লয়ের প্রক্রিয়ায় ব্যাকৃত এই কার্যরূপ কারণে লীন হইয়া থাকে। এই কারণ হইল মায়া বা প্রকৃতি; সুতরাং দিনের নানা বৈচিত্র্য যেমন স্বভাবতই রাত্রির অন্ধকারে লয় পায়—'রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে'—তেমনি সব জীব বা চরাচরই এই মায়ারূপ কারণে গিয়া লীন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় অবস্থিত আত্মার নাম 'প্রলয়াকল'। তারপর যদি কেহ জ্ঞানবলে এই মায়ারূপ অন্ধকার নাশ করিতে পারে, অর্থাৎ মায়া ভেদ করিতে পারে, তাহা হইলে সে মহামায়ায় গিয়া লীন হইয়া থাকে। এই অবস্থাপ্রাপ্ত আত্মার নাম 'বিজ্ঞানাকল'। এখানে আত্মা তাহার বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ ফিরিয়া পায়, তাহার আর জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-শোক কোনো কিছুরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভাবনা নাই, পূর্ণ আনন্দও তাহার নিত্য সহচর, কিন্তু এত সু-উচ্চ অবস্থা হইলেও ইহা আগমমতে চরম মুক্তি নহে। সাংখ্যবাদী এবং সাধারণত প্রচলিত বেদান্তবাদীও এই বিজ্ঞান অবস্থাকেই চরম অবস্থা মনে করেন। কিন্তু আগমবাদী বলেন, এই বিজ্ঞানাকল অবস্থাতেও জীব কার্ম মল এবং মায়ীয় মল, এই উভয় মল হইতে নির্মুক্ত হইলেও তখনও আণব মল হইতে মুক্ত হয় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বোধ ও স্বাতন্ত্র্যরূপ ক্রিয়াশক্তি পরম শিবে অভিন্নরূপে বর্তমান, কিন্তু আণব মলের ফলে উভয়ের মধ্যে divorce বা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞানাকল অবস্থায়ও যে আণব মল অপসারিত হয় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এইখানেই যে এখানে শুধু বোধ ফুটিলেও কর্তৃত্ব বা ক্রিয়াশক্তিমত্ত্ব নাই। তাই বেদান্তসূত্রের শেষে যথার্থই বলা হইয়াছে যে এ অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্ অন্য সর্ব বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইলেও কিন্তু থাকেন 'জগদ্ব্যাপারবর্জম্'—জগৎক্রিয়ায় তাঁহার কর্তৃত্ব থাকে না, কারণ তখনও তিনি ক্রিয়াহীন বা নিষ্ক্রিয়। তাই আগমমতে এটা পরামুক্তি নয়, কারণ তখনও শিবত্ব জাগে নাই, 'পাশবিমোচন' ঘটিলেও 'শিবত্বযোজন' সংঘটিত হয় নাই। বোধের সঙ্গে যখন ক্রিয়াশক্তিও সমভাবে ফুটিয়া উঠে, তখনই মুক্তির পরিপূর্ণতা। বিজ্ঞানাকল অবস্থা পর্যন্ত জীব নিজের চেষ্টায় উঠিতে পারে, কিন্তু ইহার পর আণবমলটুকু, ঐ last infirmity-টুকু নাশ করার জন্য আর তার নিজের কারিগরি চলে না। সেখানে আর নিজের চেষ্টায় কিছু হইবার জো নাই। কারণ, যিনি নিজে সংকুচিত হইয়া অণুত্ব পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি নিজে ইহা পরিহার করিয়া না লইলে অন্য কোনো উপায়েই তাহা পরিহার করা সম্ভব নয়। তাই এটা ক্রিয়াসাধ্য নয়, কৃপাসাধ্য—এখানে তাঁহার অনুগ্রহশক্তির ক্রিয়া চাই, তবেই তাঁহার স্বকৃত নিগ্রহ ঘুচিতে পারে। (বেদান্তের মুক্তিও ক্রিয়াসাধ্য নয়, স্বয়ংসিদ্ধ, এখানেও ক্রিয়াসাধ্য নয়—ইহাও চিন্তনীয়')।

এখন এই অনুগ্রহের ফলে সে মহামায়িক দেহ বা বিশুদ্ধ বৈন্দব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ লাভ করে। মনে রাখিতে হইবে, পূর্বোক্ত প্রলয়াকল ও বিজ্ঞানাকল—উভয় অবস্থাই অকল অর্থাৎ কলাহীন বা বিদেহ অবস্থা এবং বিদেহ বলিয়াই কর্মহীন বা নিষ্ক্রিয়। এখন সে বৈন্দব দেহ বা বিশুদ্ধ কায়াটি লাভ করে এবং তখন তাহার কর্ম আরম্ভ হয়। এ কর্ম ঈশ্বরকোটির কর্ম। ইহার পর তিনটি অবস্থা—ঈশ্বরভাব, সদাশিব-ভাব ও শিবভাব—অন্য কথায়, অধিকার অবসর, ভোগ অবসর ও লয় অবসর। ঈশ্বরভাবে—জীবের উদ্ধার করিব ইত্যাদি যাঁহাদের বাসনা থাকে—তাঁহারা অবস্থান করেন, এই অধিকার বা duty-রূপ অবসরে তাঁহারা নিযুক্ত থাকেন। শেষে ঐ বাসনাক্ষয়ে যখন জীব-উদ্ধার ক্রিয়াতেও বিরাগ আসে, তখন ফোটে সদাশিব অবস্থা। এখানে যেন কর্ম অন্তে retirement-এ শুধু অনাবিল আনন্দ ভোগ—তাই এটা ভোগাবসর। এর পর শিবাবস্থা ফুটিলে তখন এ আনন্দও আর ভোগ করিতে চায় না, সেইটা লয়াবসর। পূর্ণাবস্থা কিন্তু এ তিনেরই অতীত।

সেদিন এই প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল যেন সব পর্দাগুলিই উঠিয়া যাইতেছে এবং এই আবরণ অপসারণের ফলে ক্রমশঃ যেখান হইতে নামিয়া আসিয়াছি, সেই 'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'—সেই উৎসমূলে গিয়া দাঁড়াইয়াছি। সেখানে যথার্থ পৌঁছিতে না পারিলেও, আশীর্বাদ করিবেন যেন সেখানকার খবর এইরূপ মাঝে মাঝে শুনিবারও সৌভাগ্য হয়। শ্রীভগবানের এ-ও যে এক অসীম অনুগ্রহ।

গোপীবাবুকে প্রশ্ন করিলাম: দ্বৈতাগমের মতে যদি বিন্দুক্ষোভের পরই শব্দের বা বাকের উৎপত্তি, তার ওপারে অশব্দ, তাহা হইলে প্রথম যখন শক্তির ধাক্কাটা আসিয়া বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করে, সেই যে শক্তির আদিম চাঞ্চল্য, যেটার উপর বিন্দুক্ষোভ depend করে, সেটা কি শব্দরূপ নয়? বলিলেন: 'ঠিক বলিয়াছ—ঐটাই শব্দের বা মন্ত্রের পরম গুহ্য বা রহস্য রূপ। বিন্দুক্ষোভের পর যে শব্দ জাগিল তাহার মধ্যেই পরা, পশ্যন্তী প্রভৃতি ভেদ। তাই এক হিসাবে পরা শব্দও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচিতের রাজ্যে, তারও ঊর্ধ্বে সেই পরাতীত শব্দ, বিশুদ্ধ চিতের আদি স্পন্দন, সমস্ত মন্ত্রের মর্মমূল। সেখানে পৌঁছিলেই তবে ছুটি।'

আজ এই পর্যন্ত।

৪২

কাশী

২৮. ১. ৪৮

শ্রীচরণকমলেষু,

মধ্যে গোপালদা* দিন সাতেক এখানে আসিয়া ছিলেন এবং ক'দিন তাঁর কাছেই দিন কাটিতেছিল। এজন্য পত্র দিতে বিলম্ব হইল, অপরাধ মার্জনা করিবেন।

গোপালদা দু'একজনের সঙ্গে সামান্য কথাপ্রসঙ্গে যাহা বলিলেন, তাহা মনে গাঁথা রহিয়াছে। একজনকে বলিতেছিলেন: 'যে কোনো একটি পথকে অখণ্ডভাবে ধরিয়া চলা প্রয়োজন। যদি বল অখণ্ডভাবে পারি না, তাহা হইলে যে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী মন দিয়া পার, তাহাই ধর। যেমন, সব নৌকাতেই জল ওঠে, যেটায় কম জল, সেইটাই নাও। নতুবা একবার এই নৌকা দেখ ও ভাব এটায় বেশী জল, আবার অন্য নৌকা দেখ ও ভাব ইহাতে জল কম বটে কিন্তু মাঝি ভাল নয়, ইত্যাদি—তাহা হইলে ভাবিতে ভাবিতে এবং এ-নৌকা ও-নৌকা করিতে করিতেই দিন যাইবে। যেমন চোখের মণিকে, eye-ball-কে যদি ঘন ঘন এ-পাশ ও-পাশ ফিরাইতে থাক, তাহা হইলে ট্যারার দৃষ্টি হইয়া যায়, উহা বড় অমঙ্গলজনক। তাকাইতে হইবে সোজা সরলভাবে একদিকে।' লোকটি বলিল: 'ভাগবত

* শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদি পড়িতে বড় ভাল লাগে ও বেশ আনন্দ হয়—এইটুকু অন্ততঃ হইয়াছে।' তাহাতে বলিলেন: 'তা বেশ ভাল বটে—তবে ইহা কেমন জান? যেমন কাগজের আগুন, জ্বলে খুব জোর দাউ দাউ করিয়া কিন্তু তাহাতে 'দাল্ নহী পক্তা', ডাল সিদ্ধ হয় না। ধর যেমন মীরাবাঈ সিনেমা দেখিলাম—রাণা তোপের দ্বারা মন্দির উড়াইয়া দিবেন ঠিক করিলেন, মীরা তোপের মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম, বলিলাম—'আহা! কী নির্ভরতা! অটল ভক্তি!' ইত্যাদি, মন আবেগে দুলিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে হইবে কি? সেইরূপ তোপের সম্মুখীন হওয়া তো দূরের কথা, তার একাংশও যদি কোনোরকম বিপদ সত্য সত্য জীবনে আসিয়া পড়ে, তখন নির্ভরতা কোথায় উড়িয়া যায়! অত পুলক, আবেগ সব কোথায় উবিয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম যে উহাতে 'দাল্ নহী পক্তা'। তবে ইহারও মূল্য আছে, এইরূপ মিথ্যা আগুন হইতেই সত্য আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে।'

আর একজন বলিলেন: 'ধ্যানে মন' স্থির হয় না, কি করা কর্তব্য?' বলিলেন: 'তাঁকে চা'ন না, তাই মন স্থির হয় না। যেমন, যে বেনিয়া, তাহার মাত্র চার আনাও হিসাবের গরমিল হইলে সারারাত ঘুম হয় না, কারণ তাহার সমস্ত মন পড়িয়া আছে ঐ পয়সাতে। তেমনি চাওয়া যদি খাঁটি হয়, মন আর তাহা হইতে নড়িতে পারে না। এই চাওয়ার পথে মূল বাধা হইতেছে আমি-আমার ভাব। এজন্য যে সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতে হইবে, তাহা নয়। শুধু আমি-আমার ভাব ছাড়িয়া তুমি-তোমার ভাব লইয়া যদি কর্ম কর, তাহা হইলে কোনো কর্মই আর বাধক হইতে পারে না। যেমন আমাদের আশ্রমে ঘোড়ার ঘাস কাটা হইতে বাসনমাজা পর্যন্ত সব কাজই—এমন কি যাহা সংসারী লোককেও করিতে হয় না—এমন সব কাজও আমরা করি। কিন্তু ঠাকুরের কাজ বলিয়াই করি। তাই স্বামী বা পুত্র—এ সকলকেও ঠাকুরের মূর্তি ভাবিয়া সেবাযত্ন করিলে সংসার আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধনাগার হয় না। বাঁশের উপর অনেকদিনের বোঝা চাপান থাকিলে, তাহা স্বভাবত ঝুঁকিয়া পড়ে ও বাঁকিয়া যায়। তাহাকে সোজা করিতে হইলে প্রথম বোঝাটা নামান দরকার। ইহাই বৈরাগ্য। তারপর ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া সোজা করার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই অভ্যাস। তাই ভগবান্ বলিয়াছেনঃ 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' সমস্ত গীতার সারতম উপদেশ হইল—'সর্ব-ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ধর্ম মানেই হইল যাহা ধারণ করিয়া রাখে—যেমন কোনো মূর্তির footstool, পাদপীঠ থাকে, যাহার উপর মূর্তি দাঁড় করান হয়—সেইরূপ আধারস্থানীয় জিনিষটি হইল ধর্ম। যেমন, সংসারে কেহ দাঁড়াইয়া আছে ধনের উপর, কেহ বা বিদ্যার উপর, কেহ বা রূপের উপর, কেহ বা ত্যাগের উপর—আমি এত বড় ত্যাগী এই ভাবে—কেহ বা চরিত্রের উপর—আমি খুব চরিত্রবান্ এই ভাবের উপর। এইরূপ যত কিছু আশ্রয়স্থল বা ধর্ম সে-সব বিসর্জন দিয়া একমাত্র ভগবান্‌কেই আধার বা আশ্রয় করিতে হইবে। তাই চৈতন্যদেব বলিলেন—'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে হইবে। তৃণের নীচে কি? না, মাটি। সেই মাটিতে ভগবানের চরণরজঃ, তাহার সঙ্গে মিশিতে হইবে। ভগবানের চরণের সঙ্গে যোগ হওয়া চাই, নতুবা সবই বৃথা।'

গোপালদার সব কথার মধ্যে এমন একটা directness ও simplicity যে তাহা মনকে স্পর্শ না করিয়াই পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৩

উত্তর বৃন্দাবন
মীরতোলা (আলমোড়া)
২৮. ৬. ৪৩

শ্রীচরণকমলেষু,

মায়ীর* সঙ্গে আলমোড়ায় কিছু কিছু প্রসঙ্গ হইয়াছিল। নিকটেই একটি ধোপার বাড়ী দেখাইয়া একদিন বলিলেন: 'কাপড় চোপড় সব কাচ্‌তে দাও। আর ভিতরের কাপড় কাচ্‌তে লাগো।'

আমি: 'ভিতরের কাচা তো অত সহজ নয়—যেমন সরু মুখওয়ালা ঘটির মধ্যে হাত যায় না, ময়লা জমেই থাকে, কেবল বাইরেটাই চক্‌চকে করা যায়, তেম্‌নি মনেরও গহন দেশে হাত পৌঁছায় না, তাই সেখান হইতে ময়লা ভাসিয়া উঠে, সর্বাংশ উজ্জ্বল করিয়া তোলা যায় না। এর উপায় কি?'

মায়ী: 'মাজতে মাজতেই মুখটাও বড় হ'য়ে যায়, তখন ভিতর অবধি সব পরিষ্কার করে তোলা যায়।'

আমি: 'আবার যাদের হাত ছোট, সেই কচি ছেলেমেয়েদের দিয়েও তো ভিতরটা পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া যায়। সেই ছোট্ট মেয়েটি তো অনায়াসে ভিতরে হাত পুরে দিয়ে সব সাফ্‌ করে দিতে পারে।'

মায়ী: 'হ্যাঁ, সেই ছোট্ট মেয়েটিও তো তোমার মধ্যেই আছে।'

আমি: 'তাকে তো হুকুমও করা যায়—তুমিই ভিতরটা সাফ্‌ করে দাও।'

মায়ী: 'হ্যাঁ, সেও তো হয়। সেদিক্‌ দিয়ে তুমি অনুযোগ করতে পার, ভগবান্‌ কেন আমায় তেমন কৃপা করছেন না, যাতে আমার সর্বাঙ্গ শুদ্ধ হয়ে ওঠে। আবার নিজের দিক্‌ থেকে দেখ্‌লে বলতে হয়—নিশ্চয়ই আমার কর্মে কোনো মারাত্মক ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, যার

---

* শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য তেমন ফল ফল্‌ছে না। তখন তারই সংশোধনের চেষ্টা করতে হয়। তবে কোনো কর্মই বিফলে যায় না, কিছু না কিছু ফল হচ্ছেই।'

আমি: 'গীতায় যে অশ্রদ্ধাপূর্বক কর্মকে অসৎ কর্ম বললেন অথচ প্রথমেই শ্রদ্ধা আসে কেমন করে? তা হ'লে এমন অসৎ কর্ম না করাই ভাল।'

মায়ী: 'ও-কথা বললেন যাতে লোকে সাবধান হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম করতে চেষ্টা করে। কিছু শ্রদ্ধা তো আছেই, নইলে কর্ম করতেই বা যাবে কেন? একেবারে শ্রদ্ধাশূন্য বলা চলে না। তবে সেই শ্রদ্ধাকে বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত।'

শরীর খারাপ চলিতেছে, এ-সব ব্যাধি প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে একদিন বলিলেন: 'এক সময় এমন একটা অবস্থা ছিল যখন শরীরে সামান্য সর্দি পর্যন্ত নেই, কোনো রোগই স্পর্শ করতে পারত না। তারপর হঠাৎ খেয়াল হল অসুখ হোক্। সেই থেকে খারাপই চলছে। ওরাও তো তাঁরই রূপ—কোনোটাই বাদ দেওয়া চলে না। ভাল থাকাও যা, খারাপ থাকাও তাই। যেমন দুহাত নইলে তালি বাজে না, তেমনি এটাও চাই, ওটাও চাই। আবার খেয়াল হলে রোগ চলেও যায়। এমন কি, মৃত্যুর সব লক্ষণও শরীরে দেখা দিয়েছে, 'রাম নাম সত্য হয়' বলার উপক্রমও হয়ে গিয়েছে আবার হঠাৎ শ্বাসের ক্রিয়া বদলে গিয়ে শরীর ঠিক হয়ে গেল।' শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদেহ সম্বন্ধে মতের উল্লেখ করাতে বলিলেন—'সে-ও একটা অবস্থা এবং সেটাও সত্য। কিন্তু এটাও আবার আর এক অবস্থা, যেখানে কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। হাসিও যা কান্নাও তাই, কালোও যা সুন্দরও তাই।'

৺যতীশবাবুর সন্ন্যাস ও দেহান্তের কথা সেদিন একান্তে শুনাইয়াছিলেন। জপক্রিয়া সম্বন্ধেও কিছু আলাপ হইয়াছিল—সহজ স্বাভাবিক প্রাণধারার তালের মধ্যে নামকে ফেলিয়া দেওয়ার উপরই জোর দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার পাশের ঘরেই আমাকে স্থান দিয়াছেন। সেজন্য প্রায় সর্বদাই প্রসঙ্গ চলিতেছে। ইহাঁর সাধনভজনে একনিষ্ঠতা ও সর্ব মত সম্বন্ধে উদারতা মনকে মুগ্ধ করে। সব সময়ে Middle Path, 'মধ্যমা প্রতিপদা', মধ্য পথের উপর জোর দেন। তাঁর কঠোপনিষদের উপর বইটি* পড়িতেছি। অতি উপাদেয় বোধ হইতেছে। 'যমেবৈষ বৃণুতে'র ব্যাখ্যায় শঙ্করের মতই অবলম্বন করিয়াছেন ও বলিয়াছেন: 'Dualist commentators such as Madhva split up the sentence differently.....; thus they obtain a doctrine of Grace, of which one can only say that it is conspicuous by its absence from all the early Upanishads and reads very strangely in this context'। এত বড় ভক্তিমান্ পুরুষও যে এরূপ কথা বলিতে পারেন, ইহা বড় বিস্ময়কর।

সেদিন বলিতেছিলেন: 'দেখ, রামানুজের ভাষ্যও পড়িলাম, শঙ্করও পড়িলাম। রামানুজ হয়তো সাধারণভাবে ভক্তিমান্ লোক ও খুব পণ্ডিতও ছিলেন কিন্তু সেই mystic element I am so fond of, সেটা রামানুজের মধ্যে পাই না। কিন্তু শঙ্করের লেখার ছত্রে ছত্রে এই mystic element. He ran straight for the ultimate thing and then came to explain it.'

উপাসনাকাণ্ডের রহস্য যে একেবারে লুপ্ত, সে সম্বন্ধে তিনিও একমত। তবে বলেন যে it must be revived some day। বুদ্ধের পর কর্মকাণ্ড একেবারে neglected হইয়া রহিল, শঙ্কর আসিয়া tried to link it up with an identical philosophy কিন্তু ঠিক রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না। উপনিষদের কর্মকাণ্ডে নাকি মাধ্বভাষ্য অনেক আলোকসম্পাত করিয়াছে।

---

* The Yoga of the Kathopanishad.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলেন, 'তিনি যে একেবারে নূতন অভূতপূর্ব কথা বলিতেছেন, ইহা আমি মানিতে রাজী নই'। বেদান্তখণ্ডনের কথাতে বলিলেন: 'লোকে আসল জিনিষ কি, জানিতে চায় না, তবে করে কি? না, মায়াবাদ ইত্যাদির একটা dummy বা খড়ের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া লয়, তারপর দু'তিনটা blows-এই তা'কে ভূপাতিত করিয়া বাহবা লয়। What does he mean by সংসার, by কর্ম, by মায়া—সে-সব কেহ বুঝিতে চাহে না। 'জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ'?—সংসার থাকিতেই পারে না, এ-কথা বলিলেই লোকে বলিয়া উঠিবে— 'Well, this is Shankara.' But a fact is a fact—be it Shankara's or Chaitanya's—what matters? কারণ, সংসার মানেই অহংকারাশ্রয়ে এই ভেদ-প্রপঞ্চ দর্শন। তত্ত্বজ্ঞানে তাহা থাকিতেই পারে না। তেমনি later Vedantins, আধুনিক বেদান্তীরা বৈষ্ণবের 'নিত্য বৃন্দাবন' ইত্যাদি খণ্ডনে মনে করেন নিত্য বৃন্দাবন যেন একটি উঁচু টাপু বা plateau, সমস্ত দুনিয়া লুপ্ত হইয়া গেলেও যাহা শূন্যে ঝুলিতে থাকিবে! এমনই crude সব বিষয়ের ধারণা।'

'আসল কথা এই যে লোকে যখন জ্ঞান ও ভক্তির তুলনা করে, তখন জ্ঞানপন্থী সাধনভক্তির সহিত সিদ্ধ জ্ঞানের তুলনা করিয়া ভক্তির ন্যূনতা দেখান, আবার ভক্তিবাদী সাধনজ্ঞানের সহিত সিদ্ধা ভক্তির তুলনা করিয়া জ্ঞানের লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ কিন্তু ইহা একটি ত্রিকোণের মত:

কৃষ্ণপ্রেমের সাধনার ধারাও বড় বিচিত্র। বলিতেছিলেন: 'there are three or rather two keys to this mystery' —আধি-দৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। উপনিষদেও দেখিতে পাইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বত্র 'অথ আধিদৈবিকম্', 'অথ অধ্যাত্মম্' ইত্যাদি সঙ্কেত, আবার 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' ইত্যাদি সঙ্কেত। জগতে এই দুইটিই পরম রহস্য : 'the stars above and the soul within'। ইহাদের correspondence-টা খুঁজিয়া বাহির কর। For instance, 'the Heart, the Sun and the Gold are one' —কি প্রকারে তাহা অনুসন্ধান কর। This interested me in astronomy. সপ্তর্ষিমণ্ডলকে অবলম্বন করিতে পার, আবার চন্দ্র-সূর্যকে বাদ দিলে শুধু পাঁচটিও লইতে পার। এই পঞ্চ বা সপ্ত লইয়াই সাধনা। আবার পঞ্চ মহাভূতও লইতে পার—তাহার সঙ্গে প্রকৃতি (Lunar-Moon) ও পুরুষ (Solar-Sun) যোগ করিলে আবার সাত। এমনি করিয়া যদি মূল তত্ত্বটি ধরিতে পার, তাহা হইলে সকলের মধ্য হইতেই সেই essence-কে, সার বস্তুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।'

সব বিষয়েই অগাধ পাণ্ডিত্য, চমৎকার লাইব্রেরীও আছে। অথচ বইয়ের জ্ঞানের উপর তেমন মূল্য দেন না, বলেন : 'I have learnt so much from the stars', কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে : 'What have you learnt ?' তাহা হইলে হয় তো কিছুই বলিতে পারিব না, কারণ তাহা অনির্বচনীয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৪

কলিকাতা

২৪. ৮. ৪৪

শ্রীচরণকমলেষু,

সেদিন এখানে ফিরিয়া আপনাকে যে কার্ড লিখিয়াছি, তাহা যথাসময়ে পাইয়া থাকিবেন। আপনাকে পত্র লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই যতীশবাবুর ওখানে ফোন্ করিয়া জানিতে পারি যে মায়ী* এখানে আবার আসিয়াছেন। খবর পাইয়াই তাঁহার কাছে চলিয়া যাই ও রাত্রি পর্যন্ত ছিলাম। আপনাদের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ও কিছু কথাবার্তা হইল। অসম্ভব ভীড়ের জন্য ভালভাবে প্রসঙ্গ করার সুযোগ হয় নাই। পরদিন সারাদিন তাঁর কাছে ছিলাম ও সন্ধ্যায় হাওড়ায় তাঁহাকে কাশী রওনা করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরি। বড় আনন্দে কাটিয়াছিল—সঙ্গে বসাইয়া আহারাদি করিয়াছিলেন।

প্রথম দিন দু' একটা কথার পর বলিলেন: 'মাথার কিছু ঠিক নেই—এমন পণ্ডিতের সামনে বক্‌বক্ করছি!'

আমি: 'আমার নামে আর ঢাক পিটিয়ে কি হ'বে? আমাকে লোকে যথেষ্ট চেনে।'

মায়ী: 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এ শুধু ঢাক পেটা, কেবল ফাঁকা আওয়াজ। তবে লোকের কিছু উপকার হয়, কিছু পরোপকার হয়।'

আমি: 'সত্যি কিছু হয়?'

মায়ী: 'হ্যাঁ, হয়। ভাল কথা বলিয়ে এরা পরের (অর্থাৎ এ শরীরের) কিছু উপকার তো করে যায়।' (উচ্চ হাস্য)

আমি (কথাটা এ ভাবে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়াতে বলিলাম): 'আজকাল কথায় খুব পণ্ডিত হ'য়েছ।'

মায়ী (হাসিয়া): 'এখনও যা, আগেও তা, পরেও তা।

---

* শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদের দৃষ্টিতে এখন-তখন আছে বলেই এ রকম মনে হয়।'

শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন : 'কেমন দেখছ ?'

আমি : 'বেশ ভালই তো দেখছি এবার।'

মায়ী : 'শরীরের কাজ শরীরকে করতে দেওয়া। ওদিকে খেয়াল না রাখা।'

আমি : 'সবই যদি এ রকম ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে মনের কাজও মনকে করতে দিলেই হয়, তা'কে বশে আনবার জন্য এত মারামারি কেন ?'

মায়ী : 'ছেড়ে দিতে পারলে তো হয়ই। ছেড়ে দেয় কই ? ছেড়ে দিলে মন আর থাকেই না, সুতরাং তা'কে বশে আনার কথাই ওঠে না।'

পরদিন ঐ পণ্ডিত হওয়ার কথা তুলিয়া নিজেই বলিলেন : 'কাল আমার বন্ধু গোবিন্ (বড় পুরুষেরা আমার বাবা, মেয়েরা মা, আর কতকগুলি আমার বন্ধু আছে) ঠাট্টা করে বল্‌ছিল, 'তুমি খুব পণ্ডিত হয়েছ', তাই বল্‌ছি এখান থেকে যা কিছু বেরোয় তা সবই স্বকৃত—স্বভাবের কৃত, বিকৃত কিছু নয়, কোনো কিছু বানিয়ে বলা বা শোনা কথা নয়। বিকৃত হ'লে এখান থেকে মোটে বেরুতই না। কাল বন্ধু আমাকে কথা শুনিয়েছিল, আমিও আজ বন্ধুকে দু'কথা শুনিয়ে দিলাম।' (উচ্চ হাস্য)

প্রথম দিন ঘরে ঢুকিতেই বলিলেন : 'কি ? আজকাল তো চাকরী-বাকরীতে লেগে আছ।'

আমি : 'কই ? না তো।'

মায়ী : 'আমি কিন্তু তোমাকে চাকরীর রূপে দেখ্‌ব না। চাকরী কর বা না কর, আমি কিন্তু একরকমই দেখে যাব। চাকরী তো করছই বরাবর, নয় কি ? আমরা সবাই তো চাকর।'

একজন বলিলেন : 'আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না।'

মায়ী : 'হ্যাঁ, আপনাকে ছেড়ে কারুরই যেতে ইচ্ছা করে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা-পুত্র সংবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

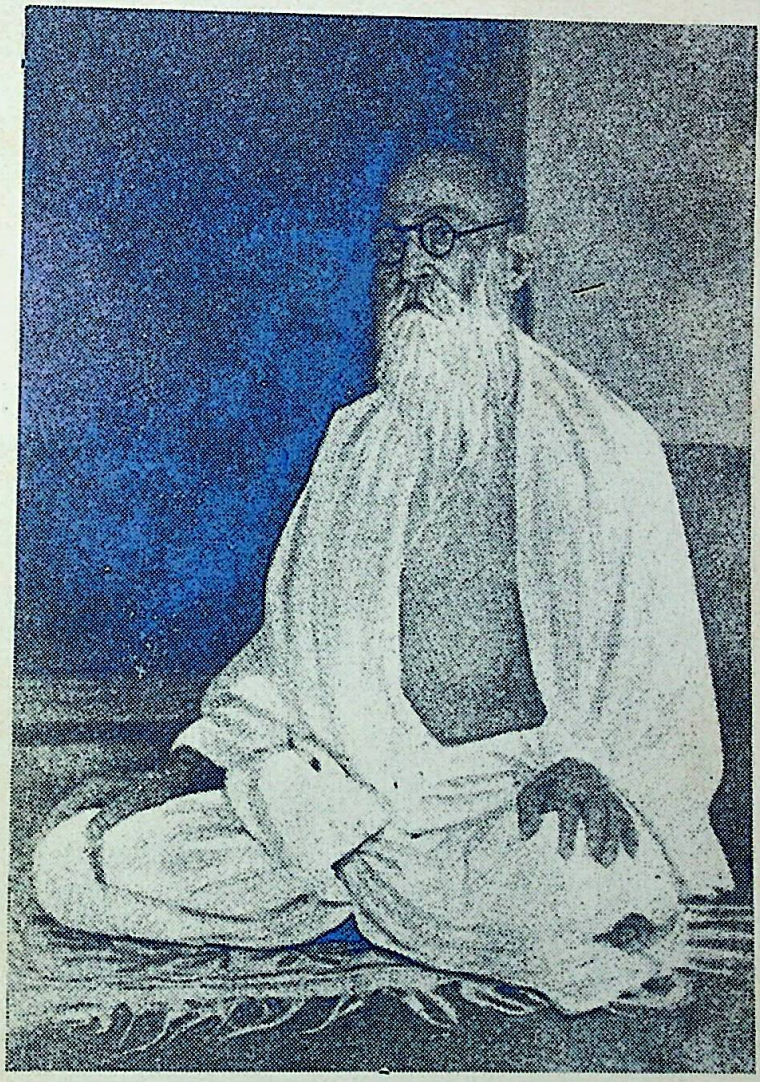

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বৈদ্যনাথ দেওঘর
৬. ৫. ৩৮

কল্যাণবরেষু—

তোমার চিত্তে এই সৎপ্রশ্ন জাগিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। কারণ, এইরূপ প্রশ্ন জাগাই আত্মজাগরণের পরিচায়ক ও পরম শুভসূচক। এই প্রশ্ন আবার দুইভাবে জাগিয়া থাকে—এক, মনের বহিঃপ্রাঙ্গন হ'তে, অপর মনের মর্মদেশ হ'তে। যেটা মনের surface হ'তে জাগে, সেটা প্রায়শই সাময়িক আগ্রহমাত্র, একটা idle curiosity মাত্র, আর যেটা মনের অন্তরতম তল হ'তে, deeper-level হ'তে জাগে, সেটা একেবারে সমস্যার আকারে, problem-এর আকারে আসিয়া দেখা দেয়। ক্ষুৎপিপাসার মত সেটার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কিছুতেই সুস্থির হইতে পারেনা। তাই ইহার সমাধানে সে জীবন উৎসর্গ করিয়া বসে, dedicate করিয়া বসে। আর এই dedicated lifeই হ'ল মহান্ মহনীয় জীবন। কোনো একটা উচ্চ আদর্শের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, সেই জীবনই ধন্য হয়—তাহা কি কর্মক্ষেত্রে, কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি প্রেমের ক্ষেত্রে, কি ধর্মক্ষেত্রে। এই জীবন উৎসর্গও যাহা আর সর্বভাবে শরণাগতিও তাহাই। তোমার এই প্রশ্ন তোমার হৃদয়কে এইরূপভাবেই অধিকার করিয়া ধীরে ধীরে তোমাকে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিক্ এবং সর্বপ্রকার সাফল্যের পথে অগ্রসর করুক্।

"সাধন-মার্গের correct attitude কি হওয়া উচিত?"—এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ শ্রীগীতায় অতি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার উপদেশই আমাদের সর্বতোভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি সাধকের তিনস্তরে তিনটি আদর্শ নির্দেশ করিয়াছেন ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম কর্মস্তরে— ময়ি সর্ব্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

দ্বিতীয় ভক্তির স্তরে—যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

তৃতীয় ভক্তির ও জ্ঞানের সন্ধিভূমিতে—
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বোণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে ভগবান্‌কে বাদ দিয়া কোনো সাধনাই হইতে পারেনা। কিন্তু তিনি সকলের মূল হ'লেও, সকল শক্তির আধার হ'লেও, সর্বঅনুস্যূত হ'লেও, তাঁর সঙ্গে একটা conscious unison চাই, সজ্ঞানে যুক্ত হওয়া চাই। এই যুক্ত হ'তে হ'লে যতদিন পৃথক্ অহংবোধ আছে ততদিন যুদ্ধও অনিবার্য। ততদিন সাধকের "মামনুস্মর যুধ্য চ" ইহাই হওয়া উচিত মূলমন্ত্র, আর সাধনার শেষ ভূমিতে গিয়া "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাই হইতেছে মূলমন্ত্র।

তবে একথা অবশ্য মনে আসিতে পারে যে যখন শেষে গিয়া সেই সর্বভাবে শরণাগতিই আশ্রয় করিতে হইবে, তখন গোড়াতেই তো এইসব ছেড়ে দিয়ে ঐ শরণাগতির আশ্রয় নেওয়াই ভাল? কিন্তু যেমন জ্ঞানের পথে শেষে গিয়া আর বিচারের গতি থাকে না, কিন্তু তাই বলিয়া গোড়াতেই বিচার ছাড়িয়া দিলে বুদ্ধি বিকাশের অবসরই পায় না। তাই তাকে বুদ্ধির এই চরম ধাপে উঠা পর্যন্ত বিচারকেই দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করিয়া চলিতে হয় এবং শেষ পর্বে আসিয়া বিচার তা'র limit reach করিয়া আপনি খসিয়া যায়। তেমনি কর্মস্তরেও তাকে প্রবল উদ্যমের সঙ্গে, পরম উৎসাহের সঙ্গে কর্ম করিয়া যাইতে হয় এবং শেষে গিয়া "ন কর্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা লাভ হয়। এই কথাটা না বুঝিয়া পাছে মানুষ মিথ্যা শরণাগতি, মিথ্যা ধ্যান বা মিথ্যা জ্ঞান বা মিথ্যা রাগমার্গের ভান করিতে গিয়া কর্ম ত্যাগ করিয়া, চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বসে, তাই তাহাদের সতর্ক করিবার জন্য ভগবান্ বলিলেন—"মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি"। এটাও একটা মিথ্যাচার। আর যে প্রথম প্রথম ব্যর্থতা সেটা সার্থকতারই নামান্তর। শিশু যখন প্রথম চলিতে শেখে তখন যে কত পড়ে, কিন্তু এই পড়া ও উঠাই তাকে একদিন অস্খলিত পদে চলিতে সমর্থ করে। সে সময় মায়ের করাঙ্গুলি ধরিয়া থাকিলে তো হাঁটিতে শেখাই যায় না। এইরূপ সাঁতার শেখা আদি সকল প্রকার শিক্ষাতেই এই সাফল্য-বৈফল্যের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং এ সময় পড়ার ভয় করিলে চলে না বা হতাশ হ'য়ে ছেড়ে দিলেও চলে না। প্রথমটা বড় uphill work, বড় বিষমিব, কিন্তু এই বিষই অমৃতে পরিণত হয় দৃঢ় অভ্যাসের ফলে এবং তখন 'বিষমিব'র স্থলে 'রমতে' দেখা দেয় এবং 'দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি'। যতদিন নিজত্ববোধ, অহংবোধ থাকিবে ততদিন স্বতন্ত্র চেষ্টাও থাকিবে। নিজত্ব বোধকে 'সরে যাও' বল্‌লেই তো সরে যাবে না, এটাকে সরাতেও একটা বিপুল চেষ্টা প্রয়োজন, বহু জন্মব্যাপী সাধন প্রয়োজন। তামসিক 'নাহং' ভাব বা রাজসিক 'অহং' ভাব—ইহারা কেহই শান্তি দিতে পারে না, সাত্ত্বিক অহংকারের ভূমি আসিলে তবে শরণাগতির পথ মিলে। এখানে এলে সাধক 'মুক্তসঙ্গ অনহংবাদী' অথচ 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত' হয়। এ এক বিচিত্র অবস্থা। এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে 'নিয়তং সঙ্গরহিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতং অফলপ্রেপ্সু' হ'য়ে কর্ম চলে এবং এবং 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব'—এই উভয় ত্যাগ করিয়া 'কার্যমিত্যেব কর্ম' নিয়ত করারূপ ত্যাগ দেখা দেয়।

বাস্তবিকপক্ষে সে-ই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তা'র ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত বিশ্ব অবিরাম তারই শক্তির প্রভাবে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং তাহারই একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকশিত অবস্থায় এই আংশিক স্বাধীনতা দেখা দিয়াছে এবং সেই সঙ্গে জীবের স্বাতন্ত্র্যবোধও জাগিয়াছে। যতদিন এই অবস্থায় জীব থাকিবে ততদিন এ ভূমির বিধানই হ'ল চেষ্টার অনুপাতে কৃপালাভ, সুতরাং এখানে নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলাবার জন্য যে প্রাণপাত চেষ্টা তাহাই যথার্থ শরণাগতি। এখানে জীবদৃষ্টিতে উত্থান-পতন থাকিবেই—এখানে গতি ঋজুরেখায় নয়, বক্ররেখায়। কিন্তু এটা পাহাড়ে চড়াই-উৎরাইয়ের মত—প্রতি উৎরাই আরও উপরে উঠাবারই সহায় হয়। এটা বিরোধের মধ্যে সমতা—এটা 'নির্দোষং সমং' নহে। এই সাধনে যে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা সেটা higher self এরই চেষ্টা এবং এই higher self আর পরমে যেদিন সব ভেদ চলিয়া যায়, সেদিন এটা ভগবৎ প্রেরণা বলিয়াই অনুভব হয়। সুতরাং এখানেও জীবচেষ্টা ও ঈশ্বরচেষ্টায় ক্রমশ ভেদ ক্ষীণ হইতে হইতে যখন একেবারে চলিয়া যায়, তখনই জীব তাঁর হাতের যন্ত্র হয়, তিনিই তা'র চালক, পালক, রক্ষক হ'ন। তখনই দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয়, সর্বগ্রন্থি ভেদ হয়। তা'র পূর্বপর্যন্ত ঐ তাঁর কৃপা কাতরে ভিক্ষা করা ও অত্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া সাধনে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। সর্বদা তখন স্মরণ রাখিতে হয় যে তাঁর শক্তিই আমাকে সর্বদা বল দিতেছে, আমি চাহিলেই সে আসিয়া আমার সহায় হইতেছে, তাঁর শক্তিই জীবাকারে আমার ভিতর ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে, আমি সে-শক্তির পরিচালন না করিয়া বসিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট প্রত্যবায়ভাগী হইব।

আজ এই পর্যন্ত রহিল। ইহার পর কোনো শঙ্কা উঠিলে জানাইও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

৫. ৮. ৩৮

সেই ভুবনসুন্দরকে পেতে হ'লে নিজে সর্বাঙ্গসুন্দর হ'তে হয়, কেননা সে যে সকল-সুন্দর-সন্নিবেশ! তাই যে যত নিজেকে সর্বভাবে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে সে তত তাঁ'র নৈকট্য লাভ করে, তত তার কানে সেই তা'র মধুর মুরলীরব নিত্য স্ফুরিত হইতে থাকে। নিজের ধাত অনুসারে একটি ভাবের সাধন সকলের নিকটই প্রায় প্রধান হইয়া থাকে এবং সেই ভাবকেই দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করিয়া উঠিতে হয়, কেননা এক হিসাবে সেইটি তা'র স্বভাবজ। তবে তৎসহ অন্য অঙ্গগুলিও যিনি উপেক্ষা না করেন, তাঁর পক্ষে সেগুলিও বিশেষ সহকারী হইয়া থাকে।

৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

২৭. ৩. ৩৯

গীতায় প্রথম যজ্ঞার্থ, পরে যোগার্থ, পরে মদর্থ কর্ম ও শেষ নৈষ্কর্ম্য। সত্যই ইহাই মানবিক উন্নতির পূর্ণাদর্শ। এ আদর্শানুরূপ পুরুষ যে জগতে দুর্লভ, তাহা তো ভগবান্‌ই নিজমুখেই বলিয়াছেন এবং সেইজন্যই 'বহূনাম্ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে' বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়াছেন যে "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি',— এ পথে পা দিলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। তাই ভাগবতও বলিয়াছেন—'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেৎ ন পতেৎ ইহ'। ধীরে ধীরে তিনিই এইভাবে ফুটিয়া চলিয়াছেন, তাই এখানে অসম্ভবও সম্ভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যাইতেছে। প্রথম মানুষকে ধীর হ'তে হ'বে, পরে প্রসন্ন ও বশী হ'তে হ'বে ও শেষ সমতার ভূমি প্রাপ্ত হ'লে তাঁর মিলন-মন্দিরের দ্বারে গিয়া পৌঁছান যাবে। এ সব অবস্থাই জীবনে একের পর এক করিয়া ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য সাধনকে প্রাণবন্ত করা আবশ্যক, শুধু theory-তে না থাকিয়া যায়। মানুষের ভিতর প্রথম যখন জগতের দুঃখতাপের ধাক্কা আসিয়া পৌঁছে, তখন সে পলাইয়াই রক্ষা পাইতে চায়, কিন্তু পলায়নে চিরদিনই পরাভব। এখানে সংগ্রামই প্রথম প্রয়োজন। আরামে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। Other-worldly ভাবটা সেই-জন্যই প্রথম দেখা দেয়, কিন্তু একটু তাঁর স্পর্শ লাভ করিলে তখন 'সর্বভূতহিতে রতা'র দিকেই বেশী ঝোঁক আসিয়া যায়।

সমাধি তো প্রত্যয়বিশেষই বটে। এটা deepest concentrated well-reasoned absorbed thinking। তাই মধুসূদন ইহাকে 'ভাবনাবিশেষ' বলিয়াছেন। এই ভাবনাবিশেষে ভাব্য বিষয় সম্বন্ধে 'কিং কেন কথং' লইয়া ধ্যান চলিতে থাকে, যাহার ফলে শেষে 'স্বরূপশূন্য অর্থমাত্রনির্ভাস' অবস্থারূপ সমাধি ফুটিয়া উঠে। যে-সমাধিতে প্রজ্ঞার উদয় না হয় তাহা সমাধি নয়, ব্যাধি। সমাধিতে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ব্যুত্থিত অবস্থায় আনন্দ অনুভব হয় না, আনন্দ বরাবরই অক্ষুণ্ণ থাকে। সুপ্তি অবস্থায় মনের lower partটা তমেতে লয় হয় বটে, তাই distracting elementটা সরিয়া যাওয়ায় সত্ত্বসংস্কার সাক্ষাৎ ভগবানের স্পর্শ পাইয়া কৃতার্থ হয় এবং সেই স্পর্শের স্মৃতি জাগ্রতেও লইয়া আসে।

শাস্ত্র লইয়া পড়ার সঙ্গে ধ্যান দিতে অভ্যাস করিলে শাস্ত্রে একটা রসাস্বাদ হয় এবং তখনই শাস্ত্র সৎসঙ্গের মত পরম হৃদ্য হইয়া উঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

২২. ৯. ৩৮

যতদিন শ্রীভগবানের জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার খুলিবার সামর্থ্য না জন্মে ততদিন মানবের জ্ঞানভাণ্ডার হ'তেই জ্ঞান আহরণ করা কর্তব্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষিগণ যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের পুস্তকেই পাওয়া যায় এবং স্বল্পকাল তাহার আস্বাদন মানুষকে অনেক উপরের ভূমিতে উঠাইয়া দেয়। সে জ্ঞানও যখন শ্রীভগবানের কৃপাতেই তাঁহারা পাইয়াছেন তখন তাহাকেও উপেক্ষা করা চলে না। বরং মনে হয় তাহারই পুনঃ পুনঃ আলোচনার ফলে মানুষ একদিন নূতন আলোকের সন্ধান পাইতে পারে। এইরূপেই জগতে জ্ঞান বিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে এবং একদিন আশা হয় এই জ্ঞান পরম জ্ঞানে গিয়া পরিণত হইবে। ভগবানের কৃপায় তোমার যথার্থ জ্ঞানপিপাসার উদয় হউক্।

৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

২৪. ৮. ৩৮

শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিজের কর্তব্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সকল বাধাই আপনি সরিয়া যাইবে। নিজের নির্দিষ্ট ভজনের সময় বন্ধুদের জানাইয়া দিলে সে সময় আর কেহ আসিয়া ব্যাঘাত করিবে না। কোনো জিনিষ আন্তরিকতার সহিত করিলে সকলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় আপনিই নত হইয়া পড়ে। সাধককে ভক্ত হইবার পূর্বে শাক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে না জাগাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলে ধর্মপথে, কর্মপথে ও জীবনের পথে অধিকদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। ইচ্ছার বল হইতেই চরিত্রবল দেখা দেয়, চরিত্রবল হ'লে সর্ববল, এমনকি শ্রীভগবানের কৃপাবলও আসিয়া তাহার সহায় হইয়া দাঁড়ায়।

৬

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

১৩. ৮. ৩৮

সাহিত্যটাও মানবমনের বিকাশের একটা পরম সহায়। সাহিত্যের ব্যাকরণটা দর্শনের দিক্ আর অলঙ্কারটা রসের দিক্। এই জ্ঞান আর রসই মানবমনকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলে। চাই deeper spring of lifeটাকে touch করা। যে উপায়েই তাহা হয় সেটাই শ্রীভগবানের স্পর্শ আনিয়া দেয় ও তাঁহাকে জানাইয়া দেয়। ইহা তরল জ্ঞানেও হয় না, তরল রসেও হয় না। ইহার জন্য প্রয়োজন একটা অতি গভীর অভিনিবেশ, ইহার জন্য চাই অতলতলে ডোবা এবং তার জন্য চাই দমসামর্থ্য। এইজন্যই ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদও বলিয়াছেন: "তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর মূলে"। সত্যই এই মর্মদেশে প্রবেশ করিতে না পারিলে সে লুকান ঠাকুরটির সন্ধান পাওয়া যায় না। এইজন্য সকল দেশের সকল সাধকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন মানবের অন্তরনিহিত পরমশক্তির পূর্ণবিকাশেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার নিকটই 'বাসুদেবঃ সর্বম্' হইয়া দাঁড়ান, তাঁহারই অন্তর বহির উভয়ভাবেই ঐ পরমদেবের, ঐ বিষ্ণুর পরম পদের অবিচ্ছিন্ন দর্শন লাভ হয়। এই গভীর অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনের কাহাকেও হেলা করা চলে না, ইহারা সকলেই এই পথের পরম সহায়। কর্ম এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রাসাদের ভিত্তিস্বরূপ, রস ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর জ্ঞান ইহার চূড়া। তাই হিন্দুরা তাঁহাদের প্রধান উপাস্য গায়ত্রীকে এই তিনভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে গান আছে, ত্রাণ আছে। গান অংশেই ইহার ক্রিয়ার ও রসের সংযোগ, আর ত্রাণ অংশেই মহাপ্রকাশ। তাই ইঁহারা গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে 'মধুবাতা' মন্ত্রও সমসূত্রে জুড়িয়া সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা রসকে ব্রহ্মবিদ্যাসহোদর ভাবেই দেখিয়া থাকেন। সাহিত্যের অলঙ্কার সেই রসেরই সন্ধান দেয়—ইহারই উপর বাংলার প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারকে এই ভাবে গ্রহণ করিলে, এইভাবে আলোচনা ও ধ্যান করিলে ইহারাই মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে, জীবনকে প্রফুল্ল ও প্রস্ফুটিত করিয়া দিবে।

৭

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

১৯. ১২. ৩৮

এ পথে অভিক্রমের নাশ নাই, কল্যাণকারীর দুর্গতি নাই। যতটুকু মানুষ তাঁর প্রীতির জন্য কর্ম করে ততটুকু সে অগ্রসর হইয়া চলে এবং সে সংস্কার তা'র জীবনের চিরসহচর হইয়া থাকে। জীবনের পর জীবনে এইরূপে জীবনকমল বিকশিত হইতে হইতে একদিন পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে। এ ফুটে সে তাঁরই কৃপায়, তাঁরই পরশে। সেইজন্য তাঁকে সর্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিয়া চলিলে স্খলনের বা পতনের আশঙ্কামাত্র নাই।

বুদ্ধি রজতম মিশ্রিত হ'লেই ভোগের দিকে নিয়ে যায়, আর সত্ত্বাভিমুখী হ'লেই যোগের দিকে, জ্ঞানের দিকে লইয়া চলে। ব্যাসভাষ্যে ঐ স্থানটিতে ইহারই বর্ণনা অতি সুন্দররূপে দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। রজ যে ভাবের সহচর হয় তাহাকেই বাড়াইয়া তোলে এবং যেখানে রজ উদয় হয় সেখানে আলস্য অবসাদ আর থাকিতে পারে না। এজন্য রজ সর্বাবস্থাতেই হেয় নহে, ইহা বরং সাধনে উত্তেজনা আনার পরম সহায়। ওখানে যে ঐশ্বর্যের উল্লেখ আছে, ওটা অষ্ট ঐশ্বর্যেরই দ্যোতক, যোগবিভূতিরূপ পরম ঐশ্বর্যেরই পরিচায়ক, সুতরাং উহা বৈরাগ্যের সহিত বিরুদ্ধ নহে। এ বৈরাগ্য ভোগে বিরাগ কিন্তু সংযমরূপ যোগৈশ্বর্যে অনুরাগ। পাতঞ্জলে যেমন বুদ্ধির ধাপ ফোটার পরিচয় দেওয়া আছে এবং সাধনের ধাপগুলি, বুদ্ধিশুদ্ধির ধাপগুলি যেমন পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আছে, এমন আর কুত্রাপি নাই। এখানে যেন ঋষি তাঁর দিব্যদৃষ্টির ফলে আমূল বুদ্ধিবিকাশের পর্বগুলি সমস্ত দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মানুষ কি ক'রে জীবনকে পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহার সমস্ত উপায়গুলি অতি সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই যোগে সংসিদ্ধ হ'লে তবে যথার্থ ভক্তি ও জ্ঞানের পথ খোলে। এই 'যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা' না হ'লে জ্ঞানের যে প্রধান পথ তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই ইহা অতি আদরে সেবা করা প্রয়োজন। শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে নহে, ব্যাবহারিক জীবনেও যত কিছু উন্নতি সব এই যোগের উপর নির্ভর করে। আশাকরি পাতঞ্জল তোমাকে সাধনের রাজমার্গ দেখাইয়া দিতে পারিবেন।

৮

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

১৩. ৯. ৩৮

বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলেই যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায় না, তাহাকে প্রথমে যেমন সযত্নে রক্ষা করিতে হয় ও যাহাতে সে বিনা বাধায় বাড়িয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য সাহায্য করিতে হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যতটুকু নিলেই প্রকৃতি নিজেই তা'কে অপূরণ করিয়া তোলেন এবং যথাকালে সে ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে, এমনি প্রাণকমলকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে প্রথম তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং পরে সে যাহাতে নির্বিঘ্নে পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য সাহায্য করিতে হয়। এই সাহায্য করাই হ'ল সাধনা। হিন্দুরা অবস্থার অনুরূপ সাধনার ব্যবস্থা করিয়া ইহাকে সহজে ফুটিয়া উঠিবার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। জীবনের প্রথম অবস্থায় যে সময় প্রকৃতি দ্রুত আপূরণের পথে তাহাকে লইয়া চলে, সেই সময় হিন্দুরা তাহার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সময়টা দেহ ও মন উভয়ই নমনীয় অবস্থায় থাকে, তাই এ সময় তা'দের যেভাবে গড়ান যায় সেইভাবে গড়িয়া উঠে। এ সময় যে ছাপ পড়িয়া যায় তাহা প্রায় আর শীঘ্র মুছিতে চায় না, তাই এইটাই হ'ল শিক্ষার প্রশস্ত কাল এবং এই সময়ই বিদ্যা ও সংযমশিক্ষার ব্যবস্থা হিন্দুরা এত সযতনে করিয়াছেন। এই সুবর্ণ সুযোগ একবার হারাইলে শেষে শত চেষ্টা করিয়াও আর পুনরায় তাহা ফিরিয়া পাওয়ার উপায় থাকে না। তুমি যে পথে জীবনকে পরিচালিত করিবে বলিয়া মনে করিয়াছ, সে পথে স্মরণ রাখিও বিদ্যা একটি মহা সহায়। পুস্তকগত বিদ্যা যদিও পরমের অনুভবকে জাগাইয়া দিতে পারে না, তথাপি ইহা যে পরম পথপ্রদর্শক সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

যিনি জীবনকে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করিতে চা'ন তাঁহার কি কর্তব্য, তৎসম্বন্ধে একজন ইংরাজ মনীষী বড় সুন্দর বলিয়াছেন—"not in some world apart, but here and now, in the duty however humble that lies nearest us, is the realisation of the higher self—the self that tends Godward —to be sought. To succeed is to throw one's whole strength into work ; and if the work must always and everywhere involve the passage through the portal

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of renunciation be special and even contracted, then the only life that for us human beings can be perfect is the life that is dedicated. I mean by this expression a 'dedicated life' one that is with all its strength concentrated on a high purpose. Where the stirring is great, the man is great. A life into which our whole strength is thrown, in which we look neither to the right nor to the left—such a life is a dedicated life. The lives of all great men have been dedicated; singleness of purpose has dominated them throughout. The quality of their work lay in the very stirring itself'.

এইরূপে যিনি জীবনে একলক্ষ্য হ'ন তিনিই জীবনকে সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়া শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিতে পারেন। এইজন্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলই ভগবানকে অর্পণ করার বিধি। তুমি বিদ্যায় আত্মনিয়োগ করিলে দেখিবে ইহা তোমাকে সর্ববাধাবিনির্মুক্ত করিয়া দিবে। এই বিদ্যাগারটা place of researchও যেমন place of trainingও তেমন। এইভাবে ইহাকে গ্রহণ করিলে ইহা তোমাকে সাধনের পথে বিশেষ অগ্রসর করিয়া দিবে। মন সুন্দর হ'লে জগৎ সুন্দর হয়। আর সর্বসুন্দর যিনি তিনি সুন্দর মনকেই বেশী সমাদর করিয়া থাকেন। সেইজন্য চাই মনকে সর্বভাবে সুসজ্জিত করিয়া তোলা—

প্রথমে চাই মনে বলাধান, পরে প্রেমাধান ও জ্ঞানাধান। এইরূপে অলঙ্কৃত মনই শ্রীভগবানের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এবং তাঁর রাস এই চিৎচন্দ্রের পূর্ণ উদয়েই হইয়া থাকে।

বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণের ৭৭।২৩ মন্ত্রটি সূর্যোপাসনার একটি বড় প্রশস্ত মন্ত্র। উহা আরম্ভ হইয়াছে 'অথৈষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকো ভবতি, যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি' etc, এই মন্ত্রটি অভ্যাস করিয়া নিত্য পাঠ করিও।

৯

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

১১. ১১. ৩৮

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি যে প্রাণে একটা শান্তি বোধ করিতেছ ইহা জানিয়া আরও আনন্দ হইল। ভগবানের কৃপায় এই শান্তি তোমার পরমা শান্তিতে পরিণত হউক্। মানুষের মনের অন্তর প্রকোষ্ঠে এই নিত্য স্থির শাশ্বত শান্তির আগার রহিয়াছে। মনকে তাঁর কৃপারসে অভিষিঞ্চিত করিতে পারিলে সেখানে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায়। এই স্পর্শ যে একবার পায় তার উদ্যম উৎসাহ অদম্য হইয়া উঠে। সে কিছুতেই আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। সংসারের শত কোলাহল, ঘাতপ্রতিঘাত তাহাকে তাহার সেই গন্তব্য পথ হ'তে আর স্খলিত করিতে পারে না। চিত্ত তখন এক অপূর্ব প্রসাদে ভরিয়া উঠে এবং সকল পদার্থ হ'তে, সকল দিক্ হ'তে সে যেন এক মহা উত্তেজনা লাভ করে। এই সময় মহাপুরুষদের জীবনী তাহার সাধনপথের বড় সহায় হয়, কেন না তাহারই মধ্যে সে নিজের জীবনচিত্র দেখিতে পায়। মানুষ কত কি দেখে, কত কি শুনে, কত কি পড়ে, কিন্তু সব সময় সব কথা প্রাণে ধরেনা, জীবনে কোনো অঙ্কপাত করে না। কিন্তু এমন একদিন জীবনে এক শুভ মুহূর্তে আসিয়া দেখা দেয়, যেন কোন্ এক অচিন্ দেশ হ'তে ভাবের ধারা আসিয়া চিত্তকে প্লাবিত করিয়া দেয় এবং তখনই দরদ দিয়া সাধকের কথা, গুরুর কথা, শাস্ত্রের কথা বুঝা যায়। এই রস, এই interest জাগাটাই বড় ভাগ্যের কথা। সেই রসস্বরূপ তোমার হৃদয়ে তাঁর এই অমৃত রস বর্ষণ করুন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

২৫. ৮. ৩৯

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাস্তবিক একদিক্ হ'তে দুঃখ যে কত হিতকর তাহা যাঁহারা দুঃখের মধ্যে পড়িয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিলে বুঝা যায়। অগ্নি যেমন শোধক ও পোষক, দুঃখও তেমনি শোধক ও পোষক। অগ্নিতে যাহা কিছু নিক্ষেপ করা যায় তাহাই যেমন রূপান্তরিত হইয়া নবীন ভাব লাভ করে, তেমনি দুঃখও মানুষকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে এবং শেষে অগ্নিই যেমন সুপথ দেখাইয়া জীবকে ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়, দুঃখও তেমনি মানুষের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভগবৎ সন্নিধানে তাহাকে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

১১

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

১৫. ৮. ৩৯

তোমার পত্র পাইয়া কত যে আনন্দ হইল বলিতে পারি না। তোমাকে যথার্থ আর্ত জানিয়া যে ভগবান্ এতদিনে তোমার মুখপানে তাকাইয়াছেন ইহাতে পরম শান্তি অনুভব করিলাম এবং তাঁহার চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণতি নিবেদন করিলাম। তিনি এইরূপেই অমঙ্গলের মধ্য দিয়াই মহামঙ্গল আনিয়া দেন। ইহাই তাঁহার শ্রীগুরুরূপে জীবের চক্ষু-উন্মীলন। যে তাঁর এই সঙ্কেত-অঙ্গুলী গ্রহণ করিয়া অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইয়া চলে সে-ই চরমে তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হয়। একটা বিষয় প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না। দৃঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস না আসিলে যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হয় না, শ্রদ্ধার উদয় না হইলে জীবনে যথার্থ উন্নতি লাভ করা যায় না। যাহাকে তিনি উর্ধ্বে উঠাইতে চান তাহাকেই তিনি শাস্ত্রবাক্যের যথার্থতা এইরূপে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দেন। ইহা তাঁহার পরম কৃপার দান। এই কৃপা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তখন সাধক তৎপর হইয়া উঠেন এবং নিজের ভিতর হইতে সমস্ত মলামাটি সযতনে ধুইয়া পুঁছিয়া চিত্তকে তাঁহার বসিবার উপযোগী করিয়া তোলেন। জীবনের এ একটা মহা মাহেন্দ্রক্ষণ—যিনি ইহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন তিনিই ধন্য ও কৃতকৃত্য হ'ন। দরিদ্র যেমন অমূল্যরতন লাভ করিলে সজাগ প্রহরী হইয়া তাহা রক্ষা করে, তেমনি ইহাকে সদা জাগ্রত থাকিয়া রক্ষা করিতে হয়। শিথিল প্রযত্নই ইহার পরম শত্রু, ইহাই ক্লৈব্য, ইহাই দৈন্য। ইহা যাহাতে কোনোমতে আর চিত্তে আসিয়া প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্যই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, আর সর্বোপরি নিয়ত তাঁর কৃপা আকুলভাবে প্রার্থনা করিতে হয়।

১২

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

২১. ৫. ৩৮

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। মানুষ বহু ভাগ্যের ফলে ভগবদ্ উন্মুখী হয় এবং বহু ভাগ্যবানের মধ্যে আবার কদিচ কেহ সত্যপথকে প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মধ্যেও আবার অতি অল্পসংখ্যক সত্যপথ পাইয়া ধৈর্যসহকারে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে সক্ষম হয়।

এই ভগবৎপ্রাপ্তি একটি সাময়িক উত্তেজনামাত্র নহে, ইহা ভাবুকতামাত্রও নহে, ইহা জীবনধারার আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। কাজেই এটা আলেয়ার পিছনে দৌড়ান নয়। ইহার জন্য চাই প্রগাঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধা, পরম নিষ্ঠা, একান্ত ধৈর্য ও সর্বোপরি প্রবল অধ্যবসায়। এইগুলি ধীরে ধীরে অর্জন করার জন্যই হিন্দুর বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ। এইগুলিই এই সু-উচ্চ সৌধে উঠিবার সুদৃঢ় সোপান। এইরূপে যিনি ক্রমোন্নতির ধাপ ধরিয়া উঠিয়া পরম কুশলতাকে অর্জন করেন তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী হ'ন। তাই নারদ যখন সনৎকুমারের নিকট গিয়া এই ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রার্থনা করেন তখন সনৎকুমার প্রথমেই তাঁহার বিদ্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং নারদ যে পরিচয় প্রদান করেন তাহাতে জানা যায় যে তিনি সমস্ত জাগতিক বিদ্যায় পরম পারদর্শিতা লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সনৎকুমার তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন এবং নারদও তদ্‌বিদ্যা লাভে কৃতার্থ হন। নতুবা এই যোগ্যতা লাভ না করিয়া যিনি তাড়াতাড়ি সব ছাড়িয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করিতে দৌড়ান, তিনি প্রায়ই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হন। ভগবান্‌ও তাই বলিয়াছেন—'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥' বাস্তবিক তিনি "অবিপক্বকষায়াণাম্ সুদুর্দর্শং কুযোগিনাম্"। এরূপ অনধিকারীর উত্তেজনা প্রায়শই দুদিনেই কর্পূরের মত উপিয়া যায় এবং জীবন ব্যর্থতায় ছাইয়া ফেলে। এটা অনেকটা ঐ নব্য বাঙ্গালীর ব্যবসাক্ষেত্রে নামার মত বা কচি অবস্থায় ফল পাড়াইয়া তাড়াতাড়ি পাকাইবার চেষ্টার মত। ইহাতে হিতে বিপরীতই হইয়া থাকে। এ পথে যিনিই চলিয়াছেন তিনিই মর্মে মর্মে জানেন ইহা কিরূপ ক্ষুরধার পথ, ইহাতে কত সাবধান, কত সতর্ক হইয়া চলা আবশ্যক, কত দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরিয়া এক এক পা করিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই এই দুর্গম পথের যাত্রী যিনি তাঁহাকে প্রথমেই নিজের অপরিণত স্বল্পবুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া অথবা হুজুগের হাওয়ায় না মাতিয়া সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষিজুষ্ট শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়, এই শাস্ত্রকেই প্রধান পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিতে হয় এবং শাস্ত্রের নিকষ পাথরে সকল জিনিষ কষিয়া মাজিয়া যাচাই করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয়। নতুবা অধুনা পথপ্রদর্শক বলিয়া যাঁহারা খ্যাত তাঁহারা অধিকাংশই ঐ—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

এখানে তাই কল্যাণকামীর প্রথমেই এই সৎশাস্ত্রে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্জন করা আবশ্যক, পরে সদ্‌গুরুর আশ্রয়, পরে সৎ প্রকৃতির আশ্রয়, তারপর যথার্থ ভগবদাশ্রিত হ'তে পারা যায়। কেননা—

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥

এখানে অনন্যপ্রোক্তে—ঐ অনুমানের স্থানে যার অনুদর্শন ফুটেছে, এমন সদ্‌গুরুর উপদেশ না পাইলে মনের সংশয় মিটে না ও ঠিক পথও পাওয়া যায় না। এখানে পথভ্রংশক অনেক মিলে, কিন্তু পথপ্রদর্শক অতি অল্পই পাওয়া যায়। তাই প্রতারিত না হইতে হইলে আগে শাস্ত্রের নিকট হইতে এই পথের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাতে আর কিছু না হউক্ কোনো আশু চমকদার বা চটকদারের কথায় ভুলিতে হয় না। কেননা আজকাল বাজারে এই নকল জিনিষেরই, এই ভেজাল জিনিষেরই আদর ও চল বেশী।

তুমি শৈশবেই যখন সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছ তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশাকরি তাঁহার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইলে গন্তব্য স্থানে গিয়া নিরাপদে পৌঁছিতে পারিবে। আজকালের দিনে তাঁর মত শ্রদ্ধাবান্, তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়, সর্বভূতহিতে রত মহাপুরুষ অতি সুদুর্লভ। তাঁরই জীবনে তো দেখিয়াছ কিরূপ সম্পূর্ণ ভগবৎনির্ভরশীল হইয়া অতন্দ্রিতকর্মা তিনি ছিলেন, কিরূপ অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ তিনি ছিলেন। এমন মূর্তিমান্ গীতার মূরতি আর কি দেখিতে পাওয়া যাইবে? এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ আর কি কোথাও মিলিবে? এই জীবন্ত ছবিকে সম্মুখে রাখিয়া যথার্থ ভক্তিভরে যদি তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে পার তাহা হইলে স্খলন বা পতনের ভয় কখনও থাকিবে না। এখন জীবনের এই বিদ্যা আহরণের কাল—ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া নিজের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এই বিদ্যার ও তৎসহ সাধনের অভ্যাস করিয়া চলিলে অচিরেই তোমার সম্মুখে এমন এক উজ্জ্বল পথ প্রকাশ হইয়া পড়িবে যে তাহার আলোকে তুমি নির্ভয়ে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া চলিতে পারিবে। আর তোমার জীবনে এই যোগ্যতা লাভের পরিচয় পাইলে আমার যত আনন্দ হইবে এত আর কাহারও হইবে কিনা জানি না। আর তাহা না হইয়া তোমাকে প্রতারিত, বঞ্চিত, বিড়ম্বিত ও পথভ্রষ্ট হইতে দেখিলে আমার যত কষ্ট হইবে এত বোধ হয় আর কাহারও হইবে না। আশাকরি তুমি শ্রুতিনির্দিষ্ট পথে প্রথম প্রাণবিদ্যা অর্জন করিয়া পরে আত্মবিদ্যার পথে অগ্রসর হইবে। ইহাই তুমি যাহাকে organic development বলিয়াছ তাহারই পথ। এখানে যেমন কৌমার বাদ দিয়া যৌবন আসে না তেমনি একটা বিদ্যা বাদ দিয়া আর একটা বিদ্যা লাভ হয় না, বুদ্ধির এক পর্ব না খুলিয়া আর এক পর্ব খোলে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর
৫. ১২. ৪৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানি পাঠ করিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। বিশেষ যে শ্রুতি তোমাকে কৃপা করিয়া বুদ্ধিযোগ দান করত তাঁহার রহস্য তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া ধরিতেছেন, ইহাতেই অধিক আনন্দ হইল। গুরুশক্তি এইরূপেই শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া কৃপা করিয়া থাকেন। কখনও ইহা emotional uprush, ভাবের বন্যার আকারে দেখা দেয়, কখনও বা intellectual insight, অন্তর্দৃষ্টির আকারে প্রকাশ পায়। একে উদয় করে শরীরে সাত্ত্বিক বিকার, অপরে চিত্তকে শান্ত, সমাহিত করিয়া দেয়। আশীর্বাদ করি এই উভয়রূপ কৃপালাভে তুমি ধন্য হইয়া উঠ।

আমার ভাগ্যে জীবনের মধ্যাবস্থায় শ্রীগুরু-দর্শন লাভ হইয়াছিল, আর তুমি তো শৈশব হইতেই তাঁর পদচ্ছায়ায় স্থান পাইয়া বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছ, সুতরাং তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। আমার তো বাল্যজীবন খেলাধূলাতেই কাটিয়া গিয়াছিল। বিদ্যা তখন মোটেই রুচিকর ছিল না। খেলাই ছিল পরম প্রিয়। কি ক্রিকেট, কি ফুটবল, কি দৌড়ঝাঁপ, কি শিকার সব তা'তেই ছিলাম আমি দলের সর্দার, সকলের অগ্রণী। ইহাতে আর কিছু না হউক্, শরীরটা হইয়াছিল দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু।

তারপর ১৮৯৫ সালে প্রথম শ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ ঘটে। তখন তাঁহাকে দর্শনের জন্য এখানে আসি নাই, আসিয়াছিলাম একটু কৃষ্ণবাবুর* কার্যোপলক্ষ্যে। তখন পর্যন্ত চিত্তে সাধুদর্শনের বা সাধুসঙ্গের

* ভগিনীপতি ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক ও মহাসাধক। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের অন্যতম আদিশিষ্য ও শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের খুল্লপিতামহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলবৎ আকাংক্ষা জাগে নাই। সেইজন্য প্রথম দর্শনে চিত্তে যে ক্ষীণ শ্রদ্ধার অঙ্কপাত হইয়াছিল তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর ১৮৯৬ সালে তোমার সেজকাকা* আসিয়া শ্রীগুরু-মহারাজকে দর্শন করেন এবং প্রথম দর্শনেই তাঁহার বিশেষ স্নেহলাভের সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। তাহারই একটা পত্রের উত্তরে শ্রীগুরু মহারাজ আমি কেন পত্র দিই না, এই অনুযোগ করেন এবং আমি পত্র দেওয়ার পরই সেই স্নেহের সাগর হইতে একটা ঢেউ আসিয়া আমাকে এমনভাবে স্পর্শ দেয় যে একেবারে একটা অভিনব অনুভবের রাজ্যে যেন প্রবেশ করাইয়া দেয়।

এই তাঁর প্রথম অযাচিত করুণার স্পর্শ। তখন বসিলেই ধ্যান সহজে লাগিয়া যাইত। মস্তিষ্কের মধ্যে যেন কি একটা অপূর্ব শিহরণ জাগিয়া দেহ-মন-প্রাণকে আনন্দ-সংপ্লবে লীন করিয়া দিত। তখন এ সকল বিষয়ের কোনই জ্ঞান ছিল না—না ছিল এ সম্বন্ধে কোন বই পড়া, না ছিল এরূপ কাহারও ভাব দেখা। এটা ছিল একটা সহজ ফোটা ভাব, ইহার জন্য কোনই আয়াস-প্রয়াস করিতে হইত না। অথচ এমন স্নিগ্ধ, এমন মধুর, এমন প্রাণ-মাতান যে অনেক সময় কে বা আমি, কোথা আমি এ পর্যন্ত ভুলাইয়া দিত। সমস্ত বৃত্তি আপনি অন্তর্মুখ হইয়া যাইত। ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিতে করিতেই মস্তিষ্কের সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে একটা creeping sensation, সুখময় শিহরণ হইত এবং মন যেন infinite expansion and illumination, অসীম বিস্তৃতি ও প্রকাশের মধ্যে ডুবিয়া যাইত।

এক বৎসর কাল এই ভাব অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এবং ১৮৯৭ সালে শ্রীগুরুমহারাজের পুনদর্শন ও দীক্ষালাভ ঘটে। তাহার পর দ্বিতীয় কৃপার ধারা নামিয়া আসে গীতার মধ্য দিয়া ১৯১২ সালে। অবশ্য তাহার পূর্বে চাকরীর প্রথম অবস্থাতেই আমাকে যাইতে হয় চট্টগ্রামে।

---

* কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে থাকার কালে নোয়াখালিতে বড় ভক্তসঙ্গের সমাবেশ হয়। সেইখানে আমি প্রথম ডাক্তার অটলের সমাধির অবস্থা দেখি। পরে রঙ্গপুরে থাকার সময় গাইবাঁধায় সত্যভূষণের সঙ্গে পুনর্মিলন হয় এবং তাহার ভাবমাখা গান আমার ভিতর এক অদ্ভুত শক্তিসঞ্চার করে। তাহার পর বর্ধমানে থাকার সময় এক এক করিয়া অনেকগুলি ভক্ত ভগবান্ জুটাইয়া দেন এবং তাহাদের সঙ্গে অনেক নূতন অনুভবের স্তর যেন খুলিয়া যাইতে থাকে। এ সময় শ্রীগুরু মহারাজের ঘন ঘন দর্শনলাভেরও সৌভাগ্য ঘটিতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যেও একটা বেশ ইষ্টগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। সময় সময় তাহার ঢেউ দেওঘর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিত।

এই সময় কিছুদিনের জন্য পাটনায় আসিতে হয় এবং সেখানে আসিয়াই প্রথম যেন গীতার অর্থাবগতির দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে থাকে। এ যে কি প্রকারে ঘটিল, আমি এখন ভাবিয়া আশ্চর্য হই। গোড়া হইতেই আমি সংস্কৃতের 'স'ও জানিতাম না। সেইজন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াও গীতাদি শাস্ত্রের মধ্যে দন্তস্ফুটও করিতে পারিতাম না এবং সংস্কৃত না জানার দরুণ একটা বড় অনুতাপ মনে হইত। কিন্তু পাটনায় আসার পর গীতা ও তাহার টীকার অর্থ যে কিরূপে খুলিতে লাগিল, ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য হই এবং ইহা যে শ্রীগুরুর অমোঘ কৃপা ছাড়া আর কিছু নয় ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করি।

ইহার পর ১৯২৪ সালে ঢাকায় আসিয়া সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধুর তৃতীয় কৃপার স্পর্শ উপনিষদের ভিতর আসিয়া দেখা দেয়। এ পর্যন্ত উপনিষদ্ নাড়াচাড়া করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতাম না এবং সেইজন্য দুই একবার চেষ্টা করিয়া বই একপ্রকার বন্ধ করিয়াই রাখিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু ঢাকায় গিয়া কি হইল, ছান্দোগ্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে যেন কি এক অভিনব অনুভবের ধারা খুলিয়া গেল এবং সেই অবধি এই উপনিষদ্‌গুলির মধ্যেই যে হিন্দুর সমস্ত সাধনার রহস্য লুকান রহিয়াছে, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিতে লাগিলাম। সেই পর্যন্ত উপনিষদ্‌ই জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে।

এ সকলই কিন্তু শ্রীগুরুকৃপা। এমন অযোগ্যকে তিনি যে কিভাবে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, এই অন্ধকে, এই পঙ্গুকে তিনি যে কিরূপে অসীম স্নেহের ভরে কৃপা করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সেইজন্য এ জীবনে 'গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্' ছাড়া আর কিছু বুঝিলাম না, আর কিছু জানিলাম না। অকৃতীর প্রতিই যখন তাঁহার এত দয়া, না জানি সুকৃতিশালী হইলে কি হয়! এখনও সেই কৃপাপারাবারের দিকে চেয়েই বসে আছি—কবে সে এই ভাঙ্গা তরীকে ভাসাইয়া অকূলে কূল দিয়া দিবে। প্রাণ ভরিয়া তোমায় আশীর্বাদ করি, তুমি এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ মহাশাস্ত্রের অনুশীলনের ভিতর দিয়া এই পরম তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভবরূপ কৃপা লাভ করিয়া জীবনকে সফল ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলো।

১৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

২০. ১২. ৪৭

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি যে কৃপার কাহিনী শুনিতে চাহিয়াছ তাহা তো লিখিয়া শেষ করা যায় না। এতদিন তাহাকে সংগোপনে হৃদয়-আগারে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ জীবনের শেষ পর্বে তোমার নিকট ইহা গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি। জীবনের অগ্রগতিতে সে পরম করুণার কথা ভাবিলেও শান্তি ও শক্তি পাইতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুশক্তি এ শরীরে প্রবেশ করে ভ্রূর মধ্য দিয়া এবং সেইজন্য ধারণা করাইয়া দেয় কৃপার রাস্তা ভ্রূর মধ্য হইতে, আর ক্রিয়ার রাস্তা মূলাধার হইতে। এই শক্তি অযাচিত ও অপ্রতর্ক্যভাবে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কের মধ্যে একটা রুদ্ধ দ্বার যেন উন্মুক্ত করিয়া দেয়। কখনও এই দ্বার একেবারে wide open, পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া যাইত, কখনও মাত্র ajar, ঈষদুন্মুক্ত হইত এবং সেই সময় ঠিক নাসিকা ও কপালের সন্ধিক্ষেত্রে একটা কেমন mild knocking, একটা throbbing, একটা রিব্ রিব্ sensation. স্পন্দন হইত এবং তাহার পরই ঊর্ধ্ব দিকের দ্বার খুলিয়া যাইত এবং একটা উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশের মত অনুভব জাগিত। শক্তিটার গতি হইত ভ্রূর মধ্য হইতে ললাট বহিয়া medulaর দিকে, এবং তৎক্ষণাৎ শরীরটা well-strung and erect, সুসম্বদ্ধ ও ঋজু হইয়া যাইত, মস্তকটা পশ্চাতের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িত, আসন দৃঢ় হইয়া যেন মাটির সঙ্গে সাঁটিয়া যাইত, প্রাণবায়ুর গতি অতি মৃদু হইয়া আসিত, পেট খালি বোধ হইত এবং নাভিটা যেন মেরু স্পর্শ করিতে চাহিত। এক মুহূর্ত পূর্বে যে মন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা একেবারে শান্ত, স্থির, নিষ্কম্প অবস্থা প্রাপ্ত করিত। এক কথায় সমস্ত বহিঃস্রোত বন্ধ হইয়া nervous reactionএর, স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার, মাত্রাস্পর্শের ধারাই অন্তর্মুখ হইয়া যাইত।

ইহা হইত কিন্তু ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপনমাত্র। চোখ যেন আপনি ভ্রূর মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে চাহিত, এমন কি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গণ পর্যন্ত যেন ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া আসিত। তখন না থাকিত কোনো ধ্যানের আলম্বন, না থাকিত তত্ত্ব আলোচন, মন আপনি নির্বিষয় হইয়া যাইত, ঘুমের মত ধ্যান পাইয়া বসিত। মস্তিষ্কের সর্বাংশ এমন harmonised, এমন equilibrated, এমন co-ordinated, এমন সুযমিত হইত যে ইঙ্গিতমাত্রেই সকলে একযোগে, অনায়াসে কর্ম করিয়া চলিত এবং তাহার ফলে একটা অপূর্ব স্নিগ্ধতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হইত। পিঞ্জরাবদ্ধ মন যেন এক মুহূর্তে উন্মুক্ত আকাশচারী হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিত, একটা wider consciousness-এর, ব্যাপকতর চেতনার রাজ্যে সহজে বিচরণ করিত। হঠাৎ যেন কে বাহিরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর দুয়ার খুলিয়া দিত এবং একটা expanded regionএ, উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিত এবং স্বচ্ছন্দতার একটা প্রবাহ বহিয়া চলিত। মস্তিষ্ক হইতে মূলাভিমুখে এক তড়িৎ-প্রবাহ নির্গত হইয়া আসিত। এটা thrill এর মত, শিহরণের মত by jerks মুহুর্মুহু আসিত না, একটা continuous harmonious flow এর, স্বচ্ছ প্রবহমান ধারার আকার ধারণ করিত। আসনে বসিয়া থাকিলে কখনও কখনও বস্ত্রাদিতে পর্যন্ত তড়িৎসঞ্চার অনুভব হইত। মন একটা infinite depth এ, অসীম গভীরতায় তলাইয়া যাইতে চাহিত, সঙ্গে সঙ্গে যেমন একটা গভীর অভিনিবেশের ভাব উদয় হইত, তেমনি একটা wide awakened stateও, 'সদা পশ্যন্তি' ভাবও মনে জাগিত। এ সময় মন যেমন শান্ত স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, দেহও তদ্রূপ থাকিত। এমন কি পুলক অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারও দেখা দিত না। থাকিত কেবল একটা নিরাবিল আনন্দ, একটা পরম সমতা, একটা মৃদু কোমল harmonyর স্পর্শ। ইন্দ্রিয়গণের কোলাহল ও কলরব যেন কোন যাদুকরের স্পর্শে সন্ধ্যার নীরবতায়, নিস্তব্ধতায় পর্যবসিত হইয়া যাইত। অথচ তাহার মধ্যে কোনপ্রকার আলস্য অবসাদের ভাব, কোনপ্রকার dullness এর নামগন্ধ থাকিত না, একটা exhilarating effect, একটা মধুর উজ্জ্বল ভাবে চিত্ত ভরিয়া উঠিত, সমস্ত ক্লেদ, সমস্ত আবিলতা যেন ধুইয়া পুঁছিয়া যাইত, একটা নিরবদ্য সংযুজ্ঞান, একটা perfect tranquillityর অবস্থা আসিয়া যাইত এবং মাথার মধ্যে একটা calm serenity reign করিতে থাকিত, অনাবিল প্রশান্তি বিরাজ করিত। তাহাদের সমবেত শক্তি যেন একটা rapt, absorbed attention এর দিকে, গভীর তন্ময়তার দিকে মনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি টানিয়া লইয়া যাইত এবং মনটা তৎফলে লঘু ও প্রকাশময় হইয়া উঠিত। এ সময় কোনো মূর্তি দর্শন বা বাণীশ্রবণাদি দেখা দিত না, একটা impersonal অব্যক্তভাবেই চিত্ত মগ্ন হইয়া যাইত। ইহার জন্য তখন বাহিরের কোনপ্রকার উত্তেজনার অপেক্ষা থাকিত না, সকলই হইত অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে।

এইরূপ কিছুদিন চলার পর শক্তি ক্রিয়ার কেন্দ্র ছাড়াইয়া উঠিয়া বুদ্ধির কেন্দ্রে গিয়া যেন ঢেউ উপনীত হইল। তখন ধীরে ধীরে শাস্ত্র-দৃষ্টি ফুটিতে আরম্ভ করিল। শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থের নীচে গুপ্ত তাৎপর্য যেন কে প্রকাশ করিয়া ধরিতে লাগিল। কেহ কোনো প্রশ্ন করিলে বা প্রসঙ্গ তুলিলে অমনি হৃদয়ের কোন নিভৃত কেন্দ্রে গিয়া যেন তাহার আঘাত পৌঁছিত এবং সহজ মীমাংসা আপনি আসিয়া যাইত। ইহা এত দ্রুত হইত যে কোন কিছু ভাবিবার বা চিন্তা করিবার অবকাশ পর্যন্ত মিলিত না। লিখিবার সময়ও ভাষা ও ভাব যেন কে জোগাইয়া দিত। সাধারণ অবস্থায় কোন ভাব বা ভাষার স্ফুরণই হইত না কিন্তু এই কৃপার পরশমাত্রেই একটা জোয়ার আসিয়া যাইত এবং শূন্যকে পূর্ণ করিয়া দিত। এই সময় কাহারও মুখে কোনো সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে এই ভাবটা আসিয়া যাইত, সমস্ত বৃত্তি অন্তর্মুখ হইয়া মনকে ডুবাইয়া দিত। তখন কথা আর কানে যাইত না, একটা ভাবে চিত্ত ভরিয়া উঠিত।

একদিন ৺রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের মুখে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে এই অবস্থা আসিয়া যায় এবং তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন : 'আপনি কি প্রাণায়াম করেন ?' আমার কিন্তু এই প্রাণস্পন্দন-রোধটা প্রাণায়ামের ফল ছিল না, ইহা শ্রীগুরুর অমোঘ কৃপার বল। প্রাণায়ামেই সাধারণতঃ স্থির নিস্পন্দ অবস্থা আনিয়া দেয়। শ্রীগুরু-মহারাজের মুখে তাঁর অমৃতময় বাণী শুনিতে শুনিতে অনেক সময় এই ভাব দেখা দিত, কখনও বা তাঁর সান্নিধ্যমাত্র, তাঁর কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে এইরূপ ডুবিয়া যাইতাম। কখন গান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতে শুনিতে বা পাঠ শুনিতে শুনিতেও এই অবস্থার উদয় হইত। তবে গানে এইটুকু পার্থক্য দেখা যাইত যে গান প্রায়ই মেরুর মধ্যে পুলক-শিহরণ তুলিয়া ধ্যান ফুটাইত আর পাঠ বা প্রসঙ্গ ভ্রূর মধ্যে প্রাণের প্রবেশ করাইয়া এই ভাব আনিয়া দিত।

এই উভয় ভাবই কিন্তু প্রাণের ও বুদ্ধির একটা সাত্ত্বিক বিকাশ ছাড়া কিছু নহে। ব্রহ্মদর্শন ইহার অনেক উপরে। সেটা দৈবী সম্পদ লাভের পর দেখা দেয়, particular হইতে universalএ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে না গেলে তাহার আভাসও মিলে না। এ সকল অনুভব ব্যষ্টিস্তরে সত্ত্বেরই ঈষৎ উদয় মাত্র, তবে ইহাই দিয়া দেয় উপরের সন্ধান। নাদের particular pitch and tone হইতেও এ ভাব দেখা দিয়া থাকে, আবার গানের deeper অর্থবোধ হইতেও ভাবধারা অনেক সময় খুলিয়া যায়, দেখা গিয়াছে।

গাইবাঁধায় (রঙ্গপুরে) সত্যভূষণের গানে একদিন এরূপ হইয়াছিল যে ডিসেম্বর মাসের রাত্রিতে গান শুনিতে শুনিতে শরীর ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল এবং মেরু ও মস্তিষ্কের মধ্যে যেন তড়িৎ-স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল। বহরমপুরে হরিপদ মাষ্টারের গানেও একদিন মহাভাবের স্পর্শ মিলে। নগিনদার কলিকাতায় অভয় হালদারের গলির বাসায় নীচে হইতে একটা গানের সুর ভাসিয়া আসিয়া এইরূপ স্থির করিয়া দেয়। তারপর অনেক সময় এটা এমনি আসিয়া যাইত। এই সময় নগিনদার বাসার নিকটে তান্ত্রিক সাধক, হেডমাষ্টার ও জ্যোতির্বিদ্ কালীবাবু থাকিতেন। তিনি একদিন উপরে আসিয়া আমাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠেন: 'ইহার যে সহজ সমাধির অবস্থা আসিয়াছে।' তিনি তাহার পূর্বে ঐখানে ললিতকে* দেখিয়াও ঐ কথা বলিয়াছিলেন এবং দুজনের সমাধির পার্থক্যও নির্দেশ করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর পূর্বে কখনও পরিচয় ছিল না, সেদিনও তখনও বাক্যালাপ পর্যন্ত হয় নাই।

* কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময় পাঠাদি শুনিতে কখনও কখনও প্রথম অশ্রুপুলকাদি দেখা দেওয়ার পর ধ্যান লাগিত কিন্তু সহজ ধ্যান যেদিন খুলিত, সেদিন অন্তর্দৃষ্টি যেন আরও গভীর, আরও উজ্জ্বল ও শান্ত ভাব ধারণ করিত। প্রথম দেওঘরে আসিয়া 'রাজ-নিবাসে' থাকার সময় একদিন রাত্রি দেড়টা দুটার সময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং বসিয়া হাঁটু দুটি হাত দিয়া ধরিয়া তন্দ্রালু অবস্থায় একটুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতেই অকস্মাৎ এই শক্তি আসিয়া স্পর্শ করে এবং কোন এক দিব্য লোকে যেন লইয়া যায়। মুহূর্ত মধ্যে আলস্য অবসাদ কোথায় চলিয়া গেল, নিদ্রার ঘোর কাটিয়া গিয়া একটা মহাজ্ঞানময় প্রকাশের মধ্যে কে যেন ডুবাইয়া দিল। এইরূপ মজঃফরপুর মাইসি ষ্টেশনের নিকট একটা ডাকঘরে পৌঁছিবার পর থানার Inspection room এ বাসা স্থির হয়। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল, স্নানাদি সারিয়া বসার সময় পথশ্রমে শরীর খুব ক্লান্ত বোধ হইতেছিল। কিন্তু বসার অল্প পরেই যেন ধ্যান আপনি পাইয়া গেল এবং প্রায় তিন ঘণ্টা এক অপার আনন্দ-সাগরে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপ ধ্যানের ইহাই বিচিত্রতা যে এখানে কোনো বিচার বা মূর্তিচিন্তা কিছুই থাকিত না, একটা uprush of emotionও, ভাবোচ্ছ্বাসও দেখা যাইত না, ইহা লইয়া যাইত একটা expanded consciousnessএ, যেন অনন্ত প্রসার ও অনন্ত প্রকাশের রাজ্যে লইয়া গিয়া স্থাপন করিত। কোন কোন সময় আবার একটা দিব্য গন্ধের অনুভব থেকে এই ভাব আসিত, কখনও দিব্য সুরের বা দিব্য স্পর্শের অনুভব হইতেও ইহা আসিয়া যাইত। দিব্য রূপ বা দিব্য রসের কোনদিন সেরূপ স্পর্শ পাই নাই। এ সকল ভাব আসিতও যেমন আপনা হইতে, চলিয়াও যাইত সেইরূপ অতর্কিত ভাবে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া আনা বা ধরিয়া রাখা যাইত না। এ এক সহজ নিরালম্ব অবস্থা। এ অবস্থা ভাঙ্গিলে ইহার জের অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকিত। তখন তো শাস্ত্রের কোনো জ্ঞানই ছিল না, এরূপ যে একটা অবস্থা হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাও জানা ছিল না। এখন শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেখি অনেক লক্ষণই ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়।

১৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

দেওঘর

ঃ. ১. ৪৮

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র আসিতে বিলম্ব হওয়ায় চিন্তা হইতেছিল।

পূর্বেই তো বলিয়াছি, আমার যা কিছু প্রাপ্তি তাহা সমস্তই ঐ শ্রীগুরুপ্রসাদে, তাঁর কৃপা হইতে। ইহাই আদি, ইহাই মধ্য, ইহাই অন্ত। ইহা প্রথম এই দেহকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে যে গাঢ় অনুভূতি জাগাইয়া দেয়, সেই grounding, সেই anchorage, সেই মূল ভিত্তি বা আশ্রয় হইতে কোনদিন আর নড়িবার বা বিচলিত হইবার সম্ভাবনা পর্যন্ত রাখেন নাই, এমনই মমস্পর্শী সে অনুভব। তাহার পর যাহা কিছু রূপান্তর হইয়াছে তাহা সেই অনুভবকেই আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। যাহা দেহের কেন্দ্রকোরকে ছিল, তাহাই ক্রমশ প্রাণ মনাদির কেন্দ্রে আসিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কিন্তু সর্বত্রই ঐ একই পর্দা বাজিয়া উঠিয়াছে। যখনই সে ring up করিয়াছে, সাড়া দিয়াছে তখনই শুধু যে দেহের কেন্দ্রটা ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাহা নহে, তাহার reverberation বা ঝঙ্কার সমস্ত frameটাকে, সারা সত্তাকে আপূরিত করিয়া যেন জাগাইয়া তুলিত। সুতরাং অনুভবের quality রূপান্তরিত হইলেও kindটা আর বদলায় নাই।

প্রথম স্পর্শেতেই ইহা জানাইয়া দেয় যে ইহা চিন্তা নয়, স্মরণ নয়, ইহা প্রস্ফুটন। তাহার পর যখন শাস্ত্রে মতি হইল, তখন শাস্ত্রের মধ্যে এই অনুভবের চিত্রের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মন আনন্দে মাতিয়া উঠিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র যেন কোন্ অতীত কালের লুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া দিত এবং তাহা নিজের অনুভবের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হওয়ায় পরম স্বাদু হইয়া উঠিত। এইজন্য শাস্ত্রে একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে পূর্বতন আচার্য ও ঋষিরা এই সত্য অনুভব করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যিনি তাঁহাদের পূত দৃষ্টির নিকটবর্তী হইতে পারেন তাঁহাদের ঠিক সেই অনুভব স্পর্শ না দিয়াই পারে না। কেন না এটা যে ঠিক একটা ইন্দ্রিয় খোলার মত। এই ধারণা দৃঢ় হওয়ায় সদ্‌গুরুর কৃপা ও সৎশাস্ত্র হয় আমার একমাত্র উপজীব্য। শ্রীগুরু হৃদয়ে ভাব ফুটাইয়া দিতেন, আর শাস্ত্র তাহার অভ্রান্ততার সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার বল ও উৎসাহ আনিয়া দিত। অথচ শাস্ত্রে ও শাস্ত্রীয় ভাষায় আমি ছিলাম একেবারে অনভিজ্ঞ, শুধু ভাবের ঐক্যনিবন্ধনই শাস্ত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে কিছু কিছু করিয়া প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং শাস্ত্রই intuitive বোধকে well-reasoned বোধে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

সর্বক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম বোধ জাগিলেই transcend বা অতিক্রম করা যায়, তেমনি প্রাণের সূক্ষ্মবোধে প্রাণকে, মনের সূক্ষ্ম বোধে মনকে এবং বুদ্ধির সূক্ষ্মবোধে বুদ্ধিকে transcend করা যায়। কারণ, সূক্ষ্মতম বোধই ব্যূহভেদের হেতু। কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি কারণ সকলেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া পরমকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ইহারাই সত্যের মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য ব্যূহ হইল বুদ্ধির। ইহাকেই শ্রুতি হিরণ্ময় পাত্র বলিয়াছেন। এই কারণস্তরের ব্যূহকে ভেদ করিতে হইলে তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম অস্ত্র প্রয়োজন হয়। অণুর ব্যূহের মধ্যে এতদিন যেমন মহাশক্তি সংগোপনে রক্ষিত ছিল, আজ সেই দুর্ভেদ্য দুর্গও শক্তিশেলরূপ পরম সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক বাণে ভিন্ন হইয়া শক্তিকে বন্ধন-মোচন করিতে বাধ্য হইয়াছে তেমনি বাক্ বা বুদ্ধির ব্যূহের মধ্যে রক্ষিত যে পরম তত্ত্ব তাহাকে বাহির করিতে হইলে সূক্ষ্মতম অনুভবই মহাস্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সূক্ষ্ম অনুভবের দ্বার উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই সেইজন্য transcendence এর ধারণা আপনি আসিয়া যাইতে থাকে এবং পরে উপনিষদ্‌রহস্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহা একেবারে বদ্ধমূল ধারণায় পর্যবসিত হয় এবং ইহাই যে পরম সত্য, এ বিষয়ে আর সংশয়ের লেশ মাত্র থাকে না। পরে যতই আলোচনা চলিতে থাকে ততই বহু দিক্ হইতে এ সম্বন্ধে প্রমাণ আসিয়া হৃদয়ের অনুভবের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে একটা স্ফুট বোধ জাগাইয়া দিত। যেটুকু বুঝিতে পারিতাম, যেটুকু আলোক শাস্ত্র দিত তাহাই যেন মর্মের নিগূঢ় তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া সেখানকার তমোরাশিকে বিদূরিত করিত এবং প্রাণে আরও গভীর স্তরে প্রবেশের জন্য একটা নেশা জাগাইয়া তুলিত। কতদিন এমন হইয়াছে পুনঃ পুনঃ পাঠেও কোনই স্পর্শ মিলে নাই, পরে হঠাৎ অতর্কিতভাবে একটা আলোক আসিয়া সেই পাঁতির মধ্য হইতেই যেন একটা দিব্য লোকের বার্তা বহন করিয়া আনিয়া দিত, একেবারে যেন সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিত, আর আনন্দে প্রাণ লাফাইয়া উঠিত। ইহাকেই আমি শ্রীগুরুকৃপা, চৈত্যদেবের কৃপা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি।

এই তাঁর বরণই যেমন বোধও জাগাইয়াছে, তেমনি তৎসহ ইহাও জানাইয়া দিয়াছে যে কৃপাকে ধরিয়া রাখিতে হইলে চাই পরম শুদ্ধতা। জীবনকে পরম শুদ্ধ না করিলে এই অমূল্য বস্তুকে পাইয়াও হারাইতে হয় এবং এই শুদ্ধতা-সাধনে willই, ইচ্ছাশক্তিই হইল পরম সহায়। প্রথমেই সেইজন্য সর্বপ্রযত্নে এই ইচ্ছাশক্তিকেই, এই ইচ্ছাময়ীকেই প্রবুদ্ধা করা প্রয়োজন।

বলিয়াছি তো প্রথমে আসে অযাচিত কৃপা, তাহা আনিয়া দেয় এক নূতন অনুভব, যাহা লাগাইয়া দেয় তাহাকে ধরিয়া রাখিবার নেশা এবং তৎসহ তাহাকে কোন্ পথে, কোন্ উপায়ে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধানের জন্য একটা প্রবল প্রেরণা। এই যে নবীন অনুভব ইহাতে প্রকাশময়তাও যেমন প্রচুর, ইহার আনন্দময়তাও সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্যন্তিক। অথচ ইহা পরম শান্ত, স্নিগ্ধ ও স্থির। কখনও যে surging emotion না আসিয়াছে তাহা নহে, একেবারে নয়নজলে বুক ভাসিয়া গিয়াছে কিন্তু এই গাঢ় অনুভবের তুলনায় ইহা বড় লঘু মনে হইত, যেন আলুনি লাগিত এবং প্রাণ সেই পরম অনুভবকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কাঁদিত, ব্যাকুল হইত। সে touch of Reality, পরম স্পর্শের কাছে সঙ্গীতের প্রাণমাতান ভাবও হাল্‌কা মনে হইত। এ যেন দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান বলিয়া বোধ হইত।

এই অনুভূতিটা ছিল ত্রিতয়ের মিলনকেন্দ্র। সুতরাং এখানে জ্ঞান ভক্তি ও শক্তি একত্র অপৃথকভাবে কাজ করিয়া চলিত এবং যখনই যতটুকু পাওয়া যাইত তাহাতেই একটা পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তি আনিয়া দিত। এখানে কোনো আবিলতা বা অবসন্নতার স্পর্শ পর্যন্ত থাকিত না। এটা একটা সবল, সতেজ, প্রসন্ন, গম্ভীর ভাব, একটা পরম সুস্থ ভাব। এই সুস্থতাই বোধহয় স্বস্থতার দ্যোতক।

এইরূপে এই পরম সূক্ষ্ম অনুভবই transcendence-এর রহস্যকে ধরাইয়া দেয় এবং শেষে যেদিন কাশীতে ১৯২৭ সালে হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য বাহ্য সংজ্ঞা সে কাড়িয়া লইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখাইয়া দেয় সেইদিন হইতে এ ধারণা একেবারে পাকা করিয়া দেয়। সে এক বড় বিচিত্র ব্যাপার। সেদিন সন্ধ্যার সময় মায়ী* হরিদ্বারের পথে কাশীতে নামিয়া আমাদের cantonmentএর বাসায় আসেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়। বিশেষ করিয়া আনন্দের অনুভব ও প্রকাশের অনুভব লইয়া। আর ভোর ৪টার সময় আমাকে কে যেন suddenly cut off করিয়া দেয়, কিন্তু এটা হয় এক ক্ষণের জন্য। প্রথমে মনে হইয়াছিল এটা বুঝি মরণের ডাক কিন্তু দেখিলাম শরীরে তো কোনো অবসাদ, গ্লানি বা দুর্বলতার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। প্রতিদিন প্রাতে যেমন ৩।৪ মাইল হাঁটিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতাম সেইরূপ গেলাম ও ফিরিয়া এলাম, তাহাতে কোনপ্রকার

* শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রমবোধ পর্যন্ত হইল না, পরেও কোনো অসুস্থতার চিহ্ন দেখা গেল না। শ্রীগুরুমহারাজকে এই ঘটনা লিখিয়া পাঠানতে তিনি উত্তরে জানাইলেন: 'আমি তোমাকে ঐ সময় ডাকিয়াছিলাম।' তখন ভ্রম মিটিয়া গেল—এটা সত্যই শ্রীগুরুর ডাক, মরণের ডাক বা ব্যাধির তাড়ন হইলে ইহার after-effect অন্যপ্রকারে দেখা দিত, কিন্তু তাহার কোনো লক্ষণই এ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ইহা হইতে আত্মার সর্ববিলক্ষণত্ব, সর্বসংসর্গবর্জিতত্ব ও সম্পূর্ণ অসঙ্গত্বের আভাস জাজ্বল্যমানরূপে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং তখন হইতেই transcendenceটা এত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হইতে থাকে। প্রাণভূমি ও আত্মভূমির পার্থক্য উপনিষদের আলোচনার সঙ্গেই চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে, গীতা আলোচনার সময় এত পরিষ্কার হয় নাই।

সুস্থির শান্ত ভাবটাই আমার প্রথম হইতেই পরম উপাদেয় বলিয়া বোধ জন্মিয়াছিল এবং সেইজন্য এই ভাবের প্রতিই আকর্ষণ অধিক ছিল। এ ভাবটা কতক চেষ্টা, কতক সংস্কারজন্যই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তবে সময় সময় চোখে খুব জল আসিয়া যাইত, এমন কি রোধ করাও কঠিন হইয়া পড়িত। প্রথমে যখন গুরুশক্তি ভ্রূমধ্য হইতে মূর্ধাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিত, তখন আপনি একটা শান্ত, নিশ্চল, নিস্তব্ধ ভাব আনিয়া দিত, পরে শক্তি যখন উপর হইতে নীচের দিকে আপনি আসিতে আরম্ভ করে তখন সচলতার মধ্যেও একটা সহজ শান্ত ভাব প্রকাশ পাইত। তখন আসনে বসিয়া কোনপ্রকার ঈষৎ চেষ্টারও আর প্রয়োজন হইত না। অকস্মাৎ যেন উপর হইতে একটা পরদা সরিয়া যাইত, আর শক্তির প্লাবন আসিয়া সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিত। সে যে কত নির্মল, প্রশান্ত, সুকোমল, আনন্দ ও প্রকাশময় স্পর্শ, তাহা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এ অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না। পরে ইহাকে চেষ্টা করিয়া নামাইবার যখন প্রয়াস আসিত, তখন কোনদিন সে আহ্বানে সাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিত, কোনদিন দিত না এবং যেদিন সে ভাব ফুটিত না সেদিন বৃথা প্রচেষ্টার ফলে ক্লান্তিশ্রান্তি আনিয়া দিত।

এইরূপ একদিন কৃষ্ণনগরে আপিস বাড়ীতে বসিয়া কি একটা আলোচনার মধ্যে এই অর্ধস্ফুরণ ভাব আসিয়া যায়। (সেদিন সে সময় ললিত পাশে বসিয়াছিল। তাহার তখনও ভাবসমাধির ভাবটা দেখা দেয় নাই, পরে প্রাণায়ামের পথে ও কীর্তনের ভিতর দিয়া সে ভাবকে প্রাপ্ত করিয়াছিল। তাহার ভিতরে রূপের দিকটা অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল)। সেদিন ঐ অবস্থায় অনুভব হয় যেন উপরের দ্বার খুলিতেছে না, অথচ একটা নিস্পন্দ স্তব্ধ ভাব আসিয়া যাইতেছে। পরে শাস্ত্র হ'তে এটাই যে 'কষায়' ভাব তাহা জানিতে পারি। সেইদিন হতেই এ ধারণাটা প্রবল হয় যে বেহুঁশ হইলে চলিবে না। ইহা যেন একটা false passage-এ, চোরাগলিতে লইয়া গিয়া তমোগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি করিবে।

এই সময় তিনটা অবস্থার সঙ্গে পরিচয় হয়—একটা অল্প চেষ্টায় যেমন আসনে বসিয়া ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিরের ঊর্ধ্বদিকে একটা গতির অনুভূতি; পরে বিনা চেষ্টায় উপর হইতে নীচের দিকে একটা নিরন্তরায়, স্বতঃপ্রবাহিত ধারা; তৃতীয়, এই কষায় বা স্তব্ধভাব। এবং তখনই এ কথাটাও মনে আসে যে bodily reference ছাড়াইয়া, sensation ছাড়াইয়া pure ideation-এর ভূমিতে না যাইতে পারিলে, tied idea হইতে free idea-য় না পৌঁছিতে পারিলে প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব অধিগত হইবে না, স্বরূপ-আনন্দ পাওয়া যাইবে না। পরে শাস্ত্রের নিকট হইতেও যখন ইহার সমর্থন মিলিয়া যায় তখন হইতে এই লক্ষ্যেই জীবনকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। সর্বস্তরে—কি স্থূলে, কি সূক্ষ্মে, কি কারণে—সকল ভূমিতে যতক্ষণ সমান সুর না বাজে ততক্ষণে জীবনে চরিতার্থতা আসে না, এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। Intellect বা Cognition-এর সঙ্গে যেমন conation বা will কে strong করিতে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি affective, dynamic, intellectual and intuitive emotion-এর মধ্যে intuitive emotion-টাকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নতুবা emotion একটা weakness-এর সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে প্রসাদের স্থানে অবসাদ আসিয়া যায়।

শ্রীগুরুমহারাজের জীবন-আদর্শও এই পথের পরম সহায়ক হয়। তিনি ছিলেন পূর্ণ-প্রাণ-উপাসক। প্রাণের ত্রিবেনী-সঙ্গমে হইয়াছিল তাঁহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তাই একাধারে তিনি ছিলেন কর্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী। তিনি প্রথম জীবনে হঠযোগের ক্রিয়ার পারদর্শিতা লাভ করিয়া শরীর ইন্দ্রিয়াদির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, পরে রাজযোগের সাধনে মন বুদ্ধির উপরও তাঁর পূর্ণ অধিকার আসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধি সহজ যুক্ত অবস্থা লাভ করিয়াছিল। মধ্য জীবনে জপধ্যানের সঙ্গে হঠের মাত্র প্রাণায়ামেরই অভ্যাস তাঁহার চলিত। পরে প্রাণ স্বাভাবিক নাসাভ্যন্তরচারী হইয়া আসায় কেবল স্বরের উপরই লক্ষ্য সর্বদা তাঁহার আপনি থাকিত। এই একলক্ষ্যে তিনি স্থিতিলাভ করিয়াছিলেন। একদিন মাত্র 'সন্তোষ আশ্রমে' প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা লোপের অবস্থা দেখিয়াছিলাম। সেদিন সে ভাব ভাঙ্গিবার সময় একটা ভাবেরও তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল। নতুবা তিনি সদা জাগ্রত থাকিতেন। অনেক সময় তাঁহার প্রাণের গতি আপনি দীর্ঘ সূক্ষ্ম হইয়া সহজ ধ্যান আনিয়া দিত। কখনও বা দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার এ অবস্থা আসিয়া যাইত। বুদ্ধির একটা সহজ কেন্দ্রস্থ ভাব তাঁহার মধ্যে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত। তাঁহার কাছে বসিলেও তাই সময় সময় একটা মহা ধ্যানের স্পর্শ আপনি আসিয়া যাইত। একদিন 'গোবিন্দ-কৃষ্ণাবাসে'র বারান্দায় তিনি, আমি ও পূর্ণানন্দদাদা * বসিয়া থাকিতে থাকিতে নামের দীর্ঘ একটানা উচ্চারণের যে কি মহাশক্তি তাহা যেন

* ৺পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগুরুমহারাজের প্রথম ও প্রধান ব্রহ্মচারী শিষ্য, যিনি 'ছোটবাবা' বা 'ছোটমহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ হয় এবং তখন বহুক্ষণ ধরিয়া নামের রেশ চলিয়াছিল এবং বদন যেন আর নাম ছাড়িতে চাহিতেছিল না। পরদিন মহারাজ এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। সেইদিন নাম ঘোষবন্ত হওয়া যে কি, তাহা বুঝিয়াছিলাম।

এইরূপে গুরু দয়াল তাঁহার হৃদয়ে সযতনে রক্ষিত সুধাঢ্য কলস হইতে অমৃতের এক বিন্দু তৃণাগ্রভাগে তুলিয়া এ দাসের জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিন্দুই আমার কাছে সিন্ধু বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেন না, আমি ছিলাম তখন অপাত্র, তাই এ ক্ষুদ্র পাত্র সেই কৃপাকণার স্পর্শেই উপ্‌চাইয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছি তো শ্রীগুরুমহারাজ ছিলেন ত্রিধারা-সম্মিলিত প্রাণশক্তির transcendent ভূমিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, তাই তাঁর শক্তি এ দেহেও প্রাণক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল হইয়াছিল এবং নিজের নামে ও কাজে এক করিবার চেষ্টা জাগাইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির নামকরণটাও একটা fortuitous আকস্মিক ব্যাপার নহে, ইহার মধ্যে যেন গুপ্ত রহস্য আছে। তাই নামের গোড়াতেও যেমন আমার প্রাণ, সাধনার দ্বিতীয় জন্মেও গোড়াতে এই প্রাণের ভূমিতেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তাই একদিন হাসিতে হাসিতে ছোটবাবাকে বলিয়াছিলাম: 'দাদা! যদি 'পূর্ণ' হ'তে চান তো এই 'প্রাণে'র শরণে আসুন্।' সত্যই সেইদিন হইতে প্রাণের প্রস্ফুরণই যে জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য তাহা পূর্ণরূপে অনুভব হইয়াছিল এবং তখন হইতেই এই প্রাণকেই সাধনার ভিত্তিরূপে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি। এখন প্রাণ এই দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া তাহার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং এই প্রাণই একদিন পরমের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিবেই দিবে, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। কারণ, এই প্রাণ-সরিতের তীরেই 'বিহরে বনমালী'—তাঁর রূপের আলো, প্রেমের আলো, জ্ঞানের আলো এই প্রাণ-সরিতের বক্ষেই অপূর্ব শোভা রচনা করিয়া থাকে, ঝলমল করিয়া দিগ্‌দিগন্তে রূপের পশরা বিকিরণ করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপের ডালি সাজাইয়া ধরে। জীবনে যে অংশ অপূর্ণ থাকিল তাহা তোমার জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে দেখিলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিব। আজ এই নববর্ষে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করি, তুমি সেই পরম ধনে ধনী হইয়া জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাজন-সংবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১

ওঁ মা শরণম্

১০. ৪. ৪৪

গোবিন্দদা !

আপনার এক চিঠি এসেছিল অনেকদিন আগে। মা তার জবাব দিয়েছিলেন ঃ

"মনে রাখা আনন্দ। বই নাড়াচাড়া করে ছিঁড়ে—তাও ভাল। আশা, কোনও সময়ে লক্ষ্যে অক্ষর পড়ে যাবে। যুক্ত অক্ষরে যোগ হ'বে। আশায় তো বাসা বাঁধতে হয়, পথ সেই এক। আর সব বিপথ, বিপদ। পথ সেই এক পরম পদ।" ইতি

অভয়

২

ওঁ মা শরণম্

২৩. ১১. ৪৩

গোবিন্দদা !

আপনার একখানা পত্র মায়ের কাছে নিবেদন করা হয়েছিল। মা বললেন ঃ

"পূজা নির্বিঘ্নে হ'য়েছে, মা ভাল আছে—আনন্দ। পড়াশুনা করেই তো পাশ করেছ। নিজের কাছে যে পুস্তকখানি আছে, সেই পুস্তকখানি পড়ায় যেন শৈথিল্য কোরো না। যত বেশী পড়ে যাবে ততই যে পাশ করবার আশা ; যেখানে কালাতীত। সেইটিই তো চাই ; গুরুকৃপা—চিন্তা কি ? এ শরীরটা তো এলোমেলো, জান, তাই তোমাদের দৃষ্টিতে উত্তর দেরী। প্রায়ই তোমার চিঠিখানার কথা খেয়াল হয়—গোবিন্ লেখারূপে এখানে রয়েছে। বাবাকে ও সকলকে মেয়েটার নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ। এ শরীরটার খেয়ালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিঠিটা রাখা ছিল।" মা আরও বললেন : "গোবিন্দের কোল খালি স্মরণ কোরো।" (কোলে আসার কথা লিখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে)।

মায়ের আশীর্বাদ সর্বদা আছে।—

ইতি

অভয়

৩

বিন্ধ্যাচল

২১. ৩. ৪৪

ভাই গোবিন্!

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। মা'র শরীরটা খুবই খারাপ চলিতেছে। হজমই হয় না। খুবই শুকাইয়া গিয়াছেন। মা'কে তোমার চিঠি শুনাইলাম, মা বলিলেন :

"বাঃ, বেশ সুন্দর! গোবিনের ভাষা, লেখবার গড়ন ধরন চমৎকার। এতদিন যাবৎ অসুস্থ শরীর, গোবিনের খবর ছিল তবে? এতদিন যাবৎ খবর শুনে শুনে একটি কাগজ এখন উড়ে এল? বোধহয় এদিকের হাওয়াটা ছিল জোর। একটা চিঠিও না দিলে বোধহয় ভালও দেখাত না! এও তো মনেরই ধরণ। ছোট্ট মেয়েটির উপর বাপের মত উপদেশ বেশ হ'য়েছে। তবে বাপের স্বরূপ ও স্থিতিটা প্রকাশ ক'রে তবে তো। রোধ-বিরোধ যেখানে সেখানকার কথা তো ঠিকই লিখেছে। প্রশ্রয়-আশ্রয় যেখানে, সেখানে তো ত্যাগ ও গ্রহণ। সে তো ঠিকই। খুব সুন্দর কথা। সাধক তাহা এড়িয়ে চলবেই। ছোট্ট মেয়ে বা মা যাই বল তাই। কিন্তু ত্যাজ্য-গ্রাহ্য নাই। এইটি যেন বাবা হোক্, ছেলে হোক্, একটু বিশেষ ক'রে মনন করে। যা হ'য়ে যায়। হওয়া না হওয়া, আছে নাই, যা তাই। আসবার ও দেখবার ইচ্ছা থাকলে ছুটি হ'ল না এতদিনের মধ্যে, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি একটা কথা হ'ল ? বাবার ছুটি হ'বে, সুযোগ হবে, যোগাযোগ হ'বে, তবে তো মেয়েকে দেখবে ! মেয়ের উপর বাবার এ-ত টান ! আচ্ছা, তবুও ভাল। একটা চিঠি তো এসেছে। আনন্দ ! তা হ'লে এবার বাসন্তী পূজায় একবার চেষ্টা হ'বে নাকি ?"

মা'র কথা লিখলাম। মা'র শরীর কখনও একটু ভাল, আবার বেশ খারাপ হইয়া যায়। তুমি বাসন্তী পূজায় আসিতেছ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বাবা মা'কে প্রণাম দিও। তোমরা ভালোবাসা নিও—

ইতি

দিদি গুরুপ্রিয়া

৪

মহেশ্বরপাশা

খুলনা

২. ৫. ৪৩

কল্যাণীয়বরেষু—

শ্রীমান্ গোবিন্দ !

গতকল্য রেজিষ্ট্রী করিয়া "জপ" সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত নূতন লেখা পাঠান হইয়াছে। তার শেষের দিকে জপের "Reserve Bank"এ চক্রবৃদ্ধিহারে সুদে আসলে জমা হ'বার কথা ছিল। সুদ= Resonance Effect বলা ছিল। ভাবার্থটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেননা, জপক্রিয়ার সাফল্য (efficacy) মুখ্যত ঐ resonance effect এর উপরই নির্ভর করে। ধর, কোনো বাজনার যন্ত্র (যেমন, সেতার) বাজাইতেছি। আমার অঙ্গুলি দ্বারা তারের ঝঙ্কার resonance effect (অনুরণন) দ্বারা যে কিভাবে কতখানি সমৃদ্ধ (augmented, enriched) হইতেছে, তা সহজেই ধরিতে পারি। সে তারটা ঠিক "বাঁধা" থাকিলে উক্ত effectটি সৌষ্ঠব ও পূর্ণতা লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে। অন্যথা ব্যতিক্রম ঘটে। নিকটে অন্য অন্য যন্ত্রও যদি "সম অনুপাতে" বাঁধা থাকে তো, সেতারের ঝঙ্কার সে সবেও "অনুরূপ" resonance effect সৃষ্টি করিবে। আসল কথা, অনুরূপতা। বাজান সেতারেই হোক্ অথবা আর আর যন্ত্রেই হোক্, যেখানেই অনুরূপতার বদলে বিরূপতা, সেখানেই বাজনার স্পন্দন (vibrations) গুলো Harmony সমূহের harmonic combination হ'বার যে সব নিয়ামক ছন্দ (equations) আছে, সে সব ছন্দে আসিবে না; সুতরাং তাদের combination harmonic না হইয়া unharmonic হইবে। বিরূপতাবশতঃ resonance effect না হইয়া waves গুলি refraction, defraction ইত্যাদি effectএ বিভক্ত হইয়া নানাবিধ জটিল interference effect এর সৃষ্টি করিবে। ফল—পরস্পর বিরোধ, উপমর্দ, জটলা। মূল স্পন্দনের প্রতিস্পন্দনটি বিবাদী, বিসম্বাদী হইবে। Waves সমূহের সম্বাদী অথবা বিবাদী হ'বার কতকগুলি সহজ গাণিতিক নিয়ম আছে। গণিতশাস্ত্রে ও শব্দবিজ্ঞানে সব নিয়মের বিশ্লেষ-বিস্তার এবং পরীক্ষাদি আছে।

এখন ধর, জপ। প্রাণভূমি থেকে প্রাণের ঋতচ্ছন্দে উত্থিত হইয়া জপ "স্থূলে" দেখা দিলে তার স্পন্দনকে পূর্বোক্ত অনুরূপতা-বিরূপতার নিয়মে পড়িতেই হয়। অবশ্য "সূক্ষ্মে"ও অনুরূপতা-বিরূপতার নিয়ম আছে, তবে তাহা সাধারণ হিসাব ও পরীক্ষার বাহিরে। স্থূলের Law "সূক্ষ্মে" সঙ্কোচ (ব্যাপ্তি এবং বীর্য দু'দিক থেকেই) রূপ। এখন জপকারীর যন্ত্র (অন্নময়াদি): (১) হয় অনুরূপ আছে (অর্থাৎ পূর্ণ শ্রদ্ধায় "বাঁধা"); নয় তো (২) বিরূপ (একেবারে শ্রদ্ধাহীন) অথবা (৩) আংশিকভাবে অনুরূপ। প্রথম স্থলে resonance effect পুরা হইবে। দ্বিতীয়তে interference effect গুলো অতিমাত্রায় প্রবল হইবে। জপের দ্বারা system এবং environmentএ যে সমস্ত প্রতিস্পন্দন (reactions) সৃষ্টি হইবে, তারা overpoweringly

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

unharmonious ও unhelpful হইতে পারে। তৃতীয় হইতেছে জপসাধনের সাধারণ অনুকূল অবস্থা। আংশিক অনুরূপতাকে আশ্রয় করিয়া জপক্রিয়া একটা wedge এর মতো প্রবিষ্ট হইবে। ক্রমে ক্রমে সমগ্র যন্ত্রটির সূক্ষ্ম অবয়বগুলির বিন্যাস এবং ক্রিয়ার ছন্দটি সে অনুরূপভাবে বদলাইয়া লইবে। জড় ও প্রাণরাজ্যের মৌলিক পরিবর্তনগুলো এইভাবেই সাধিত হয়। Atomic Number, Molecular distribution, chromosomes and gene এর পরিবর্তন—এইভাবেই। যন্ত্র যেমন অনুপাতে অনুরূপ হইতে থাকে সেই অনুপাতে তাতে resonance effect বেশী হইতে থাকে। ইহাই "চক্রবৃদ্ধি"। কেবল জপ বলিয়া কেন, সকল অভ্যাসেই যন্ত্রের একটা" molecular aptness" সুতরাং functional readiness সৃষ্টি হইতে থাকে। সমর্থ জপে অন্নময় কোষের (এবং উত্তরোত্তর আর আর কোষেরও) বিরূপতা দূর হইয়া অনুরূপতা সৃষ্টি হয়। Hormone Secretions, কুণ্ডলিনীর জাগরণ, "চক্র" গুলির উন্মেষ সবই ঐ ক্রিয়ার ফল। ইতি

স্বামিজী

৫

মহেশ্বরপাশা
খুলনা
২২. ৫. ৪২

কল্যাণীয়বরেষু—

শ্রীমান্ গোবিন্দ !

এখানে আসিয়া কয়দিন আগেই তোমার কার্ডখানা পাইয়াছি। জপ সম্বন্ধে দ্বিতীয় নিবন্ধটি তোমার বাবা ও নলিনী আলোচনা করিয়া কিছু আনন্দ পাইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন খুলনার শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে জপ সম্বন্ধে আমার মুখে তাঁরা কিছু শুনিলেন। জপকর্মের আধাররূপে জপ "বিদ্যা" বা "বিজ্ঞান" পাইলে যে কি উপকার হয় সে সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। প্রাচীনকালে কোনো ক্রিয়ার সাথে সাথে তার বিদ্যাও উপদিষ্ট হইত। শ্রুতিতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ। সেদিন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আলোচনায় মুখ্যভাবে যে দুটি প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিই :—

(১) জপ, ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তত্ত্বসম্বন্ধী (Theory) আধার আবশ্যক বটে, কিন্তু বেশী আবশ্যক একটা practical background অথবা "frame". যথা—

(ক) জপারম্ভে হৃদয়ে, ললাটে অথবা 'শিরসি' শ্রীভগবানের শাশ্বতী ও সর্বগ অনুগ্রহশক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীগুরুধ্যান। শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ অভিনব সাধনদেহে "ভূমিষ্ঠ" হওয়া। এই ব্যাবহারিক ভোগ-দেহের thought elimination এবং উক্ত সমর্থ, গুরুকৃপাজন্য, শুদ্ধ সাধন-দেহ লাভের auto-suggestion. ইহা দ্বারা এই apparatusটি "in tune" (শ্রদ্দধান) হইয়া থাকে। এতে পূর্বোক্ত "resonance effect" গুলি হ'বার সুবিধা হয়।

(খ) তান্ত্রিক সন্ধ্যাদিতে বীজজপ দ্বারা প্রাণায়ামপূর্বক এই পাপ্‌মাবিদ্ধ দেহটাকে ভস্মীভূত করা হয়; অমৃতময় নব কলেবর ধারণের suggestion দিতে হয়।

(গ) শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে Mother এর দেওয়া একটা Symbol Picture বেশ লাগিল। সপ্ত বর্ণালী-চক্র-বেষ্টিত এক মহান্‌কেন্দ্র জ্যোতি। নিম্নে এক শতদল প্রস্ফুটিত হইতেছে; তন্মধ্য হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া উক্ত সপ্ত চক্র ভেদ করিয়া অন্তর্জ্যোতিতে মিলিত হইতে চাহিতেছে। প্রতীকের রহস্য স্পষ্ট—the flame of Soul's Aspiration leaping up to—। জপাদি কালে আপন কারবারি সত্তা ভুলিয়া এইটি ধারণা করা আবশ্যক। আলোর আকুতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সন্ধান ও সমাপ্তি ভূমায়। পার্বত্য তটিনীর নদীনাথে। জীবের এটি মূল Aspiration Pattern—বহু separable accidents মধ্যে।

এইরকম সব জপাদি কর্মের practical আধার মেলান আবশ্যক। আর এক প্রসঙ্গ—জপধ্যানাদির "একান্ত" ফল আর "সঙ্ঘ" (congregational) ফল। একান্ত সাধনই সাধারণতঃ প্রশস্ত বটে, তবু দেশ (যথা, তীর্থাদি), কাল (যথা, যোগাদি), পাত্র বা বস্তু (যথা, দেবতা-বিগ্রহ, গুরু অথবা অপর মহাপুরুষ-সান্নিধ্য) এবং ছন্দ (যথা, ভাবের, বুদ্ধির ও কর্মের সমতানতা)—এই চারের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সঙ্ঘকর্ম বিশেষভাবে ফলপ্রদ। তাতে Resonance effect multiplied হইবার সুযোগ পায়। Minor ছাড়া major discordance factors অধিক থাকিলে resonance এর বদলে interference effects গুলোই অধিক হইতে পারে। মূল কথা—Total effectটি "বিষম" না হইয়া "সুষম" হইবে। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনরসেও বাধা হইয়াছিল বহির্ভাগে কোনো বহিরঙ্গ ব্যক্তি ছিল বলিয়া। Symphony বা Synthesis of the elements of harmonyর জন্য এত mathematically precise conditions আবশ্যক হয়।

শুভেচ্ছা নিও।

ইতি

স্বামিজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬

ওঁ

বারাণসী

৩১. ১০. ৪৫

কল্যাণীয়েষু—

তুমি আমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

জপের কৌশল সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। তুমি এখানে আসিলে সাক্ষাতেই বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব। যে কোনো প্রকার কৌশলই অবলম্বন করা যাউক্, সবই দুই ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। তন্মধ্যে এক ভাগ প্রাণের ক্রিয়ার সহিত সংপৃক্ত এবং অপর ভাগ সেই ক্রিয়ার উপদর্শনের সহিত। প্রাণের ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ ভাবে চলিতেছে কিন্তু জপটি প্রথমাবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ ভাবে চলে না, চেষ্টা দ্বারা উহা সম্পন্ন করিতে হয়। চেষ্টার মূলে কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান রহিয়াছে।

প্রযত্নপূর্বক জপ করিতে করিতে জপটি প্রযত্ননিরপেক্ষ হইয়া পড়ে। তখন প্রাণের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ার সহিত উহা গ্রথিত হইয়া যায়। যে-সকল উপায়ে এই কৃত্রিম প্রক্রিয়া হইতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর তাহার বিবরণ এই পত্রে দেওয়া অনাবশ্যক। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে কৃত্রিম সাধনার সময়েও যদি ঐ সাধনার উপদ্রষ্টাভাবে নিজেকে নিয়মিতভাবে কিছু সময়ের জন্য স্থাপনা করা যায়, তাহা হইলে সাধনার কৃত্রিমতা অবিলম্বে তিরোহিত হইয়া স্বভাবসিদ্ধ প্রাণের ধারাতে পরিণত হইতে পারে।

প্রথম অবস্থায় উপদর্শনের মুখ্য করণ মনই থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা চিদালোকে আলোকিত চেতন মন, সুপ্তবৎ অসাড় মন নহে। চিদালোক কোনো বিশিষ্ট সাধনসাপেক্ষ নহে, সংযম ও দৃঢ়তার সহিত প্রাণের ক্রিয়ার দিকে নিরন্তর অচল লক্ষ্য রাখিতে পারিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগ্রত মনের সন্ধান পাওয়া কঠিন নহে। মনকে জাগাইয়া রাখাই উহাকে চৈতন্যে আলোকিত করা। কিন্তু মন বিষয়হীন হইয়া জাগিয়া থাকিতে পারে না। নিরালম্ব অবস্থায় মন অব্যক্ত হইয়া পড়ে। বর্তমান স্থলে প্রাণের ক্রিয়াই মনের আলম্বন—ঐ ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ হউক্ অথবা জপাদির প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় কৃত্রিম হউক্, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুনিয়ন্ত্রিত মনের তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের সম্মুখে প্রাণক্রিয়া সহজেই কৃত্রিমতা পরিহার করে এবং স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াও অনতিবিলম্বে মন্দীভূত হয়।

চিৎশক্তির উন্মেষ না হইলে এবং এই প্রক্রিয়া কিছুদিন পর্যন্ত অভ্যস্ত হইলে প্রাণের স্বাভাবিক ক্রিয়াও স্তম্ভিত হওয়ার ন্যায় নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। লৌকিক দৃষ্টিতে ইহা প্রাণাপানের সাম্যস্থাপক কুম্ভক বলিয়াই মনে হইবার কথা। ঐ অবস্থায় একটি প্রশান্তভাবের উদয় হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া এবং মনের ক্রিয়া—তিনটি উপরত হইয়া নিষ্ক্রিয় আত্মার শুদ্ধ দৃক্‌শক্তি প্রকাশমান হয় ও আপনাতে আপনি বিশ্রাম করে। এই অবস্থা স্থায়ী না হইলেও দীর্ঘকালের অভ্যাসে ইহা স্থায়ীরূপে পরিণত হইতে পারে। ইহা শান্তির অবস্থা—যাহা সুখ-দুঃখ উভয়ের অতীত, জাগতিক সর্বপ্রকার পুরুষার্থের অতীত এবং দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তির সমপর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু ইহা দিব্যাবস্থা নহে। ঐ যে চিৎশক্তির উন্মেষের কথা বলিলাম উহার অভাবে দিব্যাবস্থার বিকাশ হইতে পারে না। চিৎশক্তির বিকাশ হইলে কুম্ভক আর কুম্ভক থাকে না। সৃষ্টি ও সংহাররূপ স্বভাবের ক্রিয়া পূর্ববৎ চলিতে থাকে। কিন্তু এই নিত্য ক্রিয়ার মধ্যেই স্থিতিরূপ নিষ্ক্রিয় সত্তা জাগিয়া উঠে। চিৎশক্তির উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের ক্রিয়া বা প্রকৃতির খেলা অন্তর্মিতই থাকে। কিন্তু চিৎশক্তি জাগিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় লীলাতীতের মধ্যেই নিত্য লীলা চলিতেছে। তখন একাধারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুম্ভকও থাকে অথচ রেচক-পূরকও চলিতে থাকে। উভয়ের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান বিরোধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় আত্মস্বরূপের মধ্যেই সর্বভূতের দর্শন হয়। কিন্তু ঐ অবস্থায় প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে সর্বভূতের মধ্যে আত্মদর্শন হওয়া আবশ্যক।

পূর্বোক্ত দশার অভিব্যক্তি হইলে নিত্য জপের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তিতত্ত্ব নিত্য জপময়। শিবতত্ত্ব জপের অতীত। শক্তিতত্ত্ব শব্দময়, জ্ঞানময়, ভাবময়, ক্রিয়াময় কিন্তু শিবতত্ত্ব এই সকলের অতীত। অথচ শক্তি ও শিব অবিনাভূত, কারণ শক্তি ছাড়া শিব এবং শিবব্যতিরেকে শক্তি থাকিতে পারে না। ইহার পরে বুঝিতে পারা যায় শিবও যাহা, শক্তিও তাহাই। জপ ও অজপার, সাকার ও নিরাকারের, শক্তি ও শিবের আত্যন্তিক অভেদ তখন উপলব্ধিগোচর হয়।

অতএব প্রথম কর্তব্য—দ্রষ্টা হইয়া প্রাণরূপা প্রকৃতির খেলা অখণ্ড দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা। এই নিরীক্ষণের প্রভাবে ইড়া পিঙ্গলা হইতে বায়ুপ্রবাহ অপসারিত হইয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে এবং ক্রমশঃ সুষুম্নামার্গে প্রবিষ্ট হইয়া বজ্রিণী ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদপূর্বক মুখ্য ব্রহ্মনাড়ীতে উন্নীত হয়। ঐখানে যাইয়া প্রাণপ্রবাহ ব্রহ্মবিন্দু ক্ষরণাত্মক অমৃতপ্রবাহে পরিণত হয়। ইহাই মায়ের কোল। বিশ্বমাতৃকা পরাশক্তির অঙ্কে শুদ্ধ চিদাত্মক জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিব-শক্তি সামরস্যের রসসাগরে মগ্ন হয়। এই অমৃতহ্রদে 'অবগাহন' করিলে মহানির্বাণ লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য মহানির্বাণ হইতে মুক্তি লাভ হয়, কারণ 'মক্ষিকাও মরে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে'।

আজ এই পর্যন্ত।

ইতি

আঃ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭

ওঁ

বারাণসী

১৩. ৬. ৪০

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম।

অখণ্ড মহাযোগের কালনির্দেশ হইয়া গিয়াছে, আর অধিক সময় বাকি নাই। ইহার মধ্যেই ভাবী মহাপরিবর্তনের মূল সূত্রটি প্রকাশিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। এই সময় লক্ষ্য হইতে দৃষ্টিকে অপসারণ করিয়া অন্য বিষয়ে নিয়োগ করার অবসর নাই। যাহা জগতে কখনও ঘটে নাই, যাহার সম্ভাবনীয়তা পর্যন্ত সাধারণ ও অসাধারণ কোনো মনুষ্যই কল্পনা করিতে পারে না, তাহাকে চিরসত্য বাস্তব স্থিতির মধ্যে অবতারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু দুরূহ হইলেও বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব নহে। জীবচক্ষুর সম্মুখ হইতে এবং বস্তুর স্বরূপের উপর হইতে আবরণাত্মক যবনিকা উত্তোলিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মের বিরাম নাই।

পূর্বেও তোমাকে বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি 'মা' নামের আশ্রয় গ্রহণ কর। শ্রদ্ধাতে হউক্, অশ্রদ্ধাতে হউক্, 'মা' নাম গ্রহণ করিতে পারিলে প্রকৃতই মায়ের সন্তানরূপে পরিণত হওয়া যায়। শিশুভাব প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ ঠিক ঠিক নির্বিচার ভাব ধারণ করিতে না পারিলে তর্কের অতীত, জীববুদ্ধির অতীত, এমন কি জীবের কল্পনারও অতীত বিরাট্ মহাসত্যকে ধারণ করিতে পারা যায় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালের রেণুসকল অণুরূপে জীবকে ক্রমশঃ ঘনীভূত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। স্থূল দেহের জরা-মৃত্যু, অন্তঃকরণের কামক্রোধাদি বৃত্তিনিচয়, প্রাণময় সত্তার ক্ষুধা পিপাসাদি, অতৃপ্ততা, অভাববোধ—সবই কালের প্রভাবে চৈতন্যের সঙ্কোচবশতঃ ঘটিয়া থাকে। 'মা' ডাকার ফলে মহা মুহূর্তে প্রকাশমান বিশুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হীরক জ্যোতির সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিলে ঐ সকল পূর্ববর্ণিত কালের অণু ঝরা ফুলের ন্যায় খসিয়া পড়িয়া যায়। অমৃত কলারূপা ষোড়শী শক্তি কালের পঞ্চদশ কলা বা তিথিকে আপ্যায়ন করে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদিগকে নির্বিকার করিয়া অমৃতময় স্বরূপে পরিণত করে। ইহারই প্রভাবে মনুষ্য আগমাপায়শীল অণুপুঞ্জের সম্বন্ধনিমিত্তক আকর্ষণ-বিকর্ষণের কৃত্রিম অভিনয় হইতে মুক্ত হইয়া, স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচহীন স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহারই নাম মায়ের কোলে স্থান লাভ। মায়ের কৃপা হইলে সুদিন আসিতে আর বিলম্ব হয় না। অপূর্ণ কর্ম পূর্ণ করিয়া মনুষ্য তখন গুরু-সাক্ষাৎকারের অধিকারী হয়। কর্ম পূর্ণ করিতে না পারিলে অখণ্ড গুরুদর্শন কি প্রকারে হইবে? যাঁহারা কর্ম পূর্ণ করিয়া জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইলেন না, তাঁহারা মহাকরুণার ফলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরে কর্ম পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবেন। জ্ঞান এবং কর্ম সমরস না হইলে মহাচৈতন্যরূপী বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি আকাশ-কুসুমবৎ অলীক।

আর অধিক সময় নাই। সুতরাং কে কি বলিবে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যথাশক্তি দুইটি মহাক্ষণে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। ঐ সময় অর্থাৎ কালের অণু নষ্ট হওয়ার পূর্বে 'মা' ডাকার যে ফল তাহা কালের অপসারণের পর 'মা' ডাকার ফল অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক। অভাবের ডাকে স্বভাবকে জাগাইতে পারিলে অচিন্ত্য উৎকর্ষ লাভ করা যায়। স্বভাবের সিদ্ধ 'মা'-ডাকে সুফল অবশ্যই হয়। কিন্তু উৎকর্ষের ন্যূনতা থাকে। তুমি জিজ্ঞাসু হইলে জিজ্ঞাসার অনুরূপ তত্ত্ববিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব। তবে এখন আর বুঝিবার সময় বেশী নাই। যেটুকু সময় করিতে পার অন্তরে 'মা' ডাকিতে চেষ্টা করিবে।

অখণ্ড মা ঠিক ঠিক ব্রহ্মময়ী মা নহেন। যিনি ব্রহ্মময়ী মা তিনি শিব-শক্তিস্বরূপা শিবানী—তিনি জীবের ও জগতের মা। অখণ্ড মা বাস্তবিক পক্ষে শুধু জীব ও জগতেরই মা নহেন, শিবেরও মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই শিব পরম শিব অবস্থায়ই তাঁহাকে চিনিতে পারেন, অথবা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেই শিব পরমশিবরূপে পরিণত হ'ন, তৎপূর্বে নহে। তিনি পরমা কুমারী—এক ও অদ্বিতীয়।

ইতি

আঃ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

৮

ওঁ

বারাণসী

২৩. ৪. ৬৫

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রশ্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। তাহার পূর্বে একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কথাটি এই যে, পূর্ণ সত্তা শিব-শক্তির সামরস্যাত্মক। উহা একই অখণ্ড সত্তা—শৈবগণ উহাকে পরমশিব বলেন, শাক্তগণ উহাকে পরাশক্তি বলেন। ঐ সত্তাতে ভগবতী পরা সংবিৎ শিব হইতে অভিন্ন এবং ভগবান পরম শিব শক্তি হইতে অভিন্ন। শিব অস্পন্দ, শক্তি স্পন্দময়ী—পরা সত্তা নিত্য অস্পন্দ থাকিয়াও নিত্য স্পন্দময়ী অথবা নিত্য স্পন্দরূপ হইয়াও সর্বদা অস্পন্দ। মানবীয় বুদ্ধিতে যে বিরোধ প্রতীত হয় উহা তাহার অতীত। উহাই অদ্বয় তত্ত্ব—শুধু অদ্বয় নহে, পরমাদ্বয়। এই পরাসংবিৎই স্বাতন্ত্র্যময়ী চিতি, যাহার কথা 'প্রত্যাভিজ্ঞাহৃদয়ে' বলা হইয়াছে। এই দৃষ্টি বেদান্তের শান্তব্রহ্মদৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ, তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ণ সত্তা বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মিকা। 'বিশ্ব' শব্দে সৃষ্টি মনে করিও না। সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও বিশ্ব থাকে—পূর্ণে মগ্ন হইয়া তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত অভিন্নভাবে থাকে। বস্তুতঃ বিশ্ব সর্বদাই পূর্ণ-সত্তাতে অবস্থিত আছে, তবে অপ্রকটভাবে। যাহাকে সৃষ্টি বলা হয় তাহা শুধু ঐ নিত্যস্থিত বিশ্বেরই প্রাকট্যমাত্র। সুতরাং জগৎ যে সর্বদাই প্রকাশের সঙ্গে তাদাত্ম্যসম্পন্ন তাহা সত্য। কিন্তু যখন জগৎ প্রকাশে স্থিত থাকিয়াও অপ্রকট তখন সেটাকে জগতের বিন্দু অবস্থা মনে করা যায়, আর যখন উহা প্রকট হয় তখন সেটাকে বিসর্গ অবস্থা বলা যাইতে পারে।

সাংখ্যেও এই দৃষ্টি আছে বটে, তবে একটু পার্থক্য আছে। সাংখ্য সৎকার্যবাদী—কার্য অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বেও স্বীয় কারণে অব্যক্ত সত্তারূপে থাকে। কারণ-ব্যাপারে তাহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। কিন্তু সাংখ্যের কারণতা প্রকৃতিতে। প্রকৃতি অচিৎ—ইহা যখন কার্যরূপে পরিণত হয় তখন যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা ব্যক্ত হয়। কারণের কার্যরূপে পরিণাম স্বাভাবিক। প্রলয়াবস্থায় সদৃশ-পরিণাম থাকে. কারণ প্রকৃতি পরিণামহীন থাকে না। সৃষ্টিকালে হয় বিসদৃশ পরিণাম। এই স্থলে নিমিত্তের সার্থকতা আছে বটে, কিন্তু ইহা (নিমিত্ত) বৈশেষিকাদিবৎ উপাদানের প্রয়োজক নহে, কিন্তু আবরণ ভেদকমাত্র। আগমিক দৃষ্টিতে পরা সংবিৎ বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত উভয়ই। স্বাতন্ত্র্য বা কর্তৃত্বই নিমিত্তের কাজ করে। প্রকাশ থাকে উপাদান। সাংখ্যে যেমন কার্যাত্মক বিশ্ব ব্যক্ত হওয়ার পূর্বে প্রকৃতিরূপ কারণসত্তায় অব্যক্ত থাকে, আগমমতেও তদ্রূপ সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য। তবে সাংখ্যের কারণ জড় বা অচিৎ, কার্য বা জগৎও জড়; কিন্তু আগমে কারণ হইল সংবিৎ বা চৈতন্য, কার্য বা জগৎও বস্তুতঃ তাহাই। সংবিদে বিশ্বের অবস্থান তাই সুখবোধ্য। উভয়স্থলেই এই অবস্থান অব্যক্ত। যাহাকে সৃষ্টি বলি তাহা বিসর্গ—তখন উহা ব্যক্ত।

বিশ্বের তিনটি রূপ আছে—প্রথমটি পররূপ, দ্বিতীয়টি পরাপর রূপ, তৃতীয়টি অপররূপ। সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপটিই বিশ্ব নামে পরিচিত—সদাশিব তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা সৃষ্টির অন্তর্গত। সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়াই ইহাতে ইদন্তাস্পর্শ আছে। সদাশিব অবস্থায় মন্ত্রমহেশ্বরবর্গ যে বিশ্ব অনুভব করেন তাহাতে অহন্তার প্রাধান্য থাকিলেও কিঞ্চিৎ ইদন্তা আছে। স্বাতন্ত্র্যমূলক সঙ্কোচের ফলে এই ইদন্তাভাস ফুটিয়া উঠে। নিম্নে আসিয়া ইদন্তরই প্রাধান্য হয়। বিশুদ্ধ অহন্তা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ফলে ইদন্তার আশ্রয়ীভূত-পদার্থে অহন্তার উদয় হয়—দেহাত্মবোধ ইত্যাদি। পূর্ণ অহন্তা যেখানে, সেখানে ইদন্তার স্থান নাই—একই অহম্ অখণ্ডরূপে নিজ আলোকে আলোকিত হইয়া নিজ মহিমায় বিরাজ করে। সেইটিই পূর্ণসত্তা বা পরাসংবিৎ। ঐটি নিষ্কল দশা।

এই পরা সংবিৎ হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে নিরন্তর সৃষ্ট্যাদি পঞ্চকৃত্য চলিতেছে। এই পঞ্চকৃত্যের সর্বপ্রথমই আত্মসংকোচ, যাহার নামান্তর তিরোধান। ইহা না হইলে সৃষ্টি হইতেই পারে না। সুতরাং পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময় সত্তা ও সংকোচমূলক সৃষ্টি এই উভয়ের অন্তরালে আছে সংকোচ গ্রহণ। এই অন্তরালেই শিব ও শক্তি এই দুই তত্ত্বের স্ফুরণ হয়। পূর্ণ শিব ও শক্তি অভিন্ন সমরস ছিল। এখন হইল শক্তি আলাদা, শিব আলাদা—অর্থাৎ শিব হইল শক্তিবর্জিত, সুতরাং শববৎ। প্রকাশ হইয়াও প্রকাশমান নহে বলিয়া অপ্রকাশবৎ, কারণ তাহাতে প্রত্যবমর্শন নাই। বাক্যপদীয়কার সেইজন্য বোধের নিত্যসিদ্ধ বাক্‌রূপতা স্বীকার করিয়াছেন। এই শিবকে তত্ত্বরূপী শিব বা অনাশ্রিত শিব বলা হয়। এটি চিদৈক্যাখ্যাতির অবস্থা। কতকটা বেদান্তের মূলাবিদ্যার অনুরূপ। এটি আণব মলের বা সঙ্কোচের একটি দিক্। ইহার অপর দিক্‌টি হইল শক্তির শিবহীনতা অর্থাৎ চিৎশক্তির সুপ্তি। ইহাই জড় শক্তি। বস্তুতঃ শক্তি জড় নহে, ইহা শক্তির সুপ্তি মাত্র। ইহারই নাম কুণ্ডলিনী। তথাকথিত জড় জগতের ইহাই মূল প্রকৃতি। বোধের অস্বাতন্ত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের অবোধতা—ইহারই নামান্তর। এইটি অন্তরাল অবস্থা। অর্থাৎ তথাকথিত এই শিব-শক্তি বিভাগ মাঝে না থাকিলে সদাশিবাদি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচনা উপপন্ন হয় না। এই যে শিব ইনি শক্তিরহিত বলিয়া বিশ্বোত্তীর্ণ। যখন ইনি শক্তিসহিত তখন ইনিই পরম শিব। তাই পূর্ণের মধ্যে বিশ্বোত্তীর্ণও আছে, বিশ্বাত্মকও আছে।

যেটিকে পরবিশ্ব বলিয়াছি তাহা প্রকাশাত্মক। তাই ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন: 'তদুত্তীর্ণশিবভট্টারকস্য প্রকাশৈকবপুষঃ প্রকাশৈকরূপা এব ভাবাঃ'। এই যে 'ভাবাঃ' ইহাই বিশ্ব। ইহা চিদাত্মক, বিশুদ্ধ প্রকাশমাত্র স্বরূপ। এখানে আনন্দ নাই। পরম শিবাবস্থায় আনন্দ আছে—তাহা আনন্দঘন অবস্থা। বিশ্বেও আনন্দ আছে—যদিও তাহা মলিন ও পরিচ্ছিন্ন।

প্রকাশাত্মকরূপ শিবপ্রমাতার নিকট সমগ্র ভাবমণ্ডল বা বিশ্বই প্রকাশরূপ বা চিন্ময়। অনন্ত আকার সেখানে আছে কিন্তু তাহা দৃশ্য নহে—তাহার ভান হয় না। সবই দ্রষ্টা বা প্রমাতাতে মগ্ন। ভান নাই বলিয়া সেখানে আকারের সত্তার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, যাহার ভান হয় ও যখন হয় তাহার ও তখনই সত্তা স্বীকার্য। তাই চিদবস্থাটি নিরাকার—আকারের ভান নাই, তাই নিরাকার। আনন্দাবস্থাটি সাকার, কারণ সেখানে আকারের ভান আছে। অথচ চিৎ ও আনন্দ একই সত্তা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি,' যাহা জানা যায় তাহাই হওয়া যায়, যাহা হওয়া যায় তাহাই জানা যায়। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ইহা কতকটা knowledge by identityর অনুরূপ। অতি গভীর অনুভূতির তলদেশে গেলে ইহা ধারণা করা সহজ হয়। নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাই না, আকারের ভান হয় না। আবার দর্পণে বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত সেই মুখই দেখিতে পাই। বুঝিতে পারি আমারই মুখ। একটা চিতের অবস্থার নিদর্শন, অপরটা আনন্দের। বস্তুতঃ উভয়ই এক।

কথাটা আরও স্পষ্ট করিতেছি: আমরা জগতের তিনটি দিক্ লক্ষ্য করিয়া থাকি। একটি দিক্ ভৌতিক, একটি দিক্ মানস বা চৈত্তিক, তৃতীয়টি চিন্ময়। ভৌতিক বিশ্ব বাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয় অবশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত বা মন ও চিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত। মনোময় বিশ্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অন্তঃকরণগ্রাহ্য। অবশ্য পশ্চাতে চিতের অনুপ্রাণনা অন্তঃকরণে স্বীকার্য। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় থাকে না, তদ্‌গ্রাহ্য জগৎও থাকে না, তখনও মানস জগৎ থাকে, তাহার গ্রহণাদিও হয়। আর যখন মানস জগৎও থাকেনা, অন্তঃকরণও থাকে না, তখনও চিন্ময় জগৎ থাকে। উহা গ্রহণ করিতে ইন্দ্রিয় বা বাহ্যকরণ আবশ্যক হয় না, অন্তঃকরণও আবশ্যক হয় না। আবশ্যক হয় চিৎশক্তির ক্রিয়া। এই চিন্ময় জগৎ চিৎশক্তিমাত্র দ্বারাই অনুভূত হয়—স্পষ্টভাবে সাক্ষাৎকৃত হয়।

এখানে একটি কথা মনে রাখিও: বাহ্য জগৎ ইদংরূপে গৃহীত হয়, ইহা ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূতরূপে প্রতীত হয়। অন্তর্জগৎ ইদংরূপেই গৃহীত হয়—ইহা অন্তঃকরণের বাহিরে প্রতীত হয় না, অন্তঃকরণেরই পরিণামবিশেষ রূপে গৃহীত হয়। কতকটা স্বপ্নের মতন। কিন্তু প্রতীতি হয় ইদংরূপেই অর্থাৎ গ্রাহ্যরূপেই। কিন্তু চিন্ময় জগৎ এইপ্রকার নহে। ইহাতে ইদন্তার ভান থাকে না। যোগের প্রাথমিক ভূমিতে অহন্তারও ভান হয় না। আমি অন্তরালাবস্থার কথা বলিতেছি। ইদন্তা নাই, অহন্তাও নাই। ইহাই পূর্ববর্ণিত প্রকাশৈক্যরূপ। এই অবস্থার প্রমাতা=শিবপ্রমাতা। ভাবমাত্রই প্রকাশরূপ। বিমর্শহীন বলিয়া এখনও অহন্তার স্ফুরণ পাওয়া যাইতেছে না। পরশিব বা পরাসংবিদের দশাতে পূর্ণ অহংরূপে ভাম হইবে। তখন আনন্দঘন স্থিতির উন্মেষ হইবে। এখন বিশ্বসৃষ্টির অতীত হইলেও একেবারে অতীত নহে। তবে ইদন্তাবোধরহিত। অহন্তার উদয় হইলেই সঙ্কোচশূন্য হইবে। চিন্ময় জগৎ লৌকিক দৃশ্যবৎ মনে করা ভুল। উহা দ্রষ্টার সহিত একীভূত অথচ অহন্তাহীন। ইহাই ব্রহ্মরূপে জগৎ দর্শন, পরব্রহ্মরূপে নহে।

নিরাকার-সাকার বলিয়া কিছু নাই। যাহা আছে তাহাই আছে। চিতের স্থিতিতে নিরাকার, আনন্দের স্থিতিতে সাকার। লৌকিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টি বুঝিতে হইলে আনন্দ হইতেই বুঝিতে হয়। চিতের দুই দিকেই আনন্দ—ঊর্ধ্বে পূর্ণত্ব বা অন্যনিরপেক্ষতারূপ আনন্দ। ইহাই পরম সত্তার স্বরূপ। ইহা স্বাতন্ত্র্যময় পরম ঐশ্বর্য। অধোদিকে যে আনন্দ তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়। এ আনন্দ ক্ষুব্ধ হয়—তাহার ফলে সৃষ্টির প্রসার হয়। পূর্ণতার আনন্দ অক্ষুব্ধ ও অক্ষোভ্য। পূর্ণে ইচ্ছা নাই—যাহা আছে তাহা স্বভাবের খেলা, স্বাতন্ত্র্য—তাহাকেই মহা ইচ্ছা বলা হইয়া থাকে। 'ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিঃ'—গৌড়পাদ বলিয়াছেন। ইহা সেই ইচ্ছা। যে-ইচ্ছার সহিত আমরা পরিচিত তাহা আনন্দের নিম্নদেশে, কারণ আনন্দের অভাব ব্যতিরেকে সে ইচ্ছার উদয় হয় না।

আজ এইখানে থাক। পরে আবার কথা হবে।

ইতি

আঃ

শ্রীগোপীনাথ

৯

ওঁ

বারাণসী

২৬. ৪. ৬৫

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে যে চিন্ময় জগতের কথা বলিয়াছি, তাহা চিন্তা কর। ইহার সম্বন্ধে অনেক গুহ্য রহস্য অর্গলবদ্ধ আছে। এখনও গুপ্ত ও গোপনীয়। সন্তগণ যাহাকে সত্যলোক বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা এই রাজ্যেরই একটি দিক্ মাত্র। এই রাজ্যে যে সকল আত্মা অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে মোটামুটি দুইটি ভাগ আছে। দেবতাদের মধ্যে যেমন আজানদেবতা ও কর্মদেবতার কথা শ্রুত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানেও কতকটা সেইরূপ। আজানদেবতা প্রথম প্রাকট্যের সঙ্গে সঙ্গেই দেবলোকবাসী। আর যাঁরা কর্মদেবতা তাঁরা মৃত্যুলোক হইতে কর্মপ্রভাবে ঐ দেবস্থানে অধিকার প্রাপ্ত হন। অবশ্য কর্মক্ষয়ের ফলে তাঁহাদের পতন অনিবার্য। কিন্তু যাঁহারা আজানদেবতা তাঁহারা জন্মসিদ্ধ। তবে ইহা অসম্ভব নহে যে প্রাক্তন কোনো কল্পে তাঁহারা ঐ দিব্যধামে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর পরবর্তী কল্পে ঐ স্থানে জাগ্রত হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করেন। ঐ চিন্ময় রাজ্যেও এইপ্রকার জানিতে হইবে। ইহাই সন্তগণের সত্যলোক; বৈদিক সত্যলোক লোকসংস্থানের মধ্যে ঊর্ধ্বতম হইলেও মায়ার অন্তর্গত।

এই সত্যলোক বা চিন্ময়ধামে দুইপ্রকার আত্মা থাকেন। কতক ঐ ধামে শ্রীগুরুকৃপায় সুপ্তিভঙ্গের পর অবস্থান করিতেছেন। এই সকল আত্মার দেহ নাই, মনও নাই—কখনও ছিলনা, এখনও নাই। দেহ নাই, তাই ইন্দ্রিয়ের কোনো কথা নাই। আর কতক আত্মা অধোলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন রাখিয়া আসিয়াছে। অধোলোকে জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য দেহ-ইন্দ্রিয়-মন আবশ্যক হয়। জগৎ যে-প্রকার, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপনার জন্য করণসামগ্রীও তাহার অনুরূপ হয়। ভৌতিক জগতের গ্রহণ-উপযোগী ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক সত্তার দ্বারা আরব্ধ হওয়া আবশ্যক। যেমন তেজের ধর্ম রূপ সাক্ষাৎকার করিতে হইলে তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু আবশ্যক হয়। মনোময় জগতের গ্রহণের জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয় অনাবশ্যক, তবে অন্তঃকরণ অবশ্য চাই। তাছাড়া জ্ঞানতন্তুসকল, মনোবহা নাড়ী সজাগ থাকা আবশ্যক। তাই মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলির সক্রিয় অবস্থায় স্থিতি আবশ্যক। কিন্তু চিন্ময় রাজ্যে ভৌতিক দেহ নাই, স্থূল ইন্দ্রিয় নাই, মনোময় দেহ নাই এবং মানস ইন্দ্রিয়ও নাই। ইহাদের প্রয়োজনও হয় নাই। সেখানে আত্মাই মন। এক চৈতন্যই সব কিছু। শুধু জ্ঞানের দিকে নহে, ক্রিয়ার দিকেও তাই। তাই শ্রুতিতে আছে: 'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' ইহাও যেমন সত্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' ইহাও তেমনি সত্য। বিশুদ্ধ চিন্ময় রাজ্যে জ্ঞাতাও চিন্ময়, জ্ঞেয়ও চিন্ময়। এক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাতা-বিজ্ঞেয়ের ভেদ মিটিয়া যায়।

বিষয়টি একটু ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে ব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণিত গোলোকধামের ধারণা করিতে পারিবে। শুনা যায় যে, নারদ নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়াও নারায়ণের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ভগবন্মায়াসৃষ্ট ভৌতিক রূপ মাত্র—

'সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং যন্মাং পশ্যসি নারদ।
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা..... ..' ইত্যাদি।

চিন্ময় স্বরূপ দৃশ্যরূপে লক্ষিত হয় না, তাহাতে ইদন্তার ভাব থাকে না। আজ এখানে থাক্।

ইতি
আঃ
গোপীনাথ

১০

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

১৮০, রামাপুরা
বারাণসী
২৫. ১০. ৪৫

পরমপ্রীতিভাজনেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। তৎসহ বাপুজীর লেখাও পাইয়াছি। ঐ typed copy কি আপনি ফেরৎ চাহেন? তবে উহা পাঠাইতে কিছু বিলম্ব হইবে। উহা এখনও পড়িতেছি। ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার পিতৃদেবকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছি, জানাইবেন। শুনিয়াছি তাঁহার মত শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে একনিষ্ঠ পুরুষ পাওয়া দুর্লভ। তাঁহার আশীর্বাদে আমার গুরুনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে, ইহাই প্রার্থনা।

আপনিও ঐ উচ্চাধিকার-সম্পন্ন পিতার উপযুক্ত পুত্র। সেইজন্য আপনিও সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি বয়ঃকনিষ্ঠ। সেইজন্য আমি আপনাকে ৺বিজয়ার শুভাশিষ ও সাদর আলিঙ্গন দিলাম। পুনঃ আপনার পিতৃদেবের চরণে প্রণাম।

ইতি

শ্রীসতীশ মুখোপাধ্যায়

১১

D47/180 Ramapura
Benares City
1. 11. 45

My dear and esteemed friend,

I have already sent you a letter of acknowledgement and have just received your reply. You do me the honour of asking me to send you a further letter. I gladly respond. But I must ask you to tell your revered father that my offer to him of my homage has nothing superficial about it and can not therefore be withdrawn. Whenever I meet with a case of sincere allegiance to one's Gurudeva, I cannot withhold my homage. And this has happened in the case of my relationship with your revered father.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

And yourself being his worthy son, you also share in part my feelings of respect and regard to him.

Today I cannot write to you a fuller letter but I would just ask you to remain satisfied with a partial letter like this, in reference to what Mahatmaji has written to you in reply to your very searching queries about Godhead some years ago.

I would therefore today merely touch on a very important point raised by you, I refer to the factor of Faith in God, on which Mahatmaji's whole article in the Harijan is based. Personally I have no particular or definite faith in a Living God; for when in 1897 Shri Satguru Deva asked me to give up all money-earning occupations and to depend upon God alone for my living, I answered Him as follows: "I have not seen God, nor do I actually know Him. I have only read about Him and heard about Him. In the circumstance, I could not truly depend upon Him for obtaining my livelihood. I must seek to earn my own livelihood." To this Shri Satguru Deva replied as follows: "I am here before you; you see Me and know Me. Supposing I asked you not to earn your bread, but depend wholly upon Me for all you want; could you do it?" I answered: "Yes, if you say so, if you give me the said assurance, I could depend upon you and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

would not seek to earn my livehood." Then He said : "In that case, I ask you not to earn your livelihood but depend upon Me for all you may stand in need of." That is the story of the Akash Vritti vow which Shri Shri Guruji gave me in 1897.

My reply to Guruji showed that I had no real faith in God, but that my faith in Shri Satguru Deva was firmer ; and since the time I am speaking of, that is to say since the nineties of the last century, He has been my Divine Protector and has pulled me out of monetary difficulties all along. My Guruji, in fact, has been my sheet anchor in life. And, yet I must tell you that I lose my balance in face of monetary difficulties, which I would not if I had a genuine faith in Shri Guruji. I must ask you to believe in my statement that, although Shri Guruji has been keeping me in the straight path all along, preventing me from falling into the mire of worldliness, He has not yet blessed me with that Living Faith in Him which would prevent me from losing faith in Him at times of distress and difficulty. Perhaps this is so because otherwise I would get inflated with a self-righteous pride.

So the first word in spiritual life is Faith, or to use the Scriptural language, Shraddha, which means a deep-seated conviction in Shri Guru and Scrip-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

tures. Therefore for a beginner like you and me, the basis of all progress Godward is Faith or Shraddha, which Mahatmaji emphasises in his reply to your letter.

So I agree with Mahatmaji that the foundation of all progress Godward is laid in Faith or Shraddha, in the sense of a deep-seated faith in the word of the Scriptures and the word of the Guru. This Shraddha in its course of development passes through various grades—Sattvik, Rajasik and Tamasik (Vide Gita XVII 3 and 5). At long last, however, there comes a type of Faith or Shraddha which transcends them all, transcends the Guna-born aspects of Faith. And then such Shraddha reaches the Chit-plane and becomes Chinmaya i. e. truly spiritual. And it is then that this Transcedent form of Faith or Shraddha automatically lands the developed Sadhaka or spiritual aspirant in the Living Presence of the Lord. Till then there is no God-Vision or Bhagavat-Darshan. Till then the only thing that is at all possible for the developing sadhaka is to put faith in the spiritual discoveries or revelations of the greater saints and sages who are able, from personal experience, to testify to the absolute Verity of Godhead.

Such is the raison d'etre of the type of faith which Mahatmaji has asked you to cherish, namely,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Faith in the Teachings of the greater saints and sages who have been able to come face to face with God. Therefore I whole-heartedly support Mahatmaji in his request to you that, before rejecting or neglecting the testimony of Prophets and Sages, you should pause thrice before coming to a hasty, however plausible, conclusion, born of what is called one's reasoning powers. I grant that Reasoning has its value and place but it can not usurp the place of Faith in the Teachings of those who have had first-hand experience of verities.

Here I may well stop but I should like nevertheless to put forward a commonsense argument in favour of Faith. In matters of wordly import, we ordinarily exalt the factor of Reason as against Faith. But if we but examine our position carefully, we cannot but accede to the fact that not reason but the spirit of faith is the basic factor of even our worldly lives. Just consider that no person can, by any amount of reasoning, help himself to conclude that he or she is the son or daughter of his or her father. He or she would be throughout life pursuing the belief in question, not as a reasoned act, but only as an act of faith.

My last word to you is that although the Bhagavat-Darshan or God-Vision is testified to by Saints and Sages, for many like you and me, the first thing

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is to turn our faces Godward. As it is, our faces are turned not inward, not Chit-ward, not Godward, but away from Him in our pursuit of unspiritual i.e. achit, material objects of enjoyment. The Realisation of God i.e. God-vision follows as night the day in the case of those whose interests in achit i.e. material, wordly things have grown weaker and weaker and are about to fade away and disappear. When that happens, the developed spiritual aspirant gets fastened on to Soul-life or to God-life and has either Atma-Sakshatkara or Bhagavat-Sakshatkara or both at the same time. Then, if not even earlier the Atmavan purusa or the realised soul can safely handle achit entities, i.e. without falling into the mire of worldly attachment i.e. of Samsara. He has become Dvanda-Atita, he has gone beyond the jurisdiction of loves and hates, victory and defeat etc. (Vide Gita V. 11 and VII. 28.)

If what I have said fails to evoke a response in your heart, please say so and write. I will then try to clarify my position.

affly,

Satish Mukherjee.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২

The following is taken from a letter from Bengal:

"I had the privilege to go through your article on birth-control with the heading: "A Youth's Difficulty."

With the original theme of your article, I am in full agreement. But in that article, you have expressed in a line your sentiment on God. You have said that it is the fashion nowadays for young men to discard the idea of God and they have no living faith in a living God. ["It is the fashion nowadays to dismiss God from life altogether and insist on the possibility of reaching the highest kind of life without the necessity of living faith in God.']

But may I ask what proof (which must be positive and undisputed) can you put forth regarding the existence of a God? Hindu philosphers or ancient Rishis, it seems to me, in their attempt to describe the svarupa or reality of Ishwara have at last come to the conclusion that He is indescribable and veiled in Maya and so on. In short, they have enveloped God in an impenetrable mist of obscurity and have further complicated, instead of simplifying

---

[সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রে উল্লিখিত গান্ধীজীকে লেখা আমার পত্র ও তাহার উত্তরে গান্ধীজীর লেখা, যাহা 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল Where is the Living God? এই শিরোনামে। *]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the complicated question of God. I do not dare deny that a true Mahatma like you or Sri Aurobindo or the Buddha and Sankaracharyas of the past may well conceive and realize the existence of such a God, who is far beyond the reach of ordinary human intellect.

But what have we (the general mass), whose coarse intellect can never penetrate into the unfathomable deep, to do with such a God if we do not feel His presence in our midst? If he is the Creator and Father of us all, why do we not feel His presence or existence in every beat of our heart? If He cannot make His presence felt, He is no God to me. Further, I have the question—if He is the Father of this universe, does He feel the sorrows of His children? If He feels so then why did He work havoc and inflict so much misery on His children by the devastating 'quakes of Bihar and Quetta? Why did He humiliate an innocent nation —the Abyssinians? Are the Abyssinians not His sons? Is He not Almighty? Then why could He not prevent these calamities? You carried on a non-violent truthful campaign for the independence of my poor Mother India and you implored the help of God. But, I think, that help has been denied to you and the strong force of materialism, which never depends on the help of God, got the better of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

you and you were humiliated and you have sunk into the background by forced retirement. Had there been a God, He would certainly have helped you, for your cause was indeed a deserving one! I need not multiply such instances.

So it is not at all surprising that young men of the present day do not believe in a God, because they do not want to make a supposition of God—they want a real living God. You have mentioned in your article of a living faith in a living God. I shall feel highly gratified and I think you will be rendering a great benefit to the young world, if you put forth some positive, undeniable proofs of the existence of God. I have the confidence that you will not more mystify the already mystified problem and will throw some definite light on the matter."

I very much fear that what I am about to write will not remove the mist to which the correspondent alludes.

The writer supposes that I might have realized the existence of a liviug God. I can lay no such claim. But I do have a living faith in a living God even as I have a living faith in many things that scientists tell me. It may be retorted that what the scientists say can be verified if one followed the prescription given for realizing the facts which are taken for granted. Precisely in that manner speak the Rishis

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and Prophets. They say anybody following the path they have trodden can realize God. The fact is we do not want to follow the path leading to realization and we won't take the testimony of eye-witnesses about the one thing that really matters. Not all the achievements of physical sciences put together can compare with that which gives us a living faith in God. Those who do not want to believe in the existence of God do not believe in the existence of anything apart from the body. Such a belief is held to be unnecessary for the progress of humanity. For such persons the weightiest argument in proof of the existence of soul or God is of no avail. You can not make a person who has stuffed his ears, listen to, much less appreciate, the finest music. Even so can you not convince those about the existence of a living God who do not want the conviction.

Fortunately the vast majority of people do have a living faith in a living God. They can not, will not, argue about it. For them, "It is." Are all the scriptures of the world old women's tales of superstition? Is the testimony of Chaitanya, Ramakrishna Paramhansa, Tukaram, Dhyanadeva, Ramdas, Nanak, Kabir, Tulsidas of no value? What about Ramamohan Roy, Devendranath Tagore, Vivekanand—all modern men as well educated as the tallest among the living ones? I omit the living witnesses

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

whose evidence would be considered unimpeachable. This belief in God has to be based on faith which transcends reason. Indeed even the so-called realization has at bottom an element of faith without which it can not be sustained. In the very nature of things it must be so. Who can transgress the limitations of his being? I hold that complete realization is impossible in this embodied life. Nor is it necessary. A living immovable faith is all that is required for reaching the full spiritual height attainable by human beings. God is not outside this earthly case of ours. Therefore exterior proof is not of much avail, if any at all. We must ever fail to perceive Him through the senses, because He is beyond them. We can feel Him if we will but withdraw ourselves from the senses. The divine music is incessantly going on within ourselves, but the loud senses drown the delicate music which is unlike and infinitely superior to anything we can perceive or hear through our senses.

The writer wants to know why, if God is a God of mercy and justice, He allows all the miseries and sorrows we see around us. I can give no satisfactory explanation. He imputes to me a sense of defeat and humiliation. I have no such sense of defeat, humiliation or despair. My retirement, such as it is, has nothing to do with any defeat. It is no more and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

no less than a course of self-purification and self-preparation. I state this to show that things are often not what they seem. It may be that what we mistake as sorrows, injustices and the like are not such in truth. If we could solve all the mysteries of the universe, we would be co-equals with God. Every drop of the ocean shares its glory but is not the ocean. Realizing our littleness during this tiny span of life, we close every morning prayer with the recitation of a verse which means : "Misery so-called is no misery nor riches so-called riches. Forgetting (or denying) God is the true misery, remembering (or faith in) God is true riches".

Harijan 13.6.36

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩

Segaon-Wardha
15.6.39

Dear Gobindgopal,

You have done well in writing to me as you have.

For me, if ahimsa is not applicable to all walks of life, it is of no use. My experiments therefore must have that end in view. I may correct myself a thousand times but I am not likely to give up an experiment in which visible results have been attained. This earthly life is a blend of the soul and the body, spirit and matter. We know the soul only through the body and so shall we know true ahimsa only through its action in the daily life.

Yours sincerely
M. K. Gandhi

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi